দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা শনিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২০২ ॥ ০৯ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ২৪ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৬ জমাঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

সব ধর্মের মানুষ মিলে সুন্দর দেশ গড়তে চাই : সেনাপ্রধান

স্টাফ রিপোর্টার : সব ধর্মের মানুষ মিলে সুন্দর একটি দেশ গড়ার আশা প্রকাশ করেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। শুক্রবার (৮ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে কঠিন চীবর দান ও বৌদ্ধ মহাসম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। সেনপ্রধান বলেন, সম্প্রীতির একটি দেশ গড়ে তুলতে চাই। এটি বৌদ্ধ ধর্মের মূল মন্ত্র। সব ধর্মের মানুষ মিলে আমরা একটি সুন্দর দেশ গড়তে চাই। তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চল থেকে অনেকেই এখানে এসেছেন। আমারা চাই, প্রতি বছর এভাবে দিনটি উদযাপন করা হোক। এজন্য সব ধরনের সহায়তা আমরা করব।

গণতন্ত্রবিরোধী অপশক্তির ষড়যন্ত্র থেমে নেই : তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : গণতন্ত্রবিরোধী ষড়যন্ত্র এখনও থেমে নেই জানিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী শক্তি ঐক্যবদ্ধ থাকলে কোনো ষড়যন্ত্র কাজে আসবে না। বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে শুক্রবার (৮ নভেম্বর) বিকেলে র‍্যালির আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ কথা বলেন। তারেক রহমান বলেন, আজকের মিছিল সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র এবং দেশ গড়ার মিছিল। বিএনপির লক্ষ্য জনগণের ভোট নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকারকে সহায়তার মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে। এজন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। বিএনপির এই নেতা বলেন, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর ছিল বাংলাদেশের শত্রু-মিত্র চেনার দিন। আর ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছিল বাংলাদেশের শত্রু চিহ্নিত করার দিন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের পক্ষের শক্তি ঐক্যবদ্ধ থাকলে আর কেউ স্বাধীনতাকে বিপন্ন করতে পারবে না। আজকের এই মিছিল বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার, অধিকার রক্ষার এবং নিজের ভোট প্রয়োগের অধিকার প্রতিষ্ঠার মিছিল। এর আগে, র‍্যালিতে যোগ দিকে এদিন দুপুর ১২টা থেকে নয়া পল্টনে দলটির নেতাকর্মীরা জড়ো হন। এরপর বিকেল ৩টায় কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। র‍্যালিটি নয়াপল্টন থেকে কাকরাইল মোড়, মৎস্যভবন, শাহবাগ, বাংলামোটর, কারওয়ান বাজার ও ফার্মগেট হয়ে এটি মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে গিয়ে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। মিছিলের আগে নয়াপল্টনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য, কেন্দ্র, মহানগর ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

অনুমোদনহীন মোবাইলের দাপটে হুমকিতে দেশীয় কারখানাগুলো

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে মোবাইল ফোনের বাজার প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার। এ শিল্পে সরাসরি তিন থেকে চার লাখ মানুষ জড়িত। ২০১৮ সালের আগে বাংলাদেশে শতভাগ মোবাইল ফোন বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। কিন্তু সরকারি প্রণোদনায় ২০১৮ সাল থেকে দেশে একের পর এক মোবাইল কারখানা স্থাপিত হতে থাকে। এ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি ১৭টি মোবাইল ফোন কারখানা দেশে স্থাপিত হয়েছে। দেশের চাহিদার প্রায় ৯৯ শতাংশ ফোনই এখন দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু অবৈধভাবে ফোন আমদানি বন্ধ না করায় স্থানীয় বাজারের প্রায় ৩৫-৪০ শতাংশ এখন চোরাই ফোনের দখলে। তৈরি ফোন আমদানিতে যেখানে প্রায় ৫৮ শতাংশ কর রয়েছে, সেখানে এসব ফোন বিনা শুল্কে বাজারজাত হচ্ছে। ফলে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন শতশত কোটি টাকা ব্যয় করে কারখানা স্থাপন করা ব্যবসায়ীরা। এতে নিজেদের বিনিয়োগ ও ব্যবসা ঝুঁকিতে পড়ার পাশাপাশি সরকারও হাজার হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারাবে বলে আশংকার কথা জানিয়েছে মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রি

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে এখন থেকে গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু চলবে না: মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে এখন থেকে গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু চলবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শুক্রবার (৮ নভেম্বর) নয়াপল্টনে জাতীয় বিপ্লব ও গণসংহতি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত গণ র‍্যালি শুরুর আগে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। র‍্যালি শুরুর আগে কোরআন পাঠ, দোয়া ও মোনাজাত করেন ওলামা দলের আহ্বায়ক কাজী মো. সেলিম রেজা। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছর শেখ হাসিনা তার দোসর বাহিনী দিয়ে এই দেশে লুটপাট করে খেয়েছিল। আমরা দীর্ঘ ১৭ বছর তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। সর্বশেষ ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতা থেকে নামাতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু তার দোসররা এখনো ঘাপটি মেরে বসে আছে। আমরা যে কোন অপশক্তিকে রুখে দিতে প্রস্তুত আছি। এর জন্য আমরা সব সময় ঐক্যবদ্ধ আছি এবং ভবিষ্যতে থাকব। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহান বিপ্লব ও গণসংহতি দিবস উপলক্ষে আজকের এই র‍্যালি। এই র‍্যালিতে আমরা এটাই প্রমাণ করবো যে বাংলাদেশে সব

২-এর পাতায় দেখুন

খাঁচায় বন্দি হয়ে আসলেন শেখ হাসিনা

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির ১০ দিনের কর্মসূচির অংশ হিসাবে রাজধানীতে শোভাযাত্রা শুরু করেছে দলটি। এতে খাঁচায় বন্দি অবস্থায় প্রতীকী শেখ হাসিনাকে প্রদর্শন করেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। শুক্রবার (৮ নভেম্বর) বিকেলে বিএনপির শোভাযাত্রায় এই খাঁচাটি দেখা গেছে। এরই মধ্যে এ সম্পর্কিত একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, চোখে আছে কালো চশমা, টিয়া রঙের শাড়ি ও সাদা ব্লাউজ পরিয়ে রাজধানীর এই শোভাযাত্রায় দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খাচার ভিতরে ভরে প্রদর্শন করছেন বিএনপির কর্মী সমর্থকরা। র‍্যালিতে উপস্থিত নেতাকর্মীরা সেই খাঁচা ঘিরে উপহাস করছেন। জানা গেছে, এদিন বিকেলে শোভাযাত্রাটি নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয়

২-এর পাতায় দেখুন

তদারকির অভাবে হাজার কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে প্রসাধন ও পার্সোনাল কেয়ার পণ্যের চাহিদা অনেক। ক্রমবর্ধনশীলও। এ কারণে বিদেশ থেকে প্রচুর পণ্য আনা হয় দেশে। এর মধ্যে অধিকাংশ পণ্যই আসে চোরাইপথে কিংবা লাগেজে করে। এক্ষেত্রে অনেক ব্যবসায়ী ডিকলারেন্স ভ্যালু কম দেখায়, আবার লাগেজ ব্যবসায়ীরা তুলনামূলক কম শুল্ক দিয়ে বিদেশি পণ্য আমদানি করেন। উভয় কারণেই সরকার রাজস্ব আয় বঞ্চিত হয়। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রসাধন শিল্পের বাজারে দুটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যে কারণে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে, বঞ্চিত হচ্ছে রপ্তানি আয় থেকেও। এ খাতে দেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বড় বিনিয়োগ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করার মতো গ্লোবাল মানের পণ্য উৎপাদন করছে এসব প্রতিষ্ঠান। ব্যবসায়ীরা বলছেন, প্রসাধনী পণ্য রপ্তানি থেকে বিলিয়ন ডলার আয়ের সুযোগ রয়েছে। এমনকি তদারকির অভাবে নকল প্রসাধনী সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে দেদারসে। এতে গ্রাহকরা আর্থিকভাবে প্রতারিত হচ্ছেন, পড়ছেন স্বাস্থ্যঝুঁকিতে। চ্যালেঞ্জ দুটি হচ্ছে সরকারের নীতি-সহায়তার অভাব এবং পর্যাপ্ত তদারকির অভাব।

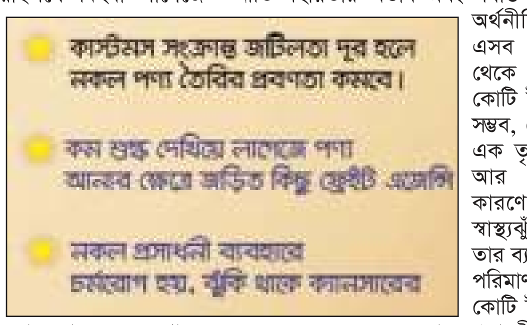

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এসব কারণে যে খাত থেকে সরকারের হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আয় সম্ভব, সেখানে আয় হচ্ছে এক তৃতীয়াংশেরও কম। আর নকল প্রসাধনীর কারণে যে পরিমাণ স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দিচ্ছে, তার ব্যয় যোগ করলে এর পরিমাণও হবে কয়েকশ কোটি টাকা। চিকিৎসকরা বলছেন, নকল ও ভেজাল প্রসাধনী সামগ্রীর কারণে বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ হয়, ক্যানসারও হতে পারে। অ্যাসোসিয়েশন অব স্কিন কেয়ার অ্যান্ড বিউটি প্রোডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন বলেন, বিশাল এই প্রসাধন ও স্কিন কেয়ার পণ্যের

২-এর পাতায় দেখুন

কুড়িল বিশ্বরোডে বিআরটিসি বাসের আগুন নিয়ন্ত্রণে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোডে বিআরটিসির একটি দ্বিতল বাসে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আধা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর আগে শুক্রবার (৮ নভেম্বর) দুপুর ১টা ৪০ মিনিটের দিকে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। কুর্মিটোলা ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ বলেন, কুড়িল বিশ্বরোডে বিআরটিসির একটি দ্বিতল বাসে লাগা আগুন নির্বাপণ হয়েছে দুপুর ২টা ৮ মিনিটে। আগুনে বাসটি সম্পূর্ণ পড়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি বাসটিতে কীভাবে আগুন লেগেছে। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি বাসটি কুড়িল বিশ্বরোড ফ্লাইওভারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এ বিষয়ে খিলখেত থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই)

২-এর পাতায় দেখুন

শীত কবে আসবে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শীতের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে এখনি। ভোরে ও সন্ধ্যায় হালকা কুয়াশার চাদর মনে করিয়ে দিচ্ছে, শীত চলে এলো বলে। তবে আসি আসি করলেও এখনি জাঁকিয়ে শীত চলে আসার সম্ভাবনা নেই। স্বাভাবিকের তুলনায় আসন্ন সপ্তাহগুলো দিন ও রাতের তাপমাত্রা কিছুটা বেশি থাকতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। একইসঙ্গে তারা তিন মাসে শৈত্যপ্রবাহ নিয়েও পূর্বাভাস জানিয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৮ থেকে ১০টি মৃদু এবং ২ থেকে ৪টি তীব্র শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা আছে বলে জানানো হয়েছে। জানুয়ারি পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস অক্টোবরে সারা দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে ২৯ শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে জানিয়ে আবহাওয়া অফিস বলছে, নভেম্বর থেকে জানুয়ারি সময়েও স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হতে পারে। এছাড়া বঙ্গোপসাগরে ২ থেকে ৫টি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে, যার মধ্যে ১ বা ২টি নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। নভেম্বর থেকে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে পারে। তবে দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি থাকতে পারে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের উত্তর, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল,

২-এর পাতায় দেখুন

সরকারি সফরে চীনে গেছেন বিমান বাহিনী প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন সরকারি সফরে আজ শুক্রবার চীনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। শুক্রবার (৮ নভেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। আইএসপিআর জানায়, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান কমান্ডার অব দ্য চাইনিজ পিএলএ এয়ারফোর্সের আমন্ত্রণে ৯-১৫ নভেম্বর চীন সফর করবেন। সফরকালে বিমান বাহিনী প্রধান চীনে অনুষ্ঠাতব্য চায়না ইন্টারন্যাশনাল অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস এক্সিবিশন ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ফোরামে অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়াও বিমান বাহিনী প্রধান চাইনিজ পিএলএ এয়ারফোর্সের বিভিন্ন ইউনিট ও কলেজ এবং চায়না ন্যাশনাল অ্যারো-টেকনোলজি ইনপোর্ট অ্যান্ড

২-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ব এখনো জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিকে অবমূল্যায়ন করছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্ব এখনো বিপর্যয়কর জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন এবং বাস্তুতন্ত্রের পতনের ঝুঁকিকে অবমূল্যায়ন করছে। জাতিসংঘের জলবায়ুবিষয়ক বৈশ্বিক সম্মেলন কনফারেন্স অব পার্টিজ বা কপ-২৯ সম্মেলনের আগে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরেস এই সতর্কবার্তা দিয়েছেন। জাতিসংঘের মহাসচিব স্বীকার করেছেন যে, আগামী বছরগুলোতে বৈশ্বিক উত্তাপ ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাওয়ার পথে রয়েছে। গুতেরেস জানিয়েছেন, বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ সম্ভাব্য অপরিবর্তনীয় টিপিং পয়েন্টগুলোর কাছে পৌঁছেছে, যেমন আমাজন রেইনফরেস্ট এবং গ্রিনল্যান্ডের বরফের স্তরের ক্ষয়। অথচ উষ্ণতাকে নিরাপদ স্তরে সীমাবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসে বড় ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে

২-এর পাতায় দেখুন

দীর্ঘ ১৭ বছর পর গোপালগঞ্জে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

মোঃ মাসুম খান, জেলা প্রতিনিধি (গোপালগঞ্জ) : গোপালগঞ্জে বর্ণাঢ্যর্যালী ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে স্থানীয় পৌর পার্কে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা বিভাগীয় বিএনপি'র সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিম, জেলা বিএনপি'র আহবায়ক শরীফ রাফিকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে জেলা আহবায়ক কমিটির সদস্য ডা. কে এম বাবর, অ্যাড. কাজী আবুল খায়ের, তৌফিকুল ইসলাম, এস এম জিয়াউল কবির, সদর উপজেলা বিএনপি'র সভাপতি শহিদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন লিপ্টন, সাধারন সম্পাদক রাশেকুজ্জামান পলাশ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন হীরা, সাধারন সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, পৌর বিএনপি'র সভাপতি হাসিবুর রহমান হাসিব, মাহমুদ শেখ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এর আগে, পৌর সভার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে নেতা কর্মীরা মিছিল সহকারে পৌর পার্কে উপস্থিত হন।পরে সেখান থেকে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করে। র্যালীটি বিসিক ব্রীজ এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সেলিমুজ্জামান সেলিম বলেন, দলের দুর্দিনে অনেক নেতাকর্মী দলের পরিচয় দেননি, অথচ দলের সুদিনে দলের সামান্য পদ নেয়ার জন্য নেতাকর্মীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শহীদ জিয়া উর রহমান যেদল

বংশাল থেকে ছাত্র আন্দোলন দমনের অর্থের যোগানদাতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে অর্থের যোগানদাতা ও রাজধানীর বংশাল এলাকায় আন্দোলনরত একজন নিরীহ ছাত্র হত্যা মামলার অন্যতম প্রধান আসামি সিরাজুল ইসলাম ওরফে সিরাজ চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। গতকাল শুক্রবার র‍্যাব -১০-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) তাপস কর্মকার এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ৫ আগস্ট রাজধানীর বংশাল থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা শান্তিপূর্ণভাবে কোটা ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন করার সময় বেশকিছু অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী আগ্নেয়াস্ত্র, রামদা, চাপাতি এবং লাঠিসহ বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এলোপাতাড়ি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অমানবিক নির্যাতন চালায়। ছাত্র-জনতার

২-এর পাতায় দেখুন

ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর তথ্য সংগ্রহ করে ব্যবস্থা নিচ্ছে ডিএনসিসি

স্টাফ রিপোর্টার : ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে চলমান নিয়মিত মশক নিধন কার্যক্রম জোরদার করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো ডেঙ্গু রোগীর তালিকা অনুযায়ী তাদের তথ্য ও ঠিকানা সংগ্রহ করে আবাসস্থল ও চারপাশে বিশেষ লার্ভিসাইডিং ও অ্যাডাল্টিসাইডিং কার্যক্রমের মাধ্যমে এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করা হচ্ছে। নিয়মিত মশক নিধন কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম বাড়ানো হয়েছে। জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ডিএনসিসির ১০টি অঞ্চলে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা এলাকাবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজন করছে নিয়মিত। বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) রাতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা মকবুল হোসাইন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এ বিষয়ে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস চৌধুরী বলেন, মশক নিধন কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও নিবিড় তদারকির জন্য এ বছর শুরু থেকেই আমাদের কর্মকর্তারা সরেজমিনে মাঠে কাজ করে যাচ্ছে। ডিএনসিসির কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকার বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকতাদের সমন্বয়ে গঠিত টিম নিয়মিত মশক নিধন কার্যক্রম তদারকি করেছে। সারা বছর আমাদের কর্মীরা জনগণকে সচেতন করেছে। ডেঙ্গু রোগের

সংক্রমণ থেকে নাগরিকদের রক্ষাকল্পে জনসচেতনতা সৃষ্টি, মশার প্রজননস্থল বিনষ্টকরণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা এবং লার্ভা ও মশা নিধন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, র‍্যালি এবং বাড়ি বাড়ি এডিস মশার প্রজননস্থল অনুসন্ধান করে ধ্বংস করার ফলে গত বছরের তুলনায় এ বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেক কম। আমরা এটি আরও নিয়ন্ত্রণে আনতে কার্যক্রম জোরদার করেছি। তিনি আরও বলেন, আমরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগীর তালিকা অনুযায়ী তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি এবং কন্টাক্ট ট্রেসিংয়ের ব্যবস্থা করছি। প্রায় ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্ছি রোগীর ঠিকানা ডিএনসিসি দেখানো হলেও তিনি আসলে উত্তরের বাসিন্দা নয়। রোগীর তথ্য যাচাই-বাছাই করে দেখা যায় তালিকার তুলনায় আমাদের

২-এর পাতায় দেখুন

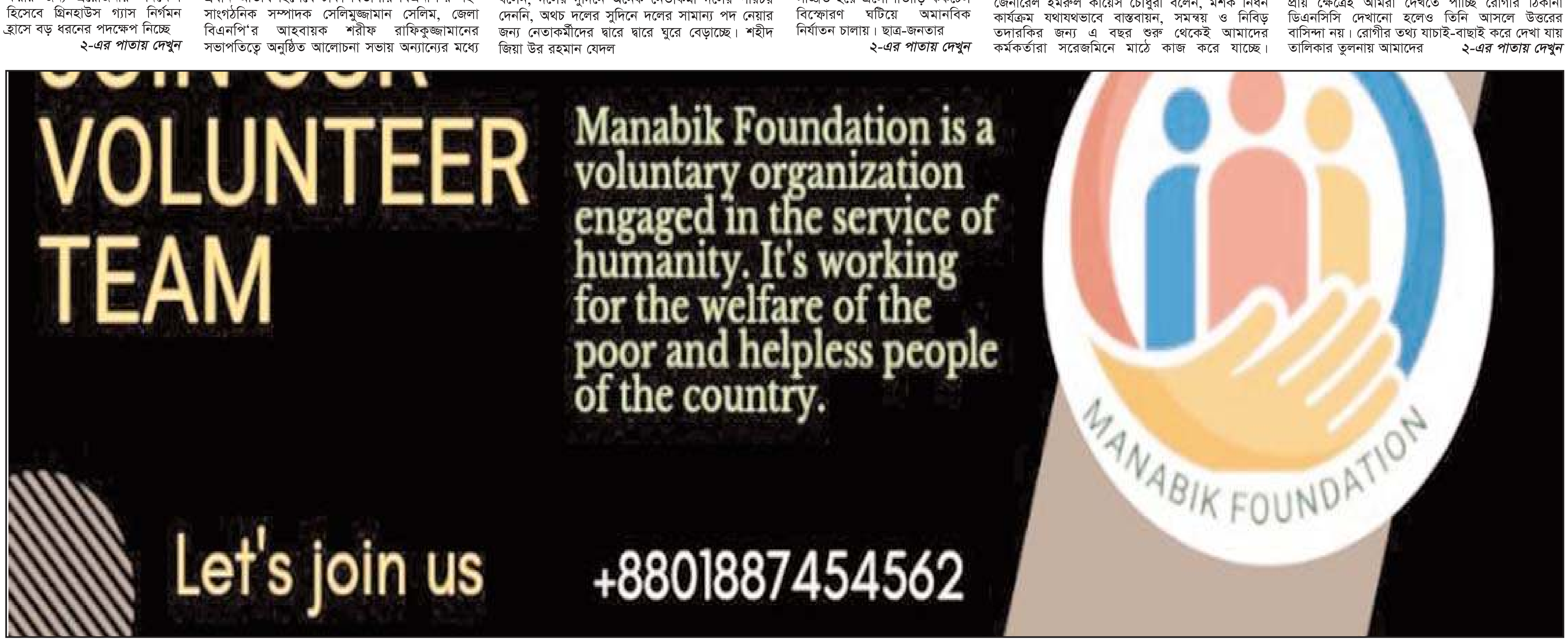

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শনিবার ॥ ৯ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ২৪ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা

অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স কমিয়েছে ভোগান্তি

স্টাফ রিপোর্টার : হোল্ডিং ট্যাক্স বা গৃহকর পরিশোধে করদাতাদের অনীহা দীর্ঘদিনের। তার ওপর রয়েছে অনিয়ম ও ভোগান্তির নানা অভিযোগ। এসব অভিযোগ থেকে মুক্তি দিতে এখন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ে জোর দিয়েছে। ফলে কমেছে নাগরিক ভোগান্তি। অন্যদিকে, বেড়েছে রাজস্ব আয়। খোদ সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্টরা বলছেন, হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ নিয়ে আগে নিয়মিত হয়রানির শিকার হতেন গ্রাহকেরা। কিন্তু বর্তমানে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স অনলাইনে করার মাধ্যমে সেই ভোগান্তি অনেকাংশে কমেছে। অন্যদিকে, অনলাইনে পেমেন্ট নিয়েও কিছু কিছু ভোগান্তির কথা জানিয়েছেন গ্রাহকেরা। তারা বলছেন, আগের ম্যানুয়াল পদ্ধতির চেয়ে অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদান সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যের। তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সময় মতো পেমেন্ট আপডেট দেখায় না। কেন দিতে হয় হোল্ডিং ট্যাক্স ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে অঞ্চলের কাঠামোগত যেমন- আবাসিক এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা ও শিল্পের ধরন এবং প্রধান সড়কে (গলির ৩০০ ফুটের ভেতরে বাড়ি বা ৩০০ ফুটের বাইরে) বাড়ি ইত্যাদি মূল্যায়নের মাধ্যমে কর ধার্য করা হয়। কর্পোরেশনের মূল্যায়নের অঙ্কের ওপর ১২ শতাংশ হারে বার্ষিক কর ধার্য করা হয়। এর মধ্যে ৭ শতাংশ হোল্ডিং কর, ২ শতাংশ পরিচ্ছন্নতা কর এবং ৩ শতাংশ বাতি বা লাইটিং কর। হোল্ডিং ট্যাক্স হচ্ছে এক ধরনের কর যা স্থানীয় সরকারকে

প্রদান করা হয়। ঢাকায় এটি দুই সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে আদায় করা হয়। মূলত হোল্ডিং ট্যাক্স হলো ঘরবাড়ির ওপর নির্ধারিত একটি মূল্য যা বার্ষিক কর হিসেবে নিজ এলাকার কর্পোরেশনকে প্রদান করতে হয়। এটি এলাকার মৌলিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়োনিষ্কাশন, আলো ও অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। হোল্ডিং ট্যাক্স রাজস্ব আয়ের একটি বড় উৎস। হোল্ডিং ট্যাক্সের হার বাড়ি বা ভবনের অবস্থান, আকার, ধরন, মালিকের বয়স, পেশা এবং বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন হতে পারে। জমি ও ইমারতের (বাড়িসহ) বার্ষিক মূল্যের ওপর হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্য করা হয়। সিটি কর্পোরেশন এই কর আরোপ ও আদায়ের বিষয়টি পরিচালনা করে থাকে যা সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। হোল্ডিং ট্যাক্স নম্বর হোল্ডিং ট্যাক্স দিতে হলে প্রথমে থাকতে হবে একটি হোল্ডিং ট্যাক্স নম্বর। প্রত্যেকটা বাসাবাড়িতেই নম্বর প্লেটে একটা নম্বর উল্লেখ করা থাকে। এটিই হচ্ছে হোল্ডিং নম্বর। যখন ট্যাক্স দিতে যাবেন তখন অবশ্যই এই হোল্ডিং নম্বরটি উল্লেখ করতে হয়। হোল্ডিং নম্বর না থাকলে সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক অফিসে গিয়ে হোল্ডিং নম্বরের জন্য আবেদন করতে হয়। সিটি কর্পোরেশনে নির্দিষ্ট ফি প্রদান করার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা প্রদান করা হয়। এই আবেদনের জন্য আবেদনপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, বাসাবাড়ির মালিকানার দলিল এবং প্রযোজ্য

৭-এর পাতায় দেখুন

ইউপি চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে নাগরিক সেবায় দুর্ভোগ বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে দেশের বিপুলসংখ্যক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিজ কার্যালয়ে হাজির হচ্ছেন না। তাদের অনুপস্থিতি তীব্র হচ্ছে নাগরিক দুর্ভোগ। বর্তমানে দেশে ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে ৪ হাজার ৫৮০টি। এর মধ্যে ১ হাজার ৪১৬ জন ইউপি চেয়ারম্যান কার্যালয়ে অনুপস্থিত, যা মোট ইউনিয়ন পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ। আর কত সংখ্যক ইউপি সদস্য বা মেম্বার অনুপস্থিত তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। অনুপস্থিত জনপ্রতিনিধিরা মূলত পলাতক। বেশির ভাগের নামে হত্যা মামলা হয়েছে। তারা গ্রেপ্তার আতঙ্কে রয়েছেন। আবার কেউ কেউ নিজেদের ওপর হামলা হবে এমন আশঙ্কা থেকে কার্যালয়ে যাচ্ছেন না। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ইউপি চেয়ারম্যানরা বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা বিতরণের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন। তাছাড়া ওয়ারিশ সনদ, চারিত্রিক সনদ, জন্মনিবন্ধন, মৃত্যুনিবন্ধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো ইউনিয়ন পরিষদ থেকে হয়ে থাকে। গ্রামে বিভিন্ন সালিস, নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরোনো রাস্তা সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে হয়ে থাকে। চেয়ারম্যান না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে ওসব সেবা ব্যাহত হচ্ছে। আর সেবাপ্রার্থী সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। সূত্র জানায়, দেশের বিভিন্ন জেলায় বিপুলসংখ্যক ইউপি চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ৭৮৬টি ইউনিয়ন পরিষদে এরই মধ্যে প্যানেল চেয়ারম্যান

৭-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস

বর্ণাঢ্য মিছিল নিয়ে র‍্যালিতে বিএনপির নেতা-কর্মীরা

স্টাফ রিপোর্টার : 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উপলক্ষে বিএনপির র‍্যালি শুরু হয়েছে। বর্ণাঢ্য মিছিল নিয়ে র‍্যালিতে বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীরা অংশ নিয়েছেন। শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৩টায় রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে এই র‍্যালি শুরু হয়। এরআগে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি নয়াপল্টনস্থ বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে কাকরাইল মোড়-কাকরাইল মসজিদ-মৎস্য ভবন-ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট-শাহবাগ-বাংলামোটর-কারওয়ান বাজার-ফার্মগেইট হয়ে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে গিয়ে শেষ হবে। সরজমিনে দেখা যায়, র‍্যালিতে বিএনপি ও এর অঙ্গ-সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ঢল নেমেছে। এর আগে নয়াপল্টন ও তার আশপাশের এলাকার অলিগলিতে নেতা-কর্মীরা অবস্থান নেন। র‍্যালিতে অংশ নিতে ঢাকার আশপাশের জেলাগুলো থেকেও এসেছেন নেতা-কর্মীরা। ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও থানা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আসেন তারা। সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ছবি সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন, জাতীয় ও দলীয় পতাকা এবং বিভিন্ন রঙের ক্যাপ পরে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছেন নেতা-কর্মীরা। কামান, ধানক্ষেত, কৃষক ও কমান্ডো সাজে নেতা-কর্মীরা র‍্যালিতে অংশ নিয়েছেন। এছাড়া ঢাক-ঢোল, ট্রাক নিয়ে ও বিভিন্ন রঙের টি-শার্ট পরে তারা র‍্যালিতে অংশ নেন। বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর সঞ্চালনায় র‍্যালিপূর্ব সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে র‍্যালিতে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ সময় বিএনপির ও এর অঙ্গ-সংগঠনের সিনিয়র নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সিলেটে শিশু নিখোঁজ, প্রবাসীদের পুরস্কার ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : সিলেটের কানাইঘাটে নিখোঁজের ৫ দিনেও হদিস মিলেনি ৬ বছরের শিশু মুনতাহা আক্তার জেরিনের। এদিকে শিশু মুনতাহার সন্ধানদাতাকে কয়েকজন প্রবাসী লক্ষাধিক টাকা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। শিশুটির খোঁজ না পাওয়ায় চরম উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় রয়েছে তার পরিবার। গত রোববার বিকালে বাড়ির অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হয় মুনতাহা। নিখোঁজ মুনতাহা আক্তার জেরিন কানাইঘাট উপজেলার সদর ইউনিয়নের বীরদল গ্রামের ভাড়ারিফৌদ গ্রামের শামীম আহমদের মেয়ে। বাবা শামীম আহমদ জানান, গত রোববার সকালে মেয়ে ও তার ছোট ছেলেকে নিয়ে স্থানীয় একটি মাদ্রাসার ওয়াজ মাহফিলে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে তাদের নিয়ে বাড়ি ফিরেন। মেয়েটি প্রতিদিনের মতো পাশের

৭-এর পাতায় দেখুন

ইসরায়েলি হামলায় গাজা-লেবাননে আরও শতাধিক নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ড ও লেবাননজুড়ে ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। গাজার মেডিকেল সূত্র জানিয়েছে, অবরুদ্ধ এলাকাটিতে ৫০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ৫৩ জন নিহত হয়েছেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

গাজাজুড়ে ইসরায়েলি বিমান হামলায় ৫০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে মেডিকেল সূত্র আল জাজিরাকে জানিয়েছে। এর মধ্যে গাজার অবরুদ্ধ উত্তরাঞ্চলেই নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ৪২ জন। এতে করে গত বছরের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৩ হাজার ৪৬৯ জনে পৌঁছেছে বলে বৃহস্পতিবার অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। এ ছাড়া এক বছরেরও বেশি সময় চলা এই হামলায় আহত হয়েছেন আরও ১ লাখ ২ হাজার ৫৬১ ফিলিস্তিনি। অন্যদিকে লেবাননের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে যে অভিযান চালিয়েছে তাতে ৫৩ জন নিহত এবং আরও ১৬১ জন আহত হয়েছেন। লেবাননের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, গত বছরের অক্টোবর থেকে চলা ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ১০৩ জন নিহত এবং প্রায় ১৪ হাজার মানুষ আহত হয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারে ২১ প্রস্তাবনা জবি ছাত্রদলের

জবি প্রতিনিধি : এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে অন্তত তিন থেকে চারটি হল নির্মাণের দাবি জানিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল। এরইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারে ২১টি প্রস্তাবনা দিয়েছেন তারা। গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁঠালতলায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব প্রস্তাবনা দেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সুজন মোল্লা এবং লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সভাপতি আসাদুজ্জামান আসলাম। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিমের কাছে স্মারকলিপিও দেন তারা। সংগঠনটির পক্ষ থেকে ২১ দফা দাবি রাখা হয়। ২১ দফায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করে দুটি প্রো-ভিসি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব দেয় জগন্নাথ

৭-এর পাতায় দেখুন

নকলে সয়লাব প্রসাধনীর বাজার ৭০ শতাংশই মান নিয়ন্ত্রণের বাইরে

স্টাফ রিপোর্টার : মানুষের সৌন্দর্য সচেতনতা বাড়ার কারণে বাড়ছে প্রসাধনী সামগ্রীর ব্যবহার। ফলে ব্যাপকহারে বাড়ছে প্রসাধনী পণ্যের চাহিদা। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ভেজাল, নকল, মানহীন, অনুমোদনহীন ও মেয়াদোত্তীর্ণ প্রসাধনী সামগ্রী। দেশে ওষুধ ও কসমেটিকস আইন প্রণয়ন হলেও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলছে প্রসাধনী শিল্পের বাজার। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দেশে কিছু অসাধু চক্রের সমন্বয়ে নকল, ভেজাল, মানহীন কসমেটিকস পণ্য উৎপাদন হচ্ছে। রাজধানী ঢাকার চকবাজার, মৌলভীবাজার, কেরানীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে নকল কসমেটিকস তৈরির কারখানা। চরম গোপনীয়তার সঙ্গে এসব কারখানায় চলে নকল পণ্য উৎপাদনের মহোৎসব। এরপর তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় ঢাকাসহ সারা দেশে। পুরান ঢাকার চকবাজার, মৌলভীবাজারসহ বিভিন্ন মার্কেটে প্রকাশ্যেই বিক্রি হয় বিভিন্ন নামি-দামি ব্রান্ডের নকল প্রসাধনী। ভোক্তা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রায়ই এসব স্থানে অভিযান পরিচালনা করে জরিমানাও করা হয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভোক্তা

৭-এর পাতায় দেখুন

তফসিল ঘোষণা হলেই ইশতেহার প্রকাশ: জামায়াত সেক্রেটারি

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচনের জন্য খুব বেশি সময়ও দিতে চাই না। আবার খুব কম সময়ও দিতে চাই না। যৌক্তিক সময়ের দাবি আমাদের। আর নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা হলেই নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। গতকাল শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়ার হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ এতিম খানার আব্দুল ওয়াহিদ হলরুমে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কুষ্টিয়া জেলা শাখার সদস্য (রুকন) সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। কুষ্টিয়া জেলা আমির অধ্যাপক আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন- কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও কুষ্টিয়া-যশোর অঞ্চল পরিচালক মোবারক হোসেন। কুষ্টিয়া জেলা সেক্রেটারি সুজা উদ্দিন জোয়ার্দারের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের টিম

৭-এর পাতায় দেখুন

১৭ লাখ টাকা লুটের মামলায় বিদেশি পিস্তলসহ দাউদ খান গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর আদাবর থানা এলাকার একটি অফিসে ঢুকে অস্ত্রের মুখে ১৭ লাখ টাকা লুট ও দস্যুতার মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে দাউদ খানকে (৩৬) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। গত বৃহস্পতিবার রাতে র‍্যাব-২ এর সহকারী পরিচালক এএসপি শিহাব করিম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে আদাবর এলাকায় অভিযান চালিয়ে দাউদ খানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় দুটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, পাঁচ রাউন্ড গুলি, তিনটি মোবাইল ফোন ও পাঁচ হাজার টাকা। মামলার এজাহারের সূত্র ধরে তিনি জানান, গত ২৮ অক্টোবর রাজধানীর আদাবর থানার বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটির ব্রিটিশ

৭-এর পাতায় দেখুন

লিটনের ছাদ বাগানে শোভা পাচ্ছে নানান ধরনের ফলগাছ

সামাউন আলী, সিংড়া (নাটোর) প্রতিনিধি : বাড়ির ছাদে সৌখিন ফলের বাগান করে সফলতা পেয়েছেন নাটোরের সিংড়া উপজেলার যুবক তারেকুজ্জামান লিটন। তার দুইতলা বাড়ির ছাদে এখন শোভা পাচ্ছে দেশি-বিদেশি গাছের ডালে প্রায় ৩৫ ধরনের ফল। তার এই সফলতায় ছাদ বাগান করতে উৎসাহী হচ্ছেন অনেকেই। সিংড়া পৌর শহরের পেট্রোবাংলা মহল্লার বাসিন্দা তারেকুজ্জামান লিটন ২০১৬ সালে নিজের বাড়ির ছাদে স্বল্প পরিসরে ফলের বাগান শুরু করেন। নাটোর, বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী, জামালপুর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে তিনি দেশি-বিদেশি প্রায় ৩৫ ধরনের ফল গাছ সংগ্রহ করে ছাদ বাগান তৈরি করেন। এরপর থেকে তার নিরলস প্রচেষ্টায় ৭ বছরে বাগানে শোভা পাচ্ছে নানান রকমের ফল। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, লিটনের ছাদ বাগানে দার্জিলিং মাল্টা, চায়না মাল্টা বারি-১ মাল্টা, ছিডলেস লেবু, কট লেবু, বারোমাসি আমড়া, থাই পেয়ারা, জাম্বুরা, বারোমাসি আম, মিয়াজাকি আম, ব্যান্যানা ম্যাংগো, থাই ছবেদা, অষ্ট্রেলিয়ান আনার, ইয়েমেনি আনার, ফুলে আরক্তা আনার, করমচা ফল, লাল পেয়ারা, মাধবী পেয়ারা, মালবেরিসহ, আনারকলি সহ প্রায় ৩৫ প্রজাতির ফল রয়েছে। এছাড়াও মেহেদী গাছ গোলাপ, মাধবীলতা, টগরসহ কয়েক ধরনের ফুল গাছও রয়েছে। তারেকুজ্জামান লিটন বলেন, গাছ ও প্রকৃতিকে ভালোবাসা থেকেই এ ছাদ বাগানের সূচনা। এখান থেকে ফরমালিনমুক্ত ফল পাওয়া যায়। এ বাগানের ফলমূল নিজেদের চাহিদা পূরণ করে প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনদের দেওয়া হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, কখনো মন খারাপ থাকলে ছাদের ফল বাগানে আসলে ভালো লাগে, ভবিষ্যতে আমার পরিকল্পনা আছে এই বাগানটি আরও বড় করার। সিংড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ খন্দকার ফরিদ বলেন, বর্তমান সময়ে ছাদ কৃষি কৃষির একটি অনুসঙ্গ হয়ে উঠছে।

অনেকে সৌখিন আবার অনেকে বাণিজ্যিকভাবে ছাদ বাগান করছেন। আমরা ফাঁকা ছাদে ফুল-ফলের বাগান করতে উদ্বুদ্ধ করছি। এছাড়াও সকল সহযোগিতায় উপজেলা কৃষি দপ্তর সবসময় উদ্যোক্তাদের পাশে রয়েছে।

ঝিনাইদহের সাবেক এমপি তাহজীব সিদ্দিকী গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকীকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গত বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা জেলার সাভারে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। র‍্যাবের মুখপাত্র এবং আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুনীম ফেরদৌস গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। র‍্যাব জানায়, হত্যা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে ঝিনাইদহ সদর থানার মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। লে. কর্নেল মুনীম ফেরদৌস বলেন, সাবেক এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকীকে হত্যা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে ঝিনাইদহ সদর থানার মামলায় সাভারের নবীনগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। র‍্যাব সূত্র জানায়, ২০১৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিলে জামায়াতের কর্মী আবদুস সালামকে পিটিয়ে ও

৭-এর পাতায় দেখুন

জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়া বন্ধ হতে চললো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের এবারের নির্বাচনে অভিবাসী ইস্যু বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। নির্বাচনি প্রচারণায় অভিবাসীদের নিয়ে নিজের কঠোর অবস্থান বারবার পরিষ্কার করেছেন নবনির্বাচিত রিপাবলিকান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি ক্ষমতায় এলে অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়িত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমনকি, পাকাপোক্তভাবে জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার বিষয়টিও বন্ধ করে দেবেন। তাই ট্রাম্পের বিজয়ের পর নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন মার্কিন অভিবাসীরা, যাদের কয়েক লাখই ভারতীয়। ভারতের সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া এই খবর জানিয়েছে। তীব্র অভিবাসীবিরোধী হিসেবেই পরিচিত ট্রাম্প। দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট হয়েই দেশটিতে অনুপ্রবেশ ও অভিবাসন রুখতে কড়া নীতি গ্রহণ করতে চলেছেন তিনি। ট্রাম্পের নীতির ফলে গ্রিন কার্ডের অপেক্ষায় থাকা মার্কিন অভিবাসীদের সন্তানরাও আগামী দিনে জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিক হওয়ার সুযোগ পাবে না। রিপাবলিকান প্রার্থীদের নির্বাচনী ওয়েবসাইটে লেখা রয়েছে, দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই এ বিষয়ক একটি নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করবেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের নির্দেশিকায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পেতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে কিছু কড়া শর্ত যেগুলোর প্রথম ধাপেই বাদ পড়বেন অবৈধ অভিবাসীরা। সেই নির্দেশিকায় বলা থাকবে, শুধু আমেরিকায় জন্মেছে বলেই কোনও শিশুকে আর নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। ওই সন্তানের মা-বাবার মধ্যে যেকোনও একজন যদি মার্কিন নাগরিক হয় তবে তাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। অথবা বাবা-মার যদি গ্রিন কার্ড বা

৭-এর পাতায় দেখুন

আমু গ্রেপ্তারের পর আলোচনায় পালিত মেয়ে, কে এই সুমাইয়া

স্টাফ রিপোর্টার : হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমুকে বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) ৬ দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত। তবে তিনি রিমান্ডে থাকলেও আলোচনায় রয়েছেন তার পালিত মেয়ে সুমাইয়া হোসেন। জানা গেছে, অনেক বছর আগে শ্যালিকা মেরী আক্তারের মেয়ে সুমাইয়া হোসেনকে দত্তক নেন নিঃসন্তান আমির হোসেন আমু। সুমাইয়ার আসল পিতা কিরন। তিনি সর্বশেষ শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ হুমায়ুনের আপন ছোট ভাই ও শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে আমুর এপিএস ছিলেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারা জানিয়েছেন, নরসিংদীতে বাড়ি হলেও কিরন থাকতেন আমির হোসেন আমুর নির্বাচনী এলাকা ঝালকাঠিতে। সেখানে শুধু সম্পদ ভাণ্ডারের দেখাশোনা আর পার্সেন্টেজ আদায় নয়, নির্বাচনী এলাকায় আমুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও দেখাশোনা করতেন তিনি। কিরনের মাধ্যমেই

৭-এর পাতায় দেখুন

আ. লীগ নেতাকে গ্রেপ্তারের পর ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

সিলেট প্রতিনিধি : বিস্ফোরক মামলার এজাহারনামীয় আসামি আওয়ামী লীগ নেতা শাহীন আহমদকে (৪২) গ্রেপ্তারের পর ছেড়ে দিয়েছে সিলেট কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশ। অভিযোগ রয়েছে, কোতোয়ালি মডেল থানার কর্মকর্তারা মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে আসামি আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তারের পর ছেড়ে দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশে (এসএমপি) তোলপাড় চলছে। গতকাল শুক্রবার রাতের প্রথম প্রহর সাড়ে ১২টার দিকে নগরের খুলিয়াটুলার বাসা থেকে শাহীনকে গ্রেপ্তার করে কোতোয়ালি থানা পুলিশ। তাকে গ্রেপ্তারের সময় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কোতোয়ালি মডেল থানার এসআই সাফিন আহমদ, এসআই ফখরুল ইসলাম ও আব্দুল মুকিতসহ পোশাকে-সাদা পোশাকে পুলিশ সদস্যরা অভিযানে অংশ নেন। আওয়ামী লীগ নেতা শাহীন আহমদ সিলেট নগরের খুলিয়াটুলা নিলিমা ৫২/৪ বাসার মৃত মুজাহিদ

৭-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ের টোল কমানোর প্রস্তাব, চলবে মোটরসাইকেল

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রাম নগরের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের টোল কমাতে চায় চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) নতুন প্রশাসন। গত সরকারের সময়ে যে টোল মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিয়েছিল, তা সংশোধন করাতে চাচ্ছে তারা। ইতিমধ্যে টোলের হার পুনর্নির্ধারণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তবে আগে যেখানে এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে সিএনজি অটোরিকশা, মোটরইসাইকেলের মতো যানবাহন চলাচল করতে না দেওয়া কথা ছিল, সেখানে নতুন প্রস্তাবে এসব গাড়ি চলাচলের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যানবাহন পরীক্ষামূলক চলাচল করলেও নেওয়া হচ্ছে না টোল। এসব তথ্য জানিয়েছেন এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রকল্প পরিচালক ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান। তিনি বলেন, 'গত ২৮ আগস্ট থেকে এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে পরীক্ষামূলক যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যানবাহন থেকে কোনও টোল আদায় করা হচ্ছে না। আগে যে টোল মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিয়েছিল, তা থেকে কমিয়ে পুনরায় নির্ধারণের জন্য প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে। নতুন টোলের বিষয়টি অনুমোদন হওয়ার পর টোল আদায়ের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া হবে। এরপর যানবাহন থেকে টোল আদায় কার্যক্রম শুরু হবে।' তিনি আরও বলেন, 'বর্তমানে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ৯টি র‍্যাম্পের কাজ চলমান আছে। ৯টির কাজ দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করছি আমরা।' ইতিমধ্যে টোলের হার পুনর্নির্ধারণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছেসিডিএ জানায়, মূল অবকাঠামোর নির্মাণকাজ শেষ হলেও নিরাপত্তা ও

৭-এর পাতায় দেখুন

হিলি দিয়ে ভারত থেকে আসবে ৯১ হাজার টন চাল

দিনাজপুর প্রতিনিধি : চাল আমদানিতে শুল্ক পুরোপুরি প্রত্যাহারের পর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে চাল আমদানির অনুমতি দিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়। আমদানিকৃত চাল ডিসেম্বরের ১২ তারিখের মধ্যে বাজারজাত করতে হবে বলেও নির্দেশনা দেওয়া হয়। এদিকে হিলি স্থলবন্দরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৩ আমদানিকারক ৯১ হাজার টন চাল আমদানির অনুমতি পেয়েছেন। এসব চাল আগামী সপ্তাহে বাজারে আসতে পারে বলে জানান আমদানিকারকরা। গতকাল শুক্রবার হিলি বাজারে গেলে জানা যায়, আটাশ জাতের চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৮ টাকা কেজি দরে, যা ছিল ৫৬ টাকা। অন্যদিকে সম্পা কাটারি চাল কেজিতে ৩ টাকা বেড়ে ৬৮ এবং ২ টাকা বেড়ে স্বর্ণা-৫ জাতের চাল ৪৮ টাকা আর জিরাশাইল ৬৬ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আমদানি শুরু হলে দামে কিছুটা প্রভাব পড়বে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। হিলি স্থলবন্দরের

৭-এর পাতায় দেখুন

ইলিশের সরবরাহ বাড়ায় মাছের বাজার স্থিতিশীল, কমেছে সবজি-মুরগির দাম

স্টাফ রিপোর্টার : শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়ায় বাজারে স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে। সপ্তাহের ব্যবধানে সবজি ও মুরগির দাম কমেছে। একইসঙ্গে বাজারে ইলিশের বিক্রি শুরু হওয়ায় মাছের বাজার স্থিতিশীল রয়েছে। তবে গত সপ্তাহের মতো চড়া দামেই বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ ও আলু। শুক্রবার (৮ নভেম্বর) রাজধানীর শেওড়াপাড়া ও তালতলা বাজার ঘুরে দেখা গেছে এমন চিত্র। রাজধানীর এসব বাজার ঘুরে দেখা গেছে, গত সপ্তাহের তুলনায় সব ধরনের সবজির দাম কেজিতে ১০ থেকে ২০ টাকা কমেছে। তবে সিম ও কাঁচামরিচ কেজিতে ৪০ টাকা কমে ১২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এসব বাজারে গ্রীষ্মকালীন সবজি কচুরমুখী প্রতিকেজি ৭০ টাকা, বেগুন ৬০ থেকে ৮০ টাকা, করলা ৭০ থেকে ৮০ টাকা, পটল ৫০ থেকে ৬০ টাকা, ঢেঁড়স ৭০ টাকা, বরবটি ১০০ টাকা, পেঁপে ৩০ থেকে ৪০ টাকা, ধুন্দল ৮০ টাকা, চিচিঙ্গা ৭০ টাকা, কচুর লতি ৮০ থেকে ১০০ টাকা, ঝিঙা ১০০ টাকা, শসা ৬০ থেকে ৮০ টাকা ও কাঁচামরিচ ১২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

এদিকে গত সপ্তাহের তুলনায় সব ধরনের মুরগির দাম কমেছে। গত সপ্তাহের তুলনায় ব্রয়লার মুরগি কেজিতে ১০ টাকা কমে ১৮৫ থেকে ১৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সোনালি কক মুরগি কেজিতে ৪০ টাকা কমে ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সোনালি হাইব্রিড ২৯০ টাকা, দেশি মুরগি ৫২০ টাকা, লেয়ার লাল মুরগি ৩০০ টাকা ও সাদা লেয়ার ২৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারগুলোতে শীতকালীন সবজি সিম ১২০ টাকা কেজি, ফুলকপি ৩০ থেকে ৫০ টাকা পিস, বাঁধাকপি ছোট সাইজের ৪০ টাকা পিস, পাকা টমেটো প্রকারভেদে ১৪০ থেকে ১৬০ টাকা, গাজর ১২০ টাকা, মুলা ৬০ টাকা ও জলপাই ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এসব বাজারে লেবুর হালি ২০ থেকে ৪০ টাকা, ধনেপাতা কেজিতে ১০০ টাকা কমে ২০০ টাকা, কাঁচা কলা হালি ৫০ টাকা, চাল কুমড়া ৬০ টাকা পিস ও মিষ্টি কুমড়া ৪০ থেকে ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারগুলোতে লালশাক ১৫ টাকা আঁটি, লাউশাক ৪০ টাকা, মুলাশাক ২০ টাকা, কলমিশাক

৭-এর পাতায় দেখুন

আমুর আইনজীবীকে মেরে বের করে দেওয়ার ঘটনা সাজানো: পিপি

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমুর আইনজীবী দাবি করা অ্যাডভোকেটকে মেরে বের করে দেওয়ার ঘটনা সাজানো বলে দাবি করেছেন ঢাকা মহানগরের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী। গতকাল শুক্রবার সকালে রাজধানীর আদলতের নিজ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, আমির হোসেন আমুর আইনজীবী দাবি করা সেই আইনজীবীকে রাষ্ট্রপক্ষের কোনো আইনজীবী মারধর করেননি। প্রকৃতপক্ষে গত বৃহস্পতিবার আমির হোসেন আমুর পক্ষে আদালতে একাধিক ওকালতনামা দেওয়া নিয়ে দুটি পক্ষের মধ্যে আদালতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এরপর একটি পক্ষ তাকে আদালত থেকে বের করে দেয়। তিনি আরও বলেন, মারধরের শিকার কথিত ওই আইনজীবী প্রকৃতপক্ষে আমুর আইনজীবী নয়। এ কথা আমির হোসেন আমুর আইনজীবীরাই জানিয়েছেন।

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

দীর্ঘ ১৭ বছর পর

সৃষ্টি করেছেন সেই দলে কোন মোনাফেক, কোন বেঈমান স্থান পাবে না।দলের ত্যাগীরা আগামী দিনে বিএনপির নেতৃত্বে থাকবে। যারা ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্যাতন ভোগ করেও দলের সাথে থেকেছেন। তাদেরকেই দল মূল্যায়ন করবে। তিনি আরো বলেন, বিগত দিনে যারা ফ্যাসিস্ট সরকারের সাথে লিয়াজো করে সুখে শান্তিতে কাটিয়েছে তাদের এদলে কোন স্থান নেই। বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন শুরু হয়েছে সেই আন্দোলনে আমাদের জিততে হবে। অভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট সরকারে পতন হলেও তাদের প্রেত্মাতারা এখনো রয়ে গেছে। তাদের প্রতিহত করে এগিয়ে যেতে হবে। সেলিমুজ্জামান আরো বলেন, আগামীতে দেশরত্ন তারেক জিয়ার নেতৃত্বে দেশ পরিচালিত হবে। যেখানে কোন শোষণ ও দুর্নীতির স্থান হবে না। শহীদ জিয়ার আদর্শকে ধারণ করে সুখি সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সবাইকে এক সাথে কাজ করার আহবান জানান তিনি।

খাঁচায় বন্দি হয়ে আসলেন শেখ

কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হবে। এটি কাকরাইল মোড়, কাকরাইল মসজিদ, মৎস্যভবন, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, শাহবাগ, হোটেল শেরাটন, বাংলামোটর, কারওয়ান বাজার, ফার্মগেট হয়ে মানিক মিয়া এভিনিউতে গিয়ে শেষ হবে। শুধু ঢাকা মহানগরীই নয়, আশপাশের জেলা থেকেও নেতাকর্মীরা যোগ দিচ্ছেন দলটির ওই শোভাযাত্রায়। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য দেওয়া শুরু করেছেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন।

সরকারি সফরে চীনে গেছেন বিমান

এক্সপোর্ট কর্পোরেশন হেডকোয়ার্টার্স পরিদর্শন করবেন। বিমান বাহিনী প্রধানের এ সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে, যা পেশাগত খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিধি সম্প্রসারিত করবে। বিমান বাহিনী প্রধান সফর শেষে আগামী ১৬ নভেম্বর দেশে ফিরবেন।

শোকজের জবাব দিলেন বিএনপি

সফলভাবে সম্পন্ন করেছি। আওয়ামী সন্ত্রাসীদের নির্যাতনে মামলা-হামলার শিকার ও শহীদ নেতাকর্মীদের দাফন-কাফন সম্পন্নসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের পাশে ছিলাম। নিজের ওপর বয়ে যাওয়া নির্যাতন প্রসঙ্গে এ বিএনপি নেতা বলেন, সর্বজনস্বীকৃত যে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে জিয়া পরিবারের পরে আমার পরিবারই সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এরপরেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিকে হৃদয়ে ধারণ করে আছি। পতিত স্বৈরাচার এবং তার দোসররা আমাকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিহত করতে না পেরে আমার বিরুদ্ধে এ ধরনের অপপ্রচার চালানোকে তাদের শেষ অস্ত্র মনে করছি। আমি আপনার মাধ্যমে দলের সকল নেতাকর্মীকে আহ্বান করবো যেন এ ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সদা সচেতন এবং ঐক্যবদ্ধ থাকে। গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে (বিএনপি) হেয়প্রতিপন্ন কিংবা প্রশ্নবিদ্ধ করা কিংবা দলের হাইকমান্ডের সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। কে বা কারা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য দলের হাইকমান্ডকে আমি কিংবা আমার পরিবারের বিষয়ে ভুল তথ্য প্রদান করেছে। আমি সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল। এর আগে, চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে হামলাসহ নানা অভিযোগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপির) কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীকে দলের পক্ষ থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার দলটির যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ নোটিশ দেওয়া হয়। উত্তর দিতে তাকে আগামী তিন কার্যদিবস সময় বেঁধে দেওয়া হয়। তবে এ শোকজ নোটিশে উল্লিখিত বিষয় নিয়ে চট্টগ্রাম তথা রাউজান উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। শোকজ নোটিশে উল্লিখিত বিষয়ের সঙ্গে বিএনপি নেতা গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর ন্যূনতম সম্পৃক্ততা নেই বলেও দলের লোকজন দাবি করেছেন।

তারেক রহমানের নেতৃত্বে জাতি

আয়োজনকে কেন্দ্র করে ফকিরাপুল, নয়া পল্টন, বিজয়নগর, কাকরাইল এলাকায় যানজট ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সংঘটিত সৈনিক ও জনতার এক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার দৃশ্যপটে আসেন জিয়াউর রহমান। দিনটিকে 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' হিসেবে পালন করে বিএনপি। সরকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন পরিস্থিতিতে এ বছর সাড়ম্বরে দিবসটিকে উদযাপন করছে বিএনপি। দিবসটি কেন্দ্র করে বাণী দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে আদানিকে

পরিশোধে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানান। অক্টোবরে বিল পরিশোধ না করলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে কোম্পানিটি আবারও বিপিডিবিকে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে চিঠি দেয়। ওই চিঠিতে কোম্পানিটি বলে, বিল পরিশোধ না করলে পিপিএর আওতায় ৩১ অক্টোবর থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে।

বংশাল থেকে ছাত্র আন্দোলন দমনের

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রছাত্রীসহ একাধিক আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও গুজব রটায় এবং তাদেরকে গুম ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ঢাকার বাদামতলী ও বংশাল এলাকায় ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন দমনে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের অর্থের যোগানদাতা ও একজন নিরীহ ছাত্রকে হত্যার অভিযোগে ভুক্তভোগীদের পরিবার বংশাল থানায় বাদামতলী ফল ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের প্রধান সিরাজুল ইসলাম ওরফে সিরাজ চেয়ারম্যানসহ শতাধিক আসামিদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা হয়। মামলা বিষয় জানতে পেরে সিরাজসহ অন্যান্য আসামিরা আত্মগোপনে চলে যান। তিনি আরও বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন দমনে আক্রমণকারীদের অর্থের যোগানদাতা এবং বংশাল এলাকায় আন্দোলনরত একজন নিরীহ ছাত্রকে হত্যাকাণ্ডে জড়িত সিরাজসহ অন্যান্য আসামিদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়। তাপস কর্মকার বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় গত বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর বংশাল থানাধীন সিদ্দিক মার্কেটে এলাকায় অভিযান চালিয়ে সিরাজ চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামি ওই ঘটনার সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার সত্যতা স্বীকার করেছেন। এছাড়া রাজধানীর বংশাল ও সাতক্ষীরা সদর থানায় তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। আসামিকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে বলেও জানান তিনি।

ঝুঁকি নিয়ে আগাম আলু

দুই মৌসুমে আলুর দাম ভালো বাজার মূল্য দেখেই এ বছর তারা বাড়তি উৎপাদনে ঝুঁকি নিচ্ছেন। তবে সরকারি রেটে বিজ, সার ও কিটনাশক পেলে তাদের উৎপাদন ব্যয় কিছুটা কমানো সম্ভব হতো। সঠিক বাজার মূল্য না পেলে পুঁজি হারাতে হবে। নারগুন ইউনিয়নের কৃষক তরিকুল বলেন, 'গত বছর আলুর বীজ, সার ও কীটনাশকের দাম বৃদ্ধি পেয়ে খরচ দ্বিগুণ হয়েছিলো। তবে এবছর খরচ আরও বেড়েছে।'আকচা ইউনিয়নের কৃষক সোহেল রানা বলেন, গত এক বছর আগেও ৫০ শতক জমিতে আলুর খরচ হয়েছে ৩০-৪০ হাজার টাকা। গত বছর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০-৫৫ হাজার টাকা। তবে এবছর একই ৫০ শতক জমিতে খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ হাজার টাকা। প্রতি বছর আলুর চাষ করি। তাই সেই ধারাবাহিতায় এবারও করলাম। ভালো বাজার নিয়ে আমি খুবই শঙ্কায় আছি। স্থানীয় কৃষি অফিস বলছে, আলুর ভালো দাম পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বড় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে চলতি মৌসুমে আলুর ভালো ফলনে আশাবাদী কৃষি বিভাগ। ঠাকুরগাঁও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক কৃষিবিদ নাজমা আক্তার বলেন, আমরা নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে গিয়ে আলু চাষিদের বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছি। ঠাকুরগাঁওয়ের মাটি ও প্রকৃতি আলুর জন্যে যথেষ্ট উপযোগী। তবে এবার উৎপাদন ব্যয় বেশি। আশা করি সঠিক বাজার মূল্যের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের খরচ তুলতে সক্ষম হবে।

অটোরিকশার ধাক্কায় ফল বিক্রেতার

লক্ষীপাশা গ্রামে। বর্তমানে কোনাপাড়া এলাকায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন।

ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর তথ্য সংগ্রহ

ডিএনসিসির এলাকার প্রকৃত রোগীর সংখ্যা অনেক কম। একটা সঠিক এবং সময়োপযোগী কর্ম পরিকল্পনার জন্য সঠিক বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-উপাত্ত অত্যন্ত জরুরি। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলেন, উত্তর সিটি করপোরেশন শুধুমাত্র হাসপাতালের ডেঙ্গু রোগীদের নিয়ে কাজ করছে না বরং কমিউনিটিতে যে রোগীগুলো আছে তাদের খুঁজে বের করার জন্য সিটি করপোরেশনের ভলান্টিয়ার গ্রুপ সক্রিয় রয়েছে। এছাড়া উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩৬টি নগর মাতৃসদন ও মাতৃকেন্দ্রে বিনামূল্যে নাগরিকদের জন্য ডেঙ্গু পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে শনাক্তকৃত রোগীর সংখ্যা বেশি হলেও সঠিক সময়ে রোগ নিরূপণ ও সঠিক চিকিৎসা প্রাপ্তি উত্তর সিটি করপোরেশনের রোগীদের জটিলতা ও মৃত্যুহার বহুলাংশে কমাতে সাহায্য করছে বলে আমরা মনে করি উল্লেখ্য, গত ৬ নভেম্বর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্যাসবোর্ড রিপোর্ট অনুযায়ী ডিএনসিসির ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ২৯২ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তালিকায় সংযুক্ত ঠিকানা অনুযায়ী ডিএনসিসির রোগীর সংখ্যা ১৩৭ জন। রোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ডিএনসিসি এলাকায় বসবাসকারী ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ৮৯ জন (বাকি ৪৮ জন ডিএনসিসির এলাকা বহির্ভূত রোগী)। তথ্য যাচাই-বাছাই করে দেখা যায় অনেক রোগী ডিএনসিসি এলাকার হাসপাতালের এবং আত্মীয়-স্বজনের বাসার ঠিকানা ব্যবহার করায় ডিএনসিসি এলাকায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি।

বিশ্ব এখনো জলবায়ু পরিবর্তনের

না। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাতিসংঘের মহাসচিব জানিয়েছেন, নতুন ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে দ্বিতীয় মার্কিন প্রস্থান প্রক্রিয়াটিকে পঙ্গু করে দেবে, তবে চুক্তিটি টিকে থাকবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ২০১৫ সালে স্বাক্ষরিত প্যারিস চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে ২০১৭ সালে প্রত্যাহার করে নেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরে ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রকে চুক্তিতে ফিরিয়ে আনেন। তবে এবারের মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ায়, আশঙ্কা করা হচ্ছে যে তিনি আবারও প্যারিস চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেবেন।বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, দাবানল, খরা এবং চরম আবহাওয়া ইতিমধ্যেই পৃথিবীর অনেক অঞ্চলকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। নতুন গবেষণায় কার্বন শোসনের প্রাকৃতিক পদ্ধতির স্থায়িত্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বন, গাছপালা এবং মাটি রেকর্ডে সবচেয়ে উষ্ণতম বছরে ২০২৩ সালে প্রায় কোনো কার্বন শোষণ করেনি।

শীত কবে আসবে

মধ্যাঞ্চল ও নদ-নদী অববাহিকায় মাঝারি বা ঘন কুয়াশা এবং অন্যান্য স্থানে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য কমে আসতে পারে, এতে শীতের অনুভূতি বাড়তে পারে। আগামী তিন মাসে দেশে ৮ থেকে ১০টি মৃদু (৮ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) থেকে মাঝারি (৬ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। তবে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে ২ থেকে ৩টি তীব্র শৈত্যপ্রবাহে (৪ থেকে ৬ডিগ্রি সেলসিয়াস) রূপ নিতে পারে। আগামী তিন দিনের আবহাওয়া শুক্রবার (৮ নভেম্বর) থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। তারা জানায়, মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপটি দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, যার বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে পরের ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এসময় সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমে যেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শনিবার (৯ নভেম্বর) সকাল ৯টা পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু'এক জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এসময় সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

রবিবার (১০ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে পরের ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু'এক জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এসময় সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।

কুড়িল বিশ্বরোডে বিআরটিসি বাসের

শাহজাহান বলেন, আমরা কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় একটি বাসে আগুন লাগার খবর পেয়েছি। তবে বাসটিতে কীভাবে আগুন লেগেছে তা এখনও জানতে পারিনি। বাসে কীভাবে আগুন লেগেছে সেটা জানার জন্য আশপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি।

তদারকির অভাবে হাজার কোটি

বাজারে মাত্র পৌনে ৩০০ কোটি টাকার রাজস্ব আসে। অথচ এটা কয়েক হাজার কোটি টাকা হওয়া উচিৎ। এজন্য কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর পাশাপাশি পলিসিগত সাপোর্টের অভাব রয়েছে। তিনি আরও বলেন, সরকারের নীতি-সহায়তা পেলে, পলিসি সাপোর্ট পেলে প্রসাধনী পণ্যের রপ্তানি বাড়বে। রপ্তানি আয় বাড়লে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়বে, মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। একই সঙ্গে অন্যান্য বড় বড় কোম্পানিও এই খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী হবে। ফলে সামগ্রিক দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখা যাবে। গবেষণা সংস্থা লাইট ক্যাসল পার্টনার্স এবং অ্যালাইড মার্কেট রিসার্চ জানিয়েছে, ২০২০ সালে বাংলাদেশে আনুমানিক ১ দশমিক ২৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের স্কিনকেয়ার ও কসমেটিক পণ্য বিক্রি হয়েছে। ২০২৭ সালের মধ্যে এই পরিমাণ ২ দশমিক ১২ বিলিয়ন ডলার হতে পারে বলে তারা প্রাক্কলন করছে। প্রসাধনী আমদানিকারক সমিতির তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার প্রসাধনী আমদানি করে। দুই বছর আগে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদনে উঠে আসে এ শিল্পের বিভিন্ন অসঙ্গতি। প্রতিবেদনে বলা হয়, যথাযথ প্রক্রিয়ায় কসমেটিকস পণ্য আমদানি না করায় সরকার রাজস্ব বঞ্চিত হচ্ছে। সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য উল্লেখ না থাকায় দামের দিক থেকে ভোক্তারাও প্রতারিত হচ্ছেন। একই সঙ্গে বৈধ ও অবৈধ আমদানিকারক, ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হচ্ছে, যেখানে বৈধ ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, কিছু কাস্টমস কর্মকর্তার সহযোগিতায় ফ্রেইট এজেন্সিগুলো অবৈধভাবে অনেক পণ্য ছাড়িয়ে নেয়। এতে সুষ্ঠু ব্যবসার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এতে আরও বলা হয়, আমদানিকারকদের প্রাইসট্যাগ ফেলে দিয়ে প্রাইসগান মেশিনের সাহায্যে খুচরা বিক্রেতারা ইচ্ছেমতো মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন। এ খাতের ব্যবসায়ীদের নিয়ে ভোক্তা অধিদপ্তরের আয়োজিত এক সভায় ব্যবসায়ীরা বলেন, লাগেজ ব্যবসায়ীরা তুলনামূলক কম শুল্ক দিয়ে বিদেশি পণ্য আমদানি করেন। কসমেটিকস পণ্যের আমদানিকারকদের হয়ে ফ্রেইট এজেন্সিগুলো এতে জড়িত থাকে। কিছু পণ্যের শুল্ক বেশি থাকায় বাজারে অনেক সময় সেসব পণ্যের সরবরাহ কমে যায়। তখন অসাধু ব্যবসায়ীরা সেসব পণ্য নকল করে বাজারে ছাড়েন। কাস্টমস সংক্রান্ত জটিলতা দূর হলে নকল পণ্য তৈরির প্রবণতা কমবে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রতিবেদনটিতে বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে, শুল্ক ফাঁকি দিয়ে কসমেটিকস পণ্য আমদানি রোধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা ও সঠিক মানদণ্ড নিশ্চিত করতে বিএসটিআইসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। এতে আরও বলা হয়েছে, আমদানিকারক ও খুচরা বিক্রেতাদের প্রদত্ত সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে কেউ যেন কসমেটিকস বিক্রি না করে সে বিষয়ে তদারকি জোরদার করতে হবে। দোকানদার এবং খাতসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, ব্যাপক চাহিদার কারণে দেশে বিদেশি ব্র্যান্ডের নকল কসমেটিকস পণ্য তৈরি করে বিদেশি পণ্য হিসেবে বিক্রয় করা হয়। অনেক অসাধু ব্যবসায়ী আসল ব্র্যান্ডের মোড়ক বা কৌটা সংগ্রহ করে তাতে নকল প্রসাধনী ঢুকিয়ে বাজারে সরবরাহ করছে। এসব নকল ও মানহীন প্রসাধনসামগ্রীর মাধ্যমে অনৈতিকভাবে মুনাফা হাতিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি তারা শিশুসহ সব বয়সী মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে ক্ষতির মুখে। জানা গেছে, এসব প্রসাধনী সামগ্রী ঢাকার চকবাজার, কেরানিগঞ্জ ও আশেপাশের অবৈধ ও নিন্মমানের কারখানায় তৈরি হয়। এসব কারখানায় দেশের বিভিন্ন কোম্পানি ও বিদেশি নামকরা কোম্পানির পণ্য হুবহু নাম অথবা নামের একটি অক্ষর পরিবর্তন করে থাকে। আবার দেশের কিছু জনপ্রিয় পণ্যও এসব কারখানায় তৈরি হয়। যেমন- মেরিলের অনুকরণে লেখা হয় মারিল, মেরিট, মরিল ও মোরিন। জুঁই নারকেল তেলের অনুকরণে জুহি ও জুন, তিব্বতের অনুকরণে বিব্বাত ও তিবত লেখা হয়। এ্যারোমটিককে অনুসরণ করে এ্যারোমা, এ্যারোমেকি ও এ্যারোমেরিট ইত্যাদি। আরও জানা গেছে, বিদেশি পণ্যের ক্ষেত্রে খালি কৌটা কিনে নকল পণ্য ঢোকানো হয়। যখন এসব পণ্য দোকানে বিক্রি করা হয় তখন আসল পণ্যর সঙ্গে এগুলোর দামের অনেক পার্থক্য থাকে। আমদানি করা প্রসাধনীর প্যাকেট বা মোড়কে নকল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, অনুমোদন, বিএসটিআই এর লোগো, ব্যাচ নং, এমআরপি, এমএফজি, ট্যাক্স অ্যান্ড ভ্যাট, মেয়াদ, তারিখ উল্লেখ থাকে। ফলে দেখে বোঝার উপায় নেই কোনটি আসল, আবার কোনটি নকল। অনেকে আসল নকল বুঝতে না পেরে এগুলো কিনে প্রতারিত হন। ফুটপাত থেকে শুরু করে স্থানীয় বাজারের দোকানগুলোয় এসব ভেজাল ও নকল সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। আবার প্রান্তিক পর্যায়ে ফেরি করেও বিক্রি করা হয় ক্ষতিকর এসব প্রসাধনী। আসল নামে তৈরি করা এসব নকল পণ্য খুবই কম মূল্যে বাজারে ছাড়া হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলোর আসল-নকল বোঝা কঠিন। এসব নকল কসমেটিকস পণ্য ব্যবহার করে চর্মরোগসহ মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পরছেন ভোক্তারা। এসব অবৈধ তৎপরতা ঠেকাতে অধিদপ্তর, গোয়েন্দা সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থার তদারকি অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছে দেশের প্রকৃত উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা। রিমার্ক এইচবি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশরাফুল আম্বিয়া বলেন, আমদানিকারক ও খুচরা বিক্রেতাদের প্রদত্ত সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি দামে কেউ যেন কসমেটিকস বিক্রয় না করে সে বিষয়ে তদারকি জোরদার করতে হবে। তিনি বলেন, প্রসাধনীর পুরো বাজার অনেক সম্ভাবনাময়। দেশে গুণগত মানের পণ্য উৎপাদন করতে পারলে আমদানিনির্ভরতা কমবে। তাতে ডলার সাশ্রয় হবে, কর্মসংস্থানও বাড়বে। সে চিন্তা থেকে বড় পরিসরে এ খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মোহাম্মদ আলীম আখতার খান বলেন, ভেজাল পণ্য বিক্রি এবং ভোক্তাদের প্রতারিত করার প্রবণতা বন্ধে অধিদপ্তর নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে। নকল, মেয়াদোত্তীর্ণ ও ভেজাল পণ্য বিক্রি করায় প্রায়ই প্রতিষ্ঠানকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে আর্থিক জরিমানা করা হয়। এসব অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত থাকবে।

অনুমোদনহীন মোবাইলের দাপটে

নার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এমআইওবি)। এদিকে, অবৈধ ফোনের দাপটের কারণে কমেছে উৎপাদনও। বর্তমানে দেশে স্মার্ট ফোন তৈরির সক্ষমতা প্রতি মাসে ১৫ লাখ। ফিচার ফোন প্রতিমাসে ২৫ লাখ উৎপাদন সম্ভব। বৈধ ফোনের বাজার কমতে থাকায় দেশে ফোন উৎপাদন কমছে। গত বছর ৩৩ শতাংশ উৎপাদন কমেছে। জানা যায়, দেশে অবৈধ হ্যান্ডসেটের ব্যবহার কমাতে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ২০২১ সালে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) পদ্ধতি চালু করে। এই সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবৈধ সেট বন্ধ হয়। এই পদ্ধতি চালুর পর দেশে অবৈধ মোবাইল সেটের বাজার ১০-১৫ শতাংশে নেমে আসে। কিন্তু সে বছরই অজ্ঞাত কারণে এ পদ্ধতি শিথিল করা হয়। ফলে দেশে অবৈধ সেটের ব্যবহার আরও বেড়ে যায়। এনইআইআর সিস্টেম শিথিল করে দেওয়ায় ফোন কারখানাগুলোর বিনিয়োগ এখন হুমকির মুখে। কারণ অবৈধভাবে দেশে আসা হ্যান্ডসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা কঠিন, তারা কর ফাঁকি দেয়। বৈধ ফোন তৈরির কারখানাগুলোর জন্য রয়েছে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নানা রকমের নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ, উচ্চ লাইসেন্স ফি। অথচ অবৈধ ফোনের ক্ষেত্রে কমিশনের কোনো নিয়ম-নীতিই প্রযোজ্য নয়। এনইআইআর সিস্টেম শিথিল করার ফলে সরকার হাজার কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে। গ্রাহক নিম্নমানের হ্যান্ডসেট কিনে প্রতারিত হচ্ছেন, তা ছাড়া অবৈধ মোবাইলের কোনো ওয়ারেন্টি নেই। অবৈধভাবে আমদানি করা মোবাইল ফোন দিয়ে নানারকম অপরাধ সংগঠিত হয়। এনইআইআর চালু করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো এসব অপরাধ দমনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করা। বর্তমানে সন্ত্রাসীরা সিমকার্ড ছাড়া ওয়াই-ফাই বা অন্য কোনো প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম। যদি মুঠোফোনের আইএমইআই নম্বরটি সিমের সঙ্গে রেজিস্ট্রি করা থাকে, তবে আইপি অ্যাড্রেস ও আইএমইআইর মাধ্যমে এ সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা সম্ভব। এনইআইআর পদ্ধতি এ নিরাপত্তা খুব সহজেই প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এদিকে সম্প্রতি অবৈধ মোবাইল ফোন বন্ধ করার সুপারিশ করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিক। ডাক ও টেলিযোগাযোগ উপদেষ্টা নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি এ সুপারিশ করেন। এ সময় রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিক জানান, দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশে চতুর্থ বৃহৎ বিনিয়োগকারী দেশ। স্যামসাং, এলজির মতো বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু উচ্চ কর হারের কারণে উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবৈধ মোবাইল ফোন বন্ধ করার সুপারিশ করেন। বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগেও আগ্রহ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রদূত। প্রতি উত্তরে উপদেষ্টা বলেন, কর কমানোর বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক সংস্কারের সময় কর কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে যাতে অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী বলেন, আমরা স্থানীয় প্রস্তুতকারী শিল্পগুলোকে উৎসাহিত করতে চাই। সেজন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই করা হবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অবৈধভাবে আমদানি করা হ্যান্ডসেটের মান পরীক্ষা হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তা সঠিক পণ্য পান না এবং অনেক ক্ষেত্রেই পূর্বব্যবহৃত পণ্য নতুন বলে বিক্রয় করা হয় যা টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নীতিমালা পরিপন্থী। অবৈধভাবে আমদানি করা হ্যান্ডসেটের কোনো পরিসংখ্যান কমিশনের ডাটাবেজে নেই। যদি ভোক্তার এনআইডির অধীনে মুঠোফোন রেজিস্ট্রি করা থাকে, সেক্ষেত্রে অন্য কেউ বেআইনিভাবে তা ব্যবহার করবে না এবং হ্যান্ডসেট চুরি, ছিনতাই অনেকটাই নিরুৎসাহিত হবে। তদুপরি বিভিন্ন হয়রানিমূলক কাজও বন্ধ হবে।

বাংলাদেশে এখন থেকে গণতন্ত্র ছাড়া

থেকে বড় রাজনৈতিক শক্তি হচ্ছে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। ৭ নভেম্বর বিপ্লবি গণসংহতি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক জিয়াউর রহমান। মির্জা ফখরুল বলেন, আপনারা জানেন ৭ নভেম্বরের আগে খালেদ মোশাররফ এক অভ্যুত্থান করেছিল। তারপরই জিয়াউর রহমান দেশের সার্বভৌমত্বকে ফিরিয়ে আনতে ৭ নভেম্বর সিপাহি জনতাকে নিয়ে এই আন্দোলন করে দেশকে মুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, যেভাবে ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের হাল ধরেছিল শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, তার পর হাল ধরেছিল বেগম খালেদা জিয়া আর এখন হাল ধরেছে তারেক রহমান। অনুষ্ঠানে বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতাম সালাউদ্দিন টুকুর সঞ্চালনায় র‍্যালি উদ্বোধন করেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। র‍্যালি শুরুর আগে কথা বলেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা এ জেড এম জাহিদ হোসেন, ড. আব্দুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু, যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানিসহ ঢাকা মহানগর ও দলটির সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

বেড়াতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ১

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে পর্যটন কেন্দ্র মহামায়া লেকে বেড়াতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছে এক তরুণী। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান চালিয়ে মো. রিয়াজ (২৫) নামের ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। সে মীরসরাই উপজেলার বাসিন্দা। মীরসরাই থানার পরিদর্শক (তদন্ত) দীপ্তেশ রায় জানান, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে বন্ধুর সঙ্গে ফেনী থেকে মহামায়া লেকে বেড়াতে গিয়েছিল ওই তরুণী। লেকের পাড়ে বসে কথা বলার সময় তিন যুবক গিয়ে তাদের উত্ত্যক্ত করে। এসময় বন্ধুকে বেঁধে রেখে তরুণীকে তারা ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ করা হয়। তিনি আরও জানান, রাতে অভিযান চালিয়ে মো. রিয়াজ নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। এসময় তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়েছে।

যশোরে সংবাদ সম্মেলনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে জামায়াতের উদ্বেগ

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরে অব্যাহত খুন, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের বিস্তৃতিতে উদ্বেগ জানিয়েছেন যশোর জেলা জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ। গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টায় প্রেসক্লাব যশোর মিলনায়তনে দলীয় কর্মী আমিনুল ইসলাম সজল হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন থেকে এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করেন জেলা আমির অধ্যাপক গোলাম রসুল। তিনি বলেন, শহরতলির মণ্ডলগাতী, খোলাডাঙ্গা ও গাজীর বাজার এলাকায় সন্ত্রাসী, মাদক ব্যবসায়ী ও চাঁদাবাজদের বিচরণক্ষেত্র। সদর উপজেলার আরবপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড গাজীর বাজার ইউনিটের সভাপতি ও খোলাডাঙ্গা গাজীর বাজার কমিটির সভাপতি আমিনুল ইসলাম সজল এলাকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে ভূমিকা রাখছিলেন। এজন্য সন্ত্রাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করেছে। হত্যাকাণ্ডে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী খোঁড়া কামরুল, টিটো, স্মরণ, লাবিব, মুন্না, মুরসালিনসহ আরও কয়েকজন সরাসরি জড়িত বলেও সংবাদ সম্মেলন থেকে জানানো হয়। এর মধ্যে এজাহারভুক্ত আসামি লাবিবসহ ৫ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মূল আসামিরা এখনও গ্রেপ্তার না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন জেলা আমির অধ্যাপক গোলাম রসুল ও জেলা সেক্রেটারি অধ্যাপক গোলাম কুদ্দুস। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা নায়েবে আমির মো. বেলাল হুসাইন, সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক শামসুজ্জামান, মাওলানা রেজাউল করিম, প্রচার সম্পাদক অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন বিশ্বাস, মাওলানা ইসমাইল হোসেন, আরবপুর ইউনিয়ন সভাপতি আসাদুজ্জামান প্রমুখ। উল্লেখ্য, গত ৪ নভেম্বর সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে খোলাডাঙ্গা সার গোডাউনের পাশে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয় আমিনুল ইসলাম সজলকে। এ ঘটনায় স্থানীয় ছয় জনসহ অজ্ঞাত সাত জনকে আসামি করে মামলা করেন আমিনুল ইসলামের ভাই আজাহারুল ইসলাম। বুধবার রাতে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি জানানো হয়। এদিন আদালতের মাধ্যমে আসামিদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

চাচাতো ভাইকে কুপিয়ে হত্যা, ধরে পুলিশে দিল জনতা

স্টাফ রিপোর্টার : সিলেটের কানাইঘাটে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হুসন আহমদকে (৬৫) গলা কেটে হত্যা করেছে চাচাতো ভাই সুলতান আহমদ (৪৮)। এ ঘটনায় গ্রামবাসী সুলতানকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন। গতকাল শুক্রবার ভোরে উপজেলার দক্ষিণ বাণীগ্রাম ইউনিয়নের বাউরভাগ নয়াগাউ গ্রামে নির্মম এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। স্থানীয়রা জানান, নয়াগাউ গ্রামের হুসন আহমদের সঙ্গে ঘাতক সুলতান ও তার পরিবারের মধ্যে জমিসংক্রান্ত বিরোধ চলেছিল। এর জেরে গতকাল শুক্রবার ভোরে নিহত হুসন আহমদ ও সুলতানের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সুলতান আহমদ ধারালো অস্ত্র দিয়ে হুসন আহমদকে কোপাতে থাকলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরে ঘাতক সুলতান আপন চাচাতো ভাই হুসন আহমদকে নির্মমভাবে গলা কেটে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডের পর ঘাতক সুলতান পালানোর চেষ্টা করলে গ্রামবাসী তাকে আটক করে রাখেন। খবর পেয়ে থানা পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। কানাইঘাট থানার ওসি মো.আব্দুল আউয়াল বলেন, হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি জানার পর তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘাতক সুলতানকে আটক করে থানায় নিয়ে আসি। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করার পর ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বাবার সিএনজিতে করে নানার বাড়ি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় ২ শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিলায় বাবার সিএনজিচালিত অটোরিকশায় চড়ে নানার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার পথে দুই শিশু নিহত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের দেবিদ্বারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা ঘটনাস্থলে ৫টি গাড়ি ভাঙচুর করে। নিহত দুই ভাই-বোন দেবিদ্বার উপজেলা হোসেনপুর গ্রামের সিএনজি চালক জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে মো. জুনায়েদ (১২) ও মেয়ে ফাহিমা আক্তার (৯)। জুনায়েদ জাফরগঞ্জ এলাকার একটি মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের ছাত্র ও তার বোন ফাহিমা হোসেনপুর নুরানি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ছিল। দুর্ঘটনায় নিহতদের বাবা জাহাঙ্গীর আলমসহ (৩২) আরও ২ জন আহত হয়েছেন। জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার বিকালে দুই শিশু তাদের বাবার কাছে বায়না ধরে তাদের নানার বাড়িতে দিয়ে আসতে। সারা দিন সিএনজি চালানোর পর জাহাঙ্গীর রাতে দুই সন্তানকে নানার বাড়িতে দিয়ে আসতে রওনা করে। এ সময় কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের দেবিদ্বার উপজেলা ছগুরা এলাকায় কুমিল্লাগামী সুগন্ধা পরিবহনের বাসের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, একটি বাস ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে সিএনজিকে ধাক্কা দেয়। ফলে সিএনজিটি সড়ক থেকে ছিটকে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলে জুনায়েদ মারা যায়। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে ফাহিমারও মৃত্যু হয়। এর পরপরই উত্তেজিত জনতা বেশ কয়েকটি যানবাহন ভাঙচুর করে। দেবিদ্বার থানার পুলিশ পরিদর্শক মো. শাহিনুল ইসলাম বলেন, উত্তেজিত লোকজন নিউ সুগন্ধা পরিবহনের ৫টি বাসে ভাঙচুর চালিয়েছে। উত্তেজিত লোকজনকে শান্ত করা হয়েছে। এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে হাইওয়ে পুলিশের কুমিল্লা রিজিওনের পুলিশ সুপার খাইরুল আলম বলেন, সুগন্ধা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে দুই মাদ্রাসা শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। এই বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

কিশোরগঞ্জে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে উপজেলায় পুকুরের পানিতে ডুবে মাহমুদুল হাসান (২) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলার ধলা ইউনিয়নের সেকান্দরনগর হালুয়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত হাসান ওই গ্রামের শাহীনুর মিয়ার ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে বাড়ির আঙিনায় খেলা করছিল হাসান। এ সময় হাসানের মা গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এক পর্যায়ে তাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না পরিবারের লোকজন। পরে বাড়ির পাশে পুকুরের পানিতে তাকে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। শিশুটিকে উদ্ধার করে তাড়াইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তাড়াইল থানার ওসি মোহাম্মদ সোহেল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

লক্ষ্মীপুরে ট্রাকের ধাক্কায় ইজিবাইক চালকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরে ট্রাকের ধাক্কায় আবু তাহের (৫০) নামে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার ভোরে জেলা সদর উপজেলার জকসিন বাজার এলাকায় লক্ষ্মীপুর-ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় সুমন নামে একজন গুরুতর আহত হন। গতকাল শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সদর মডেল থানার ওসি আব্দুল মুন্নাফ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, এখনও কেউ থানায় অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিহত আবু তাহের জেলা সদর উপজেলার লাহারকান্দি ইউনিয়নের লাহারকান্দি গ্রামের আজিজ উল্যাহর ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ঘটনার সময় ইজিবাইক নিয়ে তাহের জকসিন বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। বাজারের কাছাকাছি এলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক ইজিবাইককে ধাক্কায় দেয়। এ সময় ইজিবাইক চালক আবু তাহের ও যাত্রী সুমন গুরুতর আহত হন। পরে তাদের উদ্ধার করে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর তাহেরকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) অরুপ পাল বলেন, আহত সুমনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। পরে তাকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জামালপুরে ধর্ষণের পর হত্যা মামলার পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : জামালপুরের মেলান্দহে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় মামলার ২৯ দিন পর পলাতক আসামি রাসেল খানকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১৪ এর একটি দল। গতকাল শুক্রবার সকালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে র‍্যাব-১৪ সিপিসি-১ জামালপুর ক্যাম্প। গ্রেপ্তার রাসেল খান মেলান্দহ থানার সুলতান খালি গ্রামের বাবুল খানের ছেলে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জেলা মেলান্দহ উপজেলার দুরমুট এলাকায় একাই বসবাস করতেন সেনা সদস্য আব্দুল সালামের স্ত্রী শাহিদা আক্তার। গত ১১ সেপ্টেম্বর সকালে নিজ ঘরে শাহিনা আক্তারকে চোখ, হাত-পা বাঁধায় মৃত অবস্থায় দেখতে পায় স্থানীয়রা। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয় ডাকাতি করতে এসে তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার পরদিন নিহতের ভাই মুঞ্জুরুল ইসলাম মেলান্দহ থানায় একটি মামলা করেন। সেই মামলার প্রেক্ষিতে ছায়া তদন্তে ও গোয়েন্দা নজরদারির মধ্যে ঘটনার ২৯ দিন পর গত রাতে সদর থানার পলাশীগর থেকে সন্দেহভাজন পলাতক আসামি রাসেল খানকে আটক করে। র‍্যাব-১৪ সিপিসি-২ এর সহকারী পুলিশ সুপার মো. আব্দুল হাই চৌধুরী জানান, আসামিকে জামালপুর জেলার মেলান্দহ থানায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া তাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

পাবনায় যুবককে গলা কেটে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : পাবনার আতাইকুলায় বাড়ি ফেরার পথে মো. আসিফ (৩২) নামে এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে আতাইকুলার গঙ্গারামপুরের আকিজ জুট মিলের পশ্চিম পাশে তার লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। তাৎক্ষণিক পুলিশ এসে বেলা ১১টার দিকে লাশ উদ্ধার করে। নিহত আসিফ আতাইকুলা থানার পীরপুর এলাকার আসলাম কসাইয়ের ছেলে। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। জানা গেছে, মানসিক ভারসাম্যহীন এ যুবক আসিফের গঙ্গারামপুর এলাকায় প্রায় ৪ বছর আগে বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক বছর পর মানসিক সমস্যা হলে বছর খানেক আগে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি (তালাক) হয়। গত ৪ মাস আগে তিনি পাবনা মানসিক হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা শেষে বাড়িতে আসছেন। গত বৃহস্পতিবার এলাকার একটি ইসলামী জলসায় যান আসিফ। জলসা থেকে ফেরার পথে সাবেক স্ত্রীর চাচাদের বাড়িতে আসছিলেন। সেখান থেকে আসিফের বাড়িতে ফোন দিয়ে জানানো হয়, আপনার ছেলে আমাদের বাড়িতে আসছে দ্রুত নিয়ে যান। এরপর সকালে তার গলাকাটা মরদেহের খবর পাওয়া যায়। নিহতের ছোট ভাই নিরব হোসেন বলেন, গত বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে বিকেলে বাড়িতে এসে খাওয়া দাওয়া করে কাছারপুরের একটি জলসায় যায়। এরপর বাড়িতে ফিরে আসেনি। সকালে একটি হত্যার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ভাইয়ের লাশ দেখতে পাই। ভাইকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। আতাইকুলা থানা পুলিশের ওসি হাবিবুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার প্রকৃত কারণ এখনো জানা যায়নি। রহস্য উদঘাটন করতে পুলিশ কাজ করছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ১২

স্টাফ রিপোর্টার : ২৪ ঘণ্টার অভিযানে মাদকসহ বিভিন্ন মামলায় ১২ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে মেহেরপুর পুলিশ। গ্রেপ্তারদের মধ্যে (নিয়মিত মামলা) মাদক মামলায় ৫ জন, পুরোনো মামলায় ৩ জন ও আদালতের পরোয়ানাভুক্ত ৪ আসামি রয়েছে। মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে গতকাল শুক্রবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে এসব আসামি গ্রেপ্তার করা হয়। গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৭ আসামি, মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ৩ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জন আসামি গ্রেপ্তার করেছে। মেহেরপুর আব্দুল করীম জানান, মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পৃথক টিম জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারদের গতকাল শুক্রবার আদালতে নেওয়া হয়।

মাদারীপুরে আড়িয়াল খাঁ নদে মিলল অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুর জেলার শিবচরে আড়িয়াল খাঁ নদ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলার বহেরাতলা দক্ষিণ ইউনিয়নের কলাতলা এলাকার বেড়িবাঁধ সংলগ্ন আড়িয়াল খাঁ নদ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, সকালে বেড়িবাঁধের পাশে নদের পাড়ে এক ব্যক্তির লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। মরদেহের পরনে অনেকটা নীলচে রঙের হাফপ্যান্ট এবং টিশার্ট রয়েছে। পুলিশ ধারণা, কয়েকদিন ধরে লাশটি পানিতে ছিল। শিবচর থানার ওসি মোকতার হোসেন বলেন, মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানার চেষ্টার চলছে।

শিক্ষকের বাড়িতে মিলল সাড়ে ৫ হাজার কেজি সরকারি চাল

স্টাফ রিপোর্টার : সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে সাবেক এক স্কুলশিক্ষকের বাড়ি থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কেজি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সরকারি চাল উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। গত বৃহস্পতিবার গভীররাতে উপজেলার সদর ইউনিয়নের বেড়িপোটল গ্রামের তারাকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলমের বাড়ি থেকে এসব চাল উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলমের বাড়ির ভেতরের একটি গুদামে সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল নাজিরশাইল ও মিনিকেটের বস্তায় রাখা হয়েছিল। খবর পেয়ে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাবিরনা আক্তারের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল সেখানে অভিযান চালিয়ে চালগুলো সিলগালা করে। কাজিপুর সেনাক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মো. শরিফুল ইসলাম অভিযানে সহায়তা করেন। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাবরিন আক্তার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেড়িপোটল এলাকায় তারাকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলমের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১৮৩ বস্তায় পাঁচ হাজার ৪৯০ কেজি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল জব্দ করা হয়।

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

সিলেটে শিশু নিখোঁজ, প্রবাসীদের

বাড়িতে শিশুদের সঙ্গে খেলা করতে যায়। বিকাল ৩টার দিকে মেয়েকে খোঁজাখুঁজির পর কোথাও কোনও সন্ধান পাননি তারা। একপর্যায়ে কানাইঘাট থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। গত ৫ নভেম্বর নিখোঁজ মুনতাহার বাড়িতে যান কানাইঘাট সার্কেলের এএসপি অলক কান্তি শর্মা ও থানার ওসি মো. আব্দুল আউয়াল। এ সময় তারা মুনতাহার বাবা এবং আশপাশের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। এ ব্যাপারে ওসি আব্দুল আউয়াল বলেন, 'নিখোঁজ শিশুটিকে খুঁজে বের করতে থানা পুলিশের পাশাপাশি অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সব থানাকে এ বিষয়ে অবগত করা হয়েছে।

ইউপি চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে

নিয়োগ দিয়েছে। তাছাড়া ইউনিয়নে প্রশাসক হিসেবে হয় ইউএনও নয়তো এসি ল্যান্ড (অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ভূমি) দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সব ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারকেই অপসারণের চিন্তাভাবনা করছে। তবে তৃণমূলের ওসব জনপ্রতিনিধিকে অপসারণ করার পর সেখানে বিপুলসংখ্যক প্রশাসক নিয়োগ দিতে হবে। আর এত কর্মকর্তা কোথায় পাওয়া যাবে কিংবা ওই প্রশাসকেরা আদৌ কাজ করতে পারবেন কিনা তা নিয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে আলোচনা চলছে। তবে সিদ্ধান্ত এখনো চূড়ান্ত হয়নি। অবশ্য স্থানীয় সরকারবিশেষজ্ঞদের মতে, ইউনিয়ন পরিষদ ভেঙে না দিয়ে প্যানেল চেয়ারম্যান দিয়ে পরিষদ পরিচালনা করলেই বেশি কার্যকর হবে। সূত্র আরো জানায়, একতরফা বিগত স্থানীয় নির্বাচন নিয়ে অনেকের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। ওই নির্বাচনে প্রতিযোগিতায় বিরোধীরা সুযোগ পায়নি। যে কারণে অনেকেই ওই নির্বাচন বাতিল করে জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ চান। সকল ইউপির জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ করলে বিকল্প হিসেবে ৫৪ হাজার ৯৬০ জন প্রশাসক নিয়োগ দিতে হবে। কিন্তু সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের দিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে ইউনিয়ন পরিষদ চালানো মুশকিল হবে। তাঁদের নিজেদের কাজ রয়েছে। ফলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। তার চেয়ে প্যানেল চেয়ারম্যান দিয়ে পরিচালনা করাই ভালো হবে। সরকার গত আগস্টে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের পাশাপাশি সব পৌরসভার মেয়রকে অপসারণ করেছে। ১২টি সিটি করপোরেশনের মেয়র, কাউন্সিলরদের পাশাপাশি পৌরসভার কাউন্সিলরদেরও অপসারণ করা হয়। এদিকে ইউপি চেয়ারম্যানরা বলছেন, ইউনিয়ন পরিষদ ভেঙে দিলে কিংবা চেয়ারম্যানদের অপসারণ করলে প্রান্তিক পর্যায়ে সরকারি সেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। গ্রামে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হবে। চুরি, ডাকাতি বেড়ে যাবে। নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের (মেম্বার) অপসারণ না করার দাবি জানিয়েছেন। তাঁরা মেয়াদ শেষ করতে চান। এর আগে অপসারণ চান না। অন্যদিকে স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউনিয়ন পরিষদ ভেঙে দেয়া ভালো সিদ্ধান্ত হবে না। এতে নাগরিক সেবা ব্যাহত হবে। চেয়ারম্যানদের পরিবর্তে যাঁদের দায়িত্ব দেয়া হবে, তাঁরা নাগরিকদের সেবা দিতে পারবেন না। তবে যাঁরা পলাতক, সরকার চাইলে শুধু তাঁদের অপসারণ করতে পারে। যেসব ইউপিতে চেয়ারম্যানরা আসছেন না, সেখানে প্যানেল চেয়ারম্যান দিয়ে কাজ করা যেতে পারে। তবু প্রশাসক নিয়োগ নয়। ইউপিতে সরকারি কোনো কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিলে কাজের কাজ কিছু হবে না।

হিলি দিয়ে ভারত থেকে আসবে ৯১

আমদানিকারক নুর ইসলাম বলেন, সরকার অনুমতি দেওয়ার পর ব্যবসায়ীরা চাল আমদানির প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। তবে চাল আমদানিতে যে সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তা খুবই কম। কারণ ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে বাজারজাত করতে হবে। এছাড়া এবার আরও কিছু নির্দেশনা দেওয়া আছে, যে প্যাকেটে চাল আমদানি করা হবে সেই প্যাকেটেই বাজারে বিক্রি করতে হবে এবং প্রতিদিনের আমদানি, বিক্রি ও মজুতের তথ্য স্থানীয় খাদ্য অফিসে জমা দিতে হবে। হিলি স্থলবন্দরের উপ-সহকারী উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধে কর্মকর্তা ইউসুফ আলী বলেন, চাল আমদানির জন্য ইমপোর্ট পারমিট এখনো কেউ পাননি। ইমপোর্ট পারমিট পেলে আমদানিকারকরা চাল আমদানি করতে পারবেন।

আমুর আইনজীবীকে মেরে বের করে

দেশবাসীকে ভুল বোঝাতে পরিকল্পিতভাবে এমন ঘটনার সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার মহানগর হাকিম শাহিন রেজার আদালতে আমির হোসেন আমুর রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করেন। এরপর আসামিপক্ষ শুনানি শুরু করলে পাবলিক প্রসিকিউটরের বক্তব্যটি রাজনৈতিক বলে মন্তব্য করেন আমুর পক্ষের আইনজীবী স্বপন রায় চৌধুরী। তখন উত্তেজিত হয়ে আদালতে উপস্থিত একদল আইনজীবীরা তাকে মারধর শুরু করেন। মারধরের ঘটনায় তিনি আদালতের দরজার সামনে পড়ে যান। একপর্যায়ে তাকে লাথি মারা হয়। এরপর কয়েকজন আইনজীবী তাকে তুলে আদালত থেকে নিরাপদে বের করে দেন। পরে সাংবাদিকদের সামনে এ ঘটনার বিচার দাবি করেন তিনি।

ইলিশের সরবরাহ বাড়ায় মাছের

১৫ টাকা, পুঁইশাক ৪০ টাকা ও ডাটাশাক ৩০ টাকা আঁটি দরে বিক্রি করতে দেখা গেছে। বাজারগুলোতে দেশি পেঁয়াজ ১৬০ টাকা, ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ ১২০ টাকা, কাঁচা আদা ১২০ টাকা, পুরান আদা ২৮০ টাকা, রসুন কেজিতে ২০ টাকা বেড়ে ২৪০ টাকা, নতুন আলু ১২০ টাকা, বগুড়ার আলু ১০০ টাকা ও পুরান আলু ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এসব বাজারে গরুর মাংস প্রতিকেজি ৬৫০ থেকে ৮০০ টাকা, গরুর কলিজা ৮০০ টাকা, গরুর মাথার মাংস ৪৫০ টাকা, গরুর বট ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা ও খাসির মাংস ১ হাজার ১৫০ থেকে ১ হাজার ২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বাজারগুলোতে এক ডজন লাল ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৫০ টাকা, হাঁসের ডিম ২৩০ টাকা, দেশি মুরগির ডিমের হালি ৯০ টাকায় বিক্রি করতে দেখা গেছে।

নিষেধাজ্ঞা শেষে বাজারে ইলিশ আসতে শুরু করায় মাছের বাজার স্থিতিশীল রয়েছে। বাজারগুলোতে ৫০০ গ্রামের ইলিশ ১ হাজার টাকা, ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রামের ১ হাজার ৫০০ টাকা, এক কেজি ওজনের ১ হাজার ৮০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারগুলোতে প্রতিকেজি শিং মাছ চাষের (আকারভেদে) বিক্রি হচ্ছে ৩৫০ থেকে ৪৫০ টাকা, রুই মাছের দাম বেড়ে (আকারভেদে) ৩৮০ থেকে ৫০০ টাকা, দেশি মাগুর মাছ ৮০০ থেকে ১ হাজার ১০০ টাকা, মৃগেল ৩২০ থেকে ৪০০ টাকা, চাষের পাঙাস ২০০ থেকে ২২০ টাকা, চিংড়ি ৭০০ থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা, বোয়াল মাছ ৫০০ থেকে ৮০০ টাকা, কাতল ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা, পোয়া মাছ ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা, পাবদা মাছ ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকা, তেলাপিয়া ২২০ টাকা, কই মাছ ২২০ থেকে ২৩০ টাকা, মলা ৫০০ টাকা, বাতাসি টেংরা ১ হাজার ৩০০ টাকা, টেংরা মাছ ৫০০ থেকে ৮০০ টাকা, কাচকি মাছ ৫০০ টাকা, পাঁচ মিশালি মাছ ২২০ টাকা, রুপচাঁদা ১ হাজার ২০০ টাকা, বাইম মাছ ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৪০০ টাকা, দেশি কই ১ হাজার ২০০ টাকা, শোল মাছ ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা, আইড় মাছ ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা, বেলে মাছ ৮০০ টাকা ও কোরাল মাছ ৭০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এসব বাজারে ৫ কেজি সোয়াবিন তেল ৮১৮ টাকা, দেশি মশুর ডাল ১৪০ টাকা, মুগ ডাল ১৮০ টাকা, মিনিকেট চাল ৭৬ থেকে ৮০ টাকা ও নাজিরশাইল চাল ৭৫ থেকে ৮২ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ের টোল

সুরক্ষার কিছু কাজ এখনও বাকি রয়ে গেছে। সংস্থাটির পরিকল্পনা ঘাটতির কারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে গত বছরের ১৪ নভেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা দেশে ১৫৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে ভার্চুয়ালি চট্টগ্রাম নগরের 'মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী-সিডিএ এক্সপ্রেসওয়ে'-এর উদ্বোধন করেছিলেন। সিডিএ ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরমুখী এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দৈর্ঘ্য ১৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার হওয়ার কথা ছিল। বর্তমানে তা ১৫ দশমিক ২ কিলোমিটার। প্রাথমিক সমীক্ষায় ২০টি র‍্যাম্প (যানবাহন ওঠানামার পথ) নির্মাণ করার কথা থাকলেও করা হয়েছে ১৪টি। এর থেকে আরও চার-পাঁচটি অপ্রয়োজনীয় র‍্যাম্প কমানোর চিন্তা করছে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান। র‍্যাম্পের মোট দৈর্ঘ্য ১২ কিলোমিটার নির্ধারণ করা হলেও বাস্তবে আছে মাত্র অর্ধেক। চালুর আগে এত পরিবর্তনের কারণে বেড়ে গেছে ব্যয়ও। সিডিএর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড ও চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান র‍্যাঙ্কিন। আগের টোল হার গত ১২ ফেব্রুয়ারি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে সভায় অনুমোদন দেওয়া হয়। সেখানে মোটরসাইকেল, ট্রেইলার ও সিএনজি অটোরিকশা এই তিন ধরনের গাড়ি বাদ দিয়ে টোল চূড়ান্ত করা হয়। ওই সময় প্রাইভেটকারের টোল ১০০, জিপ ১০০, মাইক্রোবাস ১০০, মিনিবাস ২০০, বাস ৩০০, ট্রাক (চার চাকা) ২০০ টাকা ও কাভার্ডভ্যানের জন্য ৫০০ টাকা করে টোল নির্ধারণ করে অনুমোদ দেয় মন্ত্রণালায়। বর্তমানে এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যানবাহন পরীক্ষামূলক চলাচল করলেও নেওয়া হচ্ছে না টোল তখন এই টোলের হার বেশি দাবি করে নগরবাসীর মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। টোল কমানোর পাশাপাশি মোটরসাইকেল এবং সিএনজি অটোরিকশা চলাচলের সুযোগ দেওয়ার দাবি জানানো হয়। গত ২ সেপ্টেম্বর আগের সিডিএ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউনূসের নিয়োগ বাতিল করা হয়। সেখানে প্রকৌশলী নুরুল করিমকে নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এরপর গত ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় নতুন টোল হার নির্ধারণের জন্য পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়। সিডিএর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগের প্রস্তাবে শুধু এক জায়গায় অর্থাৎ লালখান বাজার থেকে পতেঙ্গা পর্যন্ত এটির টোল হার নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে নতুন প্রস্তাবে তিনটি জায়গায় ওঠানামায় টোল আদায়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। এমনকি নতুন প্রস্তাবে ১২টি যানবাহনের আলাদা টোল হার নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন প্রস্তাবিত টোল নতুন টোল হারের প্রস্তাবনায় বলা হয়, জিইসি, সিআরবি, আগ্রাবাদ থেকে এক্সপ্রেসওয়েতে উঠে সিইপিজেড, সিমেন্ট ক্রসিং, কেইপিজেড, সি-বিচে নামা গাড়িগুলোর ক্ষেত্রে মোটরসাইকেল ১৫, অটোরিকশা (তিন চাকা) ৩০, প্রাইভেটকার ৮০, জিপ ১০০, মাইক্রোবাস ১০০, পিকআপ ১৫০, মিনিবাস ২০০, বাস ২৮০, ট্রাক (চার চাকা) ২০০, ট্রাক (ছয় চাকা) ৩০০, কাভার্ডভ্যান ৪৫০ এবং ট্রেইলার ৪৫০ টাকা। তবে ট্রেইলারের টোল নির্ধারণ করা হলেও ওঠানামা নিষেধ রাখা আছে। সি-বিচ, কেইপিজেড, সিইপিজেড থেকে এক্সপ্রেসওয়েতে উঠে নিমতলা, আগ্রাবাদ, টাইগারপাস, লালখানবাজারে নামা গাড়িগুলোর টোলহার মোটরসাইকেল ১৫, অটোরিকশা ৩০, প্রাইভেটকার ৮০, জিপ ১০০, মাইক্রোবাস ১০০, পিকআপ ১৫০, মিনিবাস ২০০, বাস ২৮০, ট্রাক (চার চাকা) ২০০, ট্রাক (ছয় চাকা) ৩০০ ও কাভার্ডভ্যান ৪৫০ টাকা। চট্টগ্রাম নগরের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। অপরদিকে, নগরের জিইসি, টাইগারপাস থেকে এক্সপ্রেসওয়েতে উঠে আগ্রাবাদ, ফকিরহাট নামা গাড়িগুলোর প্রস্তাবিত টোল মোটরসাইকেল ১০, অটোরিকশা ২০, প্রাইভেটকার ৫০, জিপ ৭০, মাইক্রোবাস ৯০, পিকআপ ১৩০, মিনিবাস ১৮০, বাস ২৫০, ট্রাক (চার চাকা) ১৮০, ট্রাক (ছয় চাকা) ৩০০, কাভার্ডভ্যান ৪৫০ টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বেড়েছে সময় ও প্রকল্প ব্যয় এক্সপ্রেসওয়ে চালুর কথা ছিল ২০২০ সালের জুনে। পরে তা পরিবর্তন করে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে আরও এক বছর সময় বাড়িয়ে ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত করা হয়েছে। নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার আগেই গত বছরের ১৪ নভেম্বর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এর উদ্বোধন করেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু এত বছরেও নির্মাণকাজ শেষ না হওয়ায় এর সুফল পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রকল্প-সংশ্লিষ্টরা জানান, ২০১৭ সালে একনেকে প্রকল্পটি অনুমোদন হওয়ার সময় তিন হাজার ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন বছরের মধ্যে এর কাজ শেষ করার সময় নির্ধারণ করা হয়। ২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে নির্মাণকাজের উদ্বোধন হলেও ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি নির্মাণকাজ শুরু হয়। ২০২২ সালে নকশা সংশোধন করে আরও এক হাজার ৪৮ কোটি টাকা ব্যয় বাড়িয়ে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হয়। এরপরও কাজ শেষ না হওয়ায় সর্বশেষ প্রকল্পের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়ে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ পুরো শেষ করা যাবে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

আমু গ্রেপ্তারের পর আলোচনায়

নির্বাচনি এলাকা থেকে অবৈধ পথে শত শত কোটি টাকা আয় করেছেন আমু। যার প্রায় পুরোটাই এখন দুবাইতে আমুর পালিত মেয়ে সুমাইয়ার কাছে। হুন্ডির মাধ্যমে তার কাছে শতশত কোটি টাকা পাঠিয়েছেন আমু। দুবাইয়ে বসবাসকারী সুমাইয়া সেখানে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ে করেছেন।

আ. লীগ নেতাকে গ্রেপ্তারের পর

আলীর ছেলে। গত ৭ নভেম্বর কোতোয়ালি মডেল থানায় দায়ের করা বিস্ফোরক ও হত্যা চেষ্টা মামলার এজাহারনামীয় ১৮ নম্বর আসামি তিনি। এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, পোশাকে ৩ জন ও সাদা পোশাকে ২ জন পুলিশ নীল লুঙ্গি ও শার্ট পরা আওয়ামী লীগ নেতা শাহীনকে তার বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছেন। এসময় পেছন থেকে আরেকজন লোক পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেন। তার সঙ্গে লুঙ্গি পরা একজন এবং পেছনে লাল গেঞ্জি পরা আরেকজন পুলিশের পেছনে ছুটে যাচ্ছেন। আরেকটি সিসি ফুটেজে দেখা যায়, সাদা পোশাকে ৩ জন এবং পোশাকে একজন পুলিশের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ নেতা শাহীন লুঙ্গি পরা অবস্থায় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। অন্য একটি ফুটেজে হাতে লাল ফাইল থাকা সাদা পোশাকে পুলিশ সদস্য ছেড়ে দেওয়া আসামি শাহীনকে একা নিয়ে তার বাসার দিকে যাচ্ছেন। সূত্র জানায়, কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিয়াউল হক ও ওসি তদন্ত আকবর হোসেনের নির্দেশনায় স্থানীয় এক সোর্সের মাধ্যমে শাহীনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আর্থিক সুবিধা নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে এসআই ফখরুলের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়ান সোর্স হিসেবে ব্যবহৃত ব্যক্তি। সোর্স তাদের বলেন, আপনারা যদি তাকে ধরে ছেড়ে দেবেন, তাহলে ধরলেন কেন তখন এসআই ফখরুল অনুনয় বিনয় করে বিষয়টি ক্লোজ করতে বলেন, কেউ যেন না জানে। তার দিকে তাকিয়ে এটা বাদ দিতে বলেন এবং এটাতে কমিশন আছে বলে প্রলুব্ধ করেন। এসআই ফখরুল বার বার অনুরোধ করেন যাতে বিষয়টি জানাজানি না হয়। অভিযোগের বিষয়ে এসআই ফখরুল ইসলামের মোবাইল ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি। এ চাইলে সিলেট কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি জিয়াউল হক গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজের আগে আসামি গ্রেপ্তারের বিষয়টি অস্বীকার করেন। বাদ জুমা আবারও ফোন দিলে তিনি বলেন, শাহীন নামে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তিনি হবিগঞ্জ জেলার ফুড ইন্সপেক্টর। তাই সরকারি কর্মকর্তা হওয়ার কারণে তাকে গ্রেপ্তারের পর ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে বিস্ফোরক মামলার এজাহারনামীয় আসামিকে গ্রেপ্তার করে ছেড়ে দেয়ার বিষয়ে তিনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করেননি। এ বিষয়ে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ কমিশনার (মিডিয়া) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তারের বিষয়ে শুনেছি। কোতোয়ালি থানার ওসি বলেছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি নাকি সরকারি চাকরিজীবী। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই গ্রেপ্তারে সতর্কতা জরুরি। কিন্তু গ্রেপ্তার কিংবা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পরামর্শ নেওয়া উচিত ছিল। এসএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (উত্তর) শাহরিয়ার আলম বলেন, গ্রেপ্তার আসামি সরকারি চাকরি করার কারণে তাকে গ্রেপ্তারের পর ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি জানিয়েছেন ওসি। কিন্তু যদি কোনো ধরনের আর্থিক সুবিধা নিয়ে ছাড়া হয়ে থাকে, সে ব্যাপারে তদন্ত করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, গত ৩ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নগরের চৌহাট্টা পয়েন্টে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ও হত্যা চেষ্টা মামলা হয়। হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জের বাগাউড়া গ্রামের সফিক মিয়ার ছেলে রাজন মিয়া বাদী হয়ে এই মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার আসামি শাহীন আহমেদ।

জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব

স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি থাকে তবে তাদের সন্তানরা আগামী দিনে আমেরিকার নাগরিকত্ব পাবে। টাইমস অব ইন্ডিয়া বলছে, নতুন এই নীতির ফলে বিপাকে পড়বেন আমেরিকায় বসবাসকারী অভিবাসীরা। এর মধ্যে ভারতীয় অভিবাসী রয়েছেন কয়েক লাখ। ২০২২ সালের মার্কিন আদমশুমারি অনুযায়ী, আমেরিকায় বসবাসকারী ৪৮ লাখ ভারতীয়ের মধ্যে ১৬ লাখেরই জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। ট্রাম্পের নতুন নীতির মাপকাঠিতে, তাদের কেউই মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য নয়।

ঝিনাইদহের সাবেক এমপি তাহজীব

কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে গত ২৭ আগস্ট ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি মামলা হয়। নিহত আবদুস সালামের শ্বশুর সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক বাদী হয়ে মামলাটি করেন। এ মামলায় সাবেক এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকীসহ আওয়ামী লীগের ২৭০ জনকে আসামি করা হয়। এ ছাড়া একাধিক নাশকতার মামলার অন্যতম আসামি সাবেক এ এমপি। ঝিনাইদহ-২ আসন (সদর আংশিক ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা) থেকে তাহজীব আলম ২০১৪ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। পরে তিনি ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নৌকা প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, তাহজীব আলম সিদ্দিকীর বাবা নূরে আলম সিদ্দিকী বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি ও ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ছিলেন।

তফসিল ঘোষণা হলেই ইশতেহার

সদস্য এ কে এম আলী মহসীন, কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর আব্দুল গফুর, কেন্দ্রীয় সূরা সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হুসাইন, কুমারখালী উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আফজাল হুসাইন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

১৭ লাখ টাকা লুটের মামলায় বিদেশি

কলাবাগান স্কুলের চতুর্থ তলার অফিসে ঢুকে অস্ত্রের মুখে কর্মীদের জিম্মি করে ১৭ লাখ টাকা লুট করা হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী বাদী হয়ে আদাবর থানায় দাউদ খানের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন। এ মামলায় দাউদ খানকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তার দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

নকলে সয়লাব প্রসাধনীর বাজার

অধিদপ্তরের সদ্য সাবেক ডিজি বলেন, বাংলাদেশে এমন কোনো কসমেটিকস পণ্য নেই যা নকল হয় না। অপরদিকে বিদেশ থেকে চোরাই পথে দেশে বিপুল পরিমাণ মানহীন প্রসাধনী প্রবেশ করছে। অবৈধভাবে কিংবা লাগেজে যে পণ্যগুলো আসছে, সেগুলোর কোথাও আমদানিকারকের কোনো তথ্য থাকে না, থাকে না বিএসটিআই লোগো। এছাড়া দেশি-বিদেশি বিখ্যাত সব ব্র্যান্ডের প্রসাধনীর পরিত্যক্ত কৌটাতে নকল প্রসাধনী ঢুকিয়েও বিক্রি করা হচ্ছে। আবার বিদেশ থেকে নকল মোড়ক এনেও তৈরি করা হচ্ছে কসমেটিকস পণ্য। দেশি-বিদেশি কসমেটিকসের কোনটি আসল আর কোনটি নকল, তা নিশ্চিত করা কঠিন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী দেশের নকল কসমেটিকসের বিষয়ে বলেন, যে পণ্যগুলো কাস্টমসের মাধ্যমে দেশে আসে সেগুলো ছাড়া বিদেশ থেকে আসা বেশির ভাগ পণ্যই ভেজাল, মেয়াদোত্তীর্ণ। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে হাটে-মাঠে-ঘাটে, বাস-ট্রেনে হকাররা বিভিন্ন নকল পণ্য বিক্রি করে। ব্র্যান্ডের কোনো পণ্যের নামের বানানে একটু এদিক-সেদিক করে হুবহু নকল করা হয়। ব্যবহার করার পর খালি কৌটা সংগ্রহ করে তাতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ভেজাল পণ্য। দেশে কী পরিমাণ কসমেটিকস পণ্য নকল ও ভেজাল হয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, দেশে ব্যবহৃত হওয়া কসমেটিকস পণ্যের আনুমানিক ৪০ শতাংশ নকল, মান-হীন কিংবা মেয়াদোত্তীর্ণ হয়। এসব পণ্য ব্যবহারের ফলে নানা ধরনের ত্বকের সমস্যায় পড়তে হয়। প্রসাধনীর বাজার নিয়ে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের (বিটিটিসি) একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, দেশে কসমেটিকস খাতের প্রায় ৩৪ হাজার কোটি টাকার বাজার রয়েছে। প্রসাধনী আমদানিকারক সমিতির তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার প্রসাধনী আমদানি করে। এ হিসাব বিবেচনা করলে বৈধপথে আমদানি করা ও দেশীয় কিছু উৎপাদন ছাড়া প্রসাধনীর বাজার পুরোটাই কালোবাজারিদের দখলে। অ্যাসোসিয়েশন অব স্কিন কেয়ার অ্যান্ড বিউটি প্রোডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স বাংলাদেশের শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতা এ বিষয়ে বলেন, বাংলাদেশে বিদেশ থেকে আসা বেশির ভাগ কসমেটিকস পণ্যই চোরাইপথে আসে এবং এগুলো নিম্নমানের। চোরাইপথে পণ্য আসার ফলে দেশীয় উৎপাদনকারীরা টিকতে পারছে না। আমদানিকারকরা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম ভ্যালু দেখাচ্ছে। দেশে কসমেটিকস পণ্যের এত বড় বাজারে মাত্র পৌনে ৩০০ কোটি টাকার রাজস্ব আসে। অথচ এটা হাজার হাজার কোটি টাকা হওয়া উচিত। এখানেই বড় একটা কারসাজি রয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের নজরদারি বাড়াতে হবে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কসমেটিকস পণ্যের মোড়কে আমদানিকারকের তথ্য, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য, উপাদান, পরিমাণ, ব্যবহারবিধি, উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ থাকে না। প্রাইস গান মেশিনের সাহায্যে খুচরা বিক্রেতারা বিক্রয়মূল্য লিখে দেন। পণ্যের মোড়কে আমদানিকারকের লেখা মূল্য কেটে বেশি লিখে রাখা হয়। বিদেশি পণ্য নকল করে দেশেই তৈরি হয় বিদেশি ব্র্যান্ডের পণ্য। এসব পণ্যের ক্ষেত্রে কোনো মানদণ্ড বজায় রাখা হয় না। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) নিষিদ্ধ ও অনুমোদনহীন পণ্যও বিক্রি হচ্ছে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) ২০১৮ সালের আইনে আছে, স্থানীয় ব্যবহার, রফতানি বা আমদানি, যাই হোক না কেন, পণ্যসামগ্রী, মালামাল, উৎপাদিত পণ্য এবং খাদ্যসামগ্রীসহ অন্যান্য দ্রব্যের গুণগতমান প্রত্যয়ন করা বিএসটিআইয়ের অন্যতম কাজ। অতি সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) উপ-পরিচালক মোরশেদা বেগম বলেন, আমরা চেষ্টা করছি পণ্যের মান নিশ্চিতের পর যেন বাজারজাত হয়। নতুন পণ্যের বাজারজাতকরণের আগে পণ্য, মোড়কসহ সব বিষয়ের মান নিয়ে কাজ করছি। আমরা রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মান নিশ্চিতকরণে জোর দিচ্ছি। সামগ্রিক উৎপাদনের ৩০ শতাংশ পণ্য বিএসটিআই মান সনদের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। তার বক্তব্য অনুযায়ী এখনও দেশের ৭০ শতাংশ পণ্য মান নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) উইংয়ের পরিচালক বলেন, যে কসমেটিকস পণ্যগুলো বৈধ্যপথে বিদেশ থেকে দেশে আসে, সেগুলো বিএসটিআইয়ের পরীক্ষা ছাড়া দেশে ঢোকার সুযোগ নেই। তবে যেগুলো লাগেজে, অবৈধ ও চোরাই পথে আসে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। তিনি আরও বলেন, নকলের বিরুদ্ধে আমরা অভিযান পরিচালনা করছি, যারা ভেজাল বা নকল পণ্য তৈরি করে তাদের ধরছি। বিভিন্ন নামি-দামি কোম্পানির পণ্য বেশি নকল হয়। প্যাকেট বা লেভেল নকল করে সেগুলোও আমরা ধরছি। যখনি আমরা কোনো তথ্য পাই, অ্যাকশানে যাই। নকল পণ্য ব্যবহারের ফলে ভোক্তাদের ত্বকের ক্ষতি প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য এবং চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ শিকদার বলেন, আমাদের কাছে মুখের ত্বকে দাগ পড়া, কিংবা কালো হয়ে যাওয়া যে রোগী আসে হরমোনাল সমস্যা ছাড়া, তার ৬০ শতাংশের বেশিই বিভিন্ন রকম প্রসাধনী, আর্টিফিশিয়াল উপাদান ব্যবহারের কারণে হয়। এছাড়া খাওয়া-দাওয়া এবং রোদে যাবার কারণেও মুখে দাগ পড়তে পারে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নকল ও মানহীন পণ্য ব্যবহার করে একদিকে ভোক্তারা যেমন স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েছেন তেমনি ব্যবসায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অন্যদিকে অবৈধ পথে কসমেটিকস পণ্য দেশে আসার কারণে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই দেশের নকল পণ্য এবং বিদেশ থেকে চোরাই পথে আসা পণ্যের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে ভোক্তা, বৈধ পণ্য উৎপাদনকারী ও দেশের জন্যও মঙ্গল হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারে ২১ প্রস্তাবনা

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল।সংবাদ সম্মেলনে দুই মাসের মধ্যে বেদখলে থাকা হল উদ্ধার করা কিংবা ভবন ভাড়া নিয়ে আবাসন ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়। এছাড়া সংগঠনটির পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের তালিকা আগামী ১০ দিনের মধ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রস্তুত করে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানানো হয়। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত সকলের তালিকা ১০ দিনের মধ্যে প্রকাশ করে তাদের নিয়োগ বাতিল এবং চাকরি থেকে অব্যাহতি এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। দ্রুততম সময়ে ক্যাফেটেরিয়ার কাজ শেষ করা এবং ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে ফুড কোর্ট স্থাপন, ক্যাম্পাস ও ছাত্রী হলের ইন্টারনেট স্পিড বৃদ্ধি, সমবায় ব্যাংকের সঙ্গে সমন্বয় করে আধুনিক টিএসসি নির্মাণ এবং ক্যাম্পাসে ব্রান্ডিংয়ে রায় সাহেব বাজার, বাংলাবাজার ও পাটুয়াটুলিতে তিনটি গেট স্থাপনের দাবি জানানো হয়। ছাত্রদলের পক্ষ থেকে জানানো অন্য দাবিগুলো হলো- ই-লাইব্রেরির আধুনিকায়ন ও একাডেমিক ওয়েবসাইট নির্মাণ, ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া কোলাবরেশন, ছাত্র সংগঠনগুলোর সহাবস্থান ও শিক্ষার্থী কাউন্সিল গঠন, গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি ও রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগের দাবি জানানো হয়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু বরাদ্দ বৃদ্ধি, গণঅভ্যুত্থানে নিহত, আহত ও গুম হওয়া শিক্ষার্থীদের স্মৃতি রক্ষায় স্মৃতিফলক নির্মাণ, প্রধান ফটকের ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা, দূরত্ব ও মেধার ভিত্তিতে ছাত্রী হলের সিট বরাদ্দ, মেডিকেল সেন্টারের উন্নয়ন, মশা নিধন ও ক্যাম্পাসে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতে ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সহায়তার নিশ্চয়তা প্রদানের দাবি জানানো হয়। এসময় সংবাদ সম্মেলনে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান হিমেল, সহ-সভাপতি ইব্রাহিম কবির মিঠুসহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স

ক্ষেত্রে ভূমির খাজনা রশিদ প্রয়োজন হতে পারে। এ ছাড়া রাজউকের ক্ষেত্রে রাজউক অফিসের নামজারিপত্র লাগবে। হোল্ডিং ট্যাক্সের হিসেব যেভাবে শহরে বাসাবাড়ির প্রতি বর্গফুটের জন্য ৬.৫০ টাকা হারে কর প্রদান করতে হয়। কর্পোরেশনের মূল্যায়নের অঙ্কের ওপর ১২ শতাংশ হারে বার্ষিক কর ধার্য করা হয়। এর মধ্যে ৭ শতাংশ হোল্ডিং কর, ২ শতাংশ পরিচ্ছন্নতা কর এবং ৩ শতাংশ বাতি বা লাইটের কর। শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে হোল্ডিং ট্যাক্স সাধারণত ফুট আকারে হিসেব করা হয়। সাধারণত প্রতি বর্গফুটের জন্য ৬.৫০ টাকা হারে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদান করতে হয়। ঢাকা শহরে কারও ৫০০ বর্গফুটের বাড়ি থাকলে তার (৫০০ৗ ৬.৫০)= ৩২৫০ টাকা মাসিক কর আসে। এখানে সরকারকে ১০ মাসের হিসেবে এক বছরের ট্যাক্স দেওয়া হয়। তাহলে সেই ব্যক্তিকে (৩২৫০ৗ ১০)= ৩২৫০০ টাকা কর প্রদান করতে হবে। সাধারণত পুরো বছরে তিন মাস পরপর মোট চারবারে এই ট্যাক্স দেওয়া হয় বলে প্রতি তিন মাসে তাকে (৩২৫০০/৪)= ৮১২৫ টাকা সরকারকে দিতে হয়। তবে, যদি কেউ নিজ ফ্ল্যাটে শুধুই বসবাসরত থাকেন, সেখানে ভাড়া বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় একেবারেই না থাকে তবে হিসেব করা ট্যাক্স থেকে প্রায় ৪০ শতাংশ কমে যায়।

হোল্ডিং ট্যাক্স দেওয়ার পদ্ধতি ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বর্তমানে অনলাইন ও অফলাইন, দুই মাধ্যমেই হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদান করা যায়। ঘরে বসেই মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে খুব সহজে এই ট্যাক্স দেওয়া যায়। এ ছাড়া ব্যাংকে গিয়েও হোল্ডিং ট্যাক্স দেওয়া যায়। অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করতে হলে প্রথমে এলাকা অনুযায়ী ঢাকা উত্তর অথবা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে হবে। প্রবেশের পর গ্রাহকের জন্য একটি নিবন্ধন ফরম থাকবে। গ্রাহকের মোবাইল নম্বর, ই-মেইলসহ প্রয়োজনীয় সব তথ্য দিয়ে ফরম পূরণ করতে হবে। এই কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর হোল্ডিং নম্বর সম্পর্কিত আরেকটি ফরম আসবে। সেখানে হোল্ডিংয়ের যাবতীয় তথ্য যুক্ত করার পরে জানা যাবে হোল্ডিং ট্যাক্সে বকেয়া কত আছে। বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে চাইলে পরিশোধ অপশনে গিয়ে গ্রাহক তার ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের তথ্য যুক্ত করতে পারবেন। এরপরই মোবাইলে মেসেজ চলে আসবে কার্ড থেকে তার কত টাকা হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ কাটা হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও নির্ধারিত ফি পরিশোধ করা যাবে। হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদান না করলে যে শাস্তি অধিকাংশ সিটি কর্পোরেশন ব্যাংকের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেছে। এ ছাড়া অনলাইনেও দেওয়া যায় হোল্ডিং ট্যাক্স। হোল্ডিং ট্যাক্স বিল পাওয়ার পর করদাতা সহজভাবে ব্যাংকিং পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় অর্থ স্থানান্তর করতে পারেন। ব্যাংকগুলো সিটি কর্পোরেশনসমূহকে প্রত্যেক করদাতার পরিশোধিত বিল নিয়মিত হালনাগাদ করে থাকে। যদি অর্থবছরের মধ্যে প্রদেয় হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ না করা হয় তাহলে সিটি কর্পোরেশন বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্সের ওপর ১৫ শতাংশ সারচার্জ ধার্য করে। সিটি কর্পোরেশন (করারোপণ) বিধিমালা, ১৯৮৬ এ সারচার্জের বর্ণিত শতকরা হার ৫ শতাংশ, কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৯০ সনের ১৯ সেপ্টেম্বর গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সারচার্জের হার পরিবর্তন করে ১৫ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে। নির্ধারিত অর্থবছরের মধ্যে যদি বছরের নির্ধারিত হোল্ডিং ট্যাক্স পূর্ণ বা আংশিক অপরিশোধিত থাকে তবে তাকে বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের সময় সারচার্জ হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতে হবে, যার পরিমাণ বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্সের ১৫ শতাংশ। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ না করা হয় তাহলে উক্ত করদাতাকে খেলাপিদের তালিকাভুক্ত করা হয়, যা সিটি কর্পোরেশনের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হয়। তখন সিটি কর্পোরেশন উক্ত খেলাপির নিকট একটি নোটিশ প্রেরণ করে এবং ৩০ দিন পরে হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের জন্য মৌখিক নোটিশ জানানো হয়। এর পরেও যদি খেলাপি কর পরিশোধে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তখন সিটি কর্পোরেশন উক্ত খেলাপির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন বকেয়া কর (অর্থাৎ নির্ধারিত তারিখের পর অপরিশোধিত বকেয়া) আদায়ের জন্য উক্ত খেলাপির মালিকানাধীন অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা বিক্রয় করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। হোল্ডিং ট্যাক্স থেকে দুই সিটি কর্পোরেশনের আয় ঢাকার দুই সিটির কর্পোরেশনের আয়ের সিংহভাগ আসে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের মাধ্যমে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মুখপাত্র মকবুল হোসাইন জানান, ডিএনসিসি গত অর্থবছরে (২০২৩-২৪) ১০৭৮ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে। গত অর্থবছরে গৃহকর খাতে সর্বোচ্চ ৫১৭ কোটি ৮৫ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। এ ছাড়া ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ৭৪ কোটি ৯৬ লাখ, সম্পত্তি হস্তান্তর কর বাবদ ২৮০ কোটি, সড়ক খনন ফি বাবদ ১০৪ কোটি ৭৯ লাখ, গরুর হাটের ইজারা বাবদ ৩২ কোটি ৭৭ লাখ, বিজ্ঞাপন ফি বাবদ ১০ কোটি ৫৯ লাখ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৯-২০, ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায় ছিল যথাক্রমে ৬১২ কোটি, ৬৯২ কোটি, ৭৯৪ কোটি ও ১০৫৮ কোটি টাকা। সেই তুলনায় গত অর্থবছরে রাজস্ব আদায় বেড়েছে। আগে হোল্ডিং ট্যাক্সের ডাটাবেজে মাত্র চারজনের ই-মেইল আইডি ও ফোন নম্বর ছিল। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে লোক নিয়োগ করে এক লাখ ২৫ হাজার হোল্ডিং ট্যাক্সধারীর ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। এদিকে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সদ্য বিদায়ী মুখপাত্র আবু নাছের জানান, দক্ষিণ সিটি ২০১৯-২০ অর্থবছরে কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায় ছিল মাত্র ৫১৩.৯৬ কোটি টাকা, যা ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে যথাক্রমে ৭০৩.৩১ কোটি, ৮৭৯.৬৫ কোটি ও ১০৩১.৯৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত যে রাজস্ব আদায় হয়েছে তা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৫৪ কোটি টাকা বেশি। তিনি বলেন, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত হস্তান্তরিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহকর (হোল্ডিং ট্যাক্স) বাবদ ৪০৩ কোটি ১৮ লাখ, বাজার সালামি খাতে ১৪৮ কোটি ৪০ লাখ, বাণিজ্য অনুমতি (ট্রেড লাইসেন্স) ফি বাবদ ৭৭ কোটি ২৭ লাখ, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর হতে ১৩২ কোটি ২৬ লাখ টাকা আয় করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন। আবু নাছের বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে মোট রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ১৩৯৯ কোটি ১৮ লাখ টাকা। সেখানে অন্যান্য আয় ধরা হয়েছে ১০৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। সরকারি থোক ও বিশেষ বরাদ্দ ৭০ কোটি এবং মোট সরকারি ও বৈদেশিক উৎস থেকে আয় ধরা হয়েছে ৪৩৬৩ কোটি টাকা। হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানকারীদের ভোগান্তি, সিটি কর্পোরেশনের ব্যাখ্যা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার শান্তিনগরের বাসিন্দা এবং একটি পাঁচতলা বাড়ির মালিক হাফিজুর রহমান বলেন, আগে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদান করা ছিল একটি ভোগান্তির বিষয়। তবে, বর্তমানে অনলাইনে এ সার্ভিসটার মাধ্যমে ব্যাংক, মোবাইল ব্যাংকিং, কার্ডের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করা যায়। যার মাধ্যমে খুব উপকার হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় সার্ভার জটিলতায় পেমেন্ট ক্লিয়ারেন্স না পাওয়ার মতো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এটি ঠিক করা গেলে অনলাইন হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদান একটি সহজ বিষয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা সাজ্জাদ হোসেন একটি ফ্ল্যাটের মালিক। তিনি আগের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান অভিজ্ঞতার তুলনা করে বলেন, আগে খুব ভোগান্তি হতো। ব্যাংক ড্রাফটের পর সেই কাগজ নিয়ে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক অফিসে যেতে হতো। সেখানে সিরিয়াল ধরে কাগজপত্র জমা দিয়ে ক্লিয়ারেন্স নেওয়াটা অনেক সময়সাপেক্ষ এবং ভোগান্তির বিষয় ছিল। পরবর্তীতে অনলাইনে কার্যক্রমটি চালু হওয়ার পর হোল্ডিং ট্যাক্সদাতাদের খুব সুবিধা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, পরবর্তীতে আমি পুরো প্রক্রিয়াটি অনলাইনে করার জন্য কাগজপত্র জমা দিয়েছি। এরপর থেকে অনলাইনে পেমেন্ট দিচ্ছি। কিন্তু পরিশোধের আপডেট আমি অনলাইনে দেখতে পাচ্ছিলাম না। এই সমস্যা ছাড়া অনলাইনের সার্বিক প্রক্রিয়া খুবই ভালো। এ বিষয় নিয়ে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান বলেন, অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স জমা দেওয়ার পরে অনেকেই পরিশোধ করার মেসেজটি দেখতে পাচ্ছিলেন না। অনলাইনে ঢুকে প্রোফাইলে হোল্ডিং ট্যাক্স ডিউ দেখাচ্ছিল। অনেকের কাছে এই অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছি। এখন আর এই সমস্যা নেই। যে কেউ তার প্রোফাইলে ঢুকলে অনলাইন হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের তথ্য দেখতে পাবেন। সবমিলিয়ে অনলাইনে ভোগান্তিহীন হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করে গ্রাহকেরা বর্তমানে খুবই সন্তুষ্ট।

মানিকগঞ্জে পিকআপ-মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : মানিকগঞ্জে পিকআপ-মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছে একজন। গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টায় জেলার সিংগাইর উপজেলার তালেবপুর ইউনিয়নের ইরতা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উপজেলার ইতরা গ্রামের নুর হোসেনের ছেলে মো. বাঁধন (১৮) এবং সদর উপজেলার গড়পাড়া ইউনিয়নের মৃত পাংকু মিয়ার ছেলে রাতুল হোসেন (২৫)। গুরুতর আহত হয়েছে ইতরা গ্রামের রকেট মিয়ার ছেলে লাদেন হোসেন (১৭)। সিংগাইর থানার ওসি জাহিদুল ইসলাম জাহাঙ্গীর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী আলামিন খান জানান, মোটরসাইকেল এবং পিকআপ দুটি অতিরিক্ত গতিতে আসছিল। মোটরসাইকেলে চালকসহ তিনজন ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় ঘটনাস্থলেই মারা যান চালক বাঁধন। এসময় পিকআপ চালক পালিয়ে যান। পরে গাড়িটি আটক করেন গ্রামবাসী। ওসি জাহিদুল ইসলাম বলেন, বাকি দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাতুলকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত আরেকজন চিকিৎসাধীন। তার অবস্থা সংকটাপন্ন।

মুন্সিগঞ্জে বড় ভাইকে কুপিয়ে হত্যা করলেন ছোট ভাই

স্টাফ রিপোর্টার : নিজের বড় ভাইকে কুপিয়ে হত্যা করলেন আপন ছোট ভাই। গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদীখানে বালুচর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীরা জানান, ভাবির সঙ্গে পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটান ছোট ভাই হারুন মিয়া (৩৫)। তাকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করেছে এলাকাবাসী। স্থানীয়রা জানান, বড় ভাই মো. হাসান মিয়া ১১ বছর ধরে কুয়েত প্রবাসী। এই সুযোগে তার ছোট ভাই হারুন বড় ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। ঘটনাটি এলাকায় জানাজানি হলে বড় ভাই খবর পেয়ে ছুটিতে দেশে আসেন। এ ঘটনায় তাদের বাড়িতে গতকাল শুক্রবার সালিশ বসার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই সকালে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হাসানকে হত্যা করেন ছোট ভাই হারুন। পরে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ধরে ফেলেন এলাকাবাসী। বালুচর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. ফারুক হোসেন বলেন, ভাবির সঙ্গে ঘাতক হারুনের পরকীয়া প্রেম ছিল। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় একাধিকবার সালিস হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে প্রকাশ্যে বড় ভাইকে হত্যা করেন ছোট ভাই। সিরাজদীখান থানার ওসি খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, ঘাতক আটক আছেন। প্রেমঘটিত বিষয়ের কথা শুনছি। তবে বিস্তারিত পরে জানাতে পারবো।

কক্সবাজারে পর্যটকদের জিম্মি ও ছিনতাইয়ের প্রস্তুতি, গ্রেপ্তার ৬

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজার হোটেল-মোটেল জোনের সুগন্ধা পয়েন্ট এলাকায় অভিযান চালিয়ে ছিনতাইকারী চক্রের ছয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গতকাল শুক্রবার ভোরের দিকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে জব্দ করা হয় দেশীয় অস্ত্র। গ্রেপ্তাররা পর্যটকদের টার্গেট করে ছিনতাইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে জানান র‍্যাব-১৫ কক্সবাজারের মিডিয়া কর্মকর্তা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. কামরুজ্জামান। গ্রেপ্তাররা হলেন- মো. আইয়ুব (৩৪), তোফাজ্জল হোসেন নয়ন (২৪), শফিউল করিম (২৮), হৃদয় নিশান ওরফে মানিক (২০), মাহমুদ ইমাম শরীফ (১৮) ও রিয়াজ উদ্দিন (১৮)। র‍্যাব-১৫ এর মিডিয়া কর্মকর্তা কামরুজ্জামান বলেন, পর্যটন মৌসুম চলায় সারা দেশের ভ্রমণ পিপাসুরা কক্সবাজার আসছেন। এ সুযোগে সুগন্ধা পয়েন্টের ঝাউবনে একটি ছিনতাইকারী চক্র পর্যটকদের টার্গেট করে ছিনতাই ও জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায়সহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করছে বলে তথ্য পায় র‍্যাব। এই তথ্যের ভিত্তিতে, র‍্যাবের একটি দল সুগন্ধা পয়েন্টের ঝাউবন এলাকায় অভিযান চালায়। র‍্যাবের উপস্থিতি বুঝতে পেরে পালানোর চেষ্টাকালে চক্রের ছয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পর্যটকদের টার্গেট করে সুযোগ বুঝে তাদের কাছ থেকে মোবাইল, টাকা এবং অন্যান্য দামি জিনিসপত্র ছিনতাই করে নিতো বলে জানান গ্রেপ্তাররা। এছাড়া বিভিন্ন সময় পর্যটকদের আটকে রেখে পরিবারের কাছে মুক্তিপণ আদায় করতো। কক্সবাজার সদর মডেল থানায় লিখিত এজাহারসহ গ্রেপ্তারদের সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানান র‍্যাবের মিডিয়া কর্মকর্তা।

চাঁদপুরে ডাকাতিয়া নদীর ভাঙন, আতংকে সহস্রাধিক পরিবার, মানববন্ধন

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর সদর উপজেলার বাগাদী ইউনিয়নে ডাকাতিয়া নদীর ভাঙনে সম্প্রতি ২০টি বসতঘর বিলীন হয়েগেছে। বর্ষা মৌসুম শেষে নদীর পানি কমে যাওয়ায় এখন নতুন করে ভাঙন হুমকিতে রয়েছে সহস্রাধিক পরিবার। গতকাল শুক্রবার দুপুরে ভাঙনরোধে দ্রুত প্রদক্ষেপ নিতে অর্ন্তবর্তীসরকারের কাছে আহবান জানিয়ে মানববন্ধন করেছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও এলাকাবাসী। মানববন্ধনে এলাকার বহু নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়রা জানান, বিগত এক যুগেরও অধিক সময় ধরে ডাকাতিয়া নদীর ভাঙনে বাগাদী ইউনিয়নের ইসলামপুর গাছতলার ৪নম্বর ওয়ার্ডের জমাদার বাড়ি, খান বাড়ি ও গাজী বাড়িসহ প্রায় দেড় শতাধিক ঘরবাড়ি নদীগর্বে বিলীন হয়েগেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য বিলকিস ও তাসলিমা বেগম বলেন, গত এক সপ্তাহে আমাদের গ্রামের ২০ পরিবার বসতঘর ও স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হয়েগেছে। বর্তমানে মসজিদ, মাদরাসা, বসতবাড়ি, কবরস্থান ও প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সহস্রাধিক পরিবার ভাঙন হুমকিতে রয়েছে। একই এলাকার সৈয়দ খান ও জাকির হোসেন বলেন, ইতোমধ্যে ভাঙন সমস্যার কথা জানিয়ে চাঁদপুর জেলা প্রশাসক ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট একাধিকবার স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে ভাঙন তীব্র হলে স্থানীয় সাবেক মন্ত্রী-এমপিসহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা একাধিকবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। কিন্তু ভাঙন প্রতিরোধে কোন ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসেননি। চাঁদপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জহুরুল ইসলাম এই বিষয়ে বলেন, আমরা ডাকাতিয়া নদীর ভাঙন এলাকাগুলো পরিদর্শনে গিয়েছি। নদীর তীরে ভাঙন এলাকায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে ভাঙনরোধে কাজ করা হবে।

চাটখিল পরিত্যক্ত দেশীয় এলজি উদ্ধার

বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : চাটখিল থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ০১ (এক) টি দেশীয় তৈরি এলজি উদ্ধার করা হয়। চাটখিল থানার অফিসার ইনচার্জ, মোহাম্মদ ফিরোজ উদ্দীন চৌধুরীর তত্বাবধানে , ও এসআই(নিরস্ত্র)/ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে এসআই (নিরস্ত্র) টুটন মজুমদার সঙ্গীয় ফোর্স সহ চাটখিল থানার ০১ নং শাহ-াপুর ইউনিয়নের শিবরামপুর গ্রামের সোমপাড়া টু শাহাপুর বাজার পাঁকা রাস্তার পূর্ব পাশে খালের পাড়ে আবুল কালাম এর মাছের প্রজেক্টে ০১ টি দেশীয় তৈরি এলজি, যার বাট সহ লম্বা ১৫(পনের) ইঞ্চি পরিত্যক্ত অবস্থায় পায়। উদ্ধার করে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দতালিকায় লিপিবদ্ধ করেন। এ বিষয়ে নোয়াখালীর পুলিশ সুপার মো: আব্দুল্লাহ আল ফারুক জানান, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করতে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রাখবে।

গফরগাঁওয়ে কান্দিপাড়া স্কুলে বিএনপির সমাবেশ ও শোভাযাত্রা

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ঐতিহাসিক সিপাহি বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে বিএনপির উদ্যোগে পাগলা থানাধীন কান্দিপাড়ায় সমাবেশ ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার দক্ষিণাঞ্চলের শতবর্ষী বিদ্যাপিঠ কান্দিপাড়া আস্কর আলী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে দীর্ঘ একযুগ পর বিএনপির এই বিশাল সমাবেশ ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

সম্পাদকীয়

হজের খরচ যৌক্তিক হতে হবে

ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিধান হজের মাধ্যমে মানুষ আত্মশুদ্ধি অর্জন করে। মানুষের মনের দুষ্টু প্রবৃত্তি অবদমিত হয়। জীবনাচরণে পরিমিতিবোধ আসে। সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে অবস্থিত মুসলমানদের কিবলা কাবাঘরকে কেন্দ্র করেই হজের বিধানাবলি প্রবর্তিত হয়। হজের মৌসুমে পবিত্র মক্কা নগরীতে যাওয়া-আসা এবং ওই সময়ে পরিবারের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম হলে এবং দৈহিক সক্ষমতা থাকলে জীবনে একবার হজ করা ফরজ। পার্থিব জীবন সুন্দর করার ক্ষেত্রে হজের ভূমিকা অনন্য। হজের মাধ্যমে মানুষ আত্মশুদ্ধি অর্জন করে। হজ পালনের সময় মানুষের মধ্যে দূরত্ব ব্যবধান কমে। যথানিয়মে ধর্মকর্ম পালনে নাগরিকদের সহায়তা করা রাষ্ট্রের দায়িত্বের অংশ। কিন্তু বর্তমানে খরচ অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় হজ করার সামর্থ্য হারিয়েছেন অনেকে। করোনাভাইরাস মহামারি শেষে সারা বিশ্বে বিমান ভাড়া লাফ দেওয়ার পাশাপাশি সৌদি সরকারের খরচ বৃদ্ধি, খাদ্য ও আনুষঙ্গিক অনেক কিছুর দাম বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ থেকে হজের খরচও দেয় লাফ। খরচ এতটাই বেড়ে গেছে যে, বাংলাদেশ থেকে যত যাত্রীর হজ করার অনুমতি আছে, গত দুই বছর সেই পরিমাণ যাত্রী যায়নি। নিবন্ধন করেও না যাওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে অর্থের চাপের কথাই জানিয়েছেন অনেকে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ প্যাকেজ ধরা হয় ছয় লাখ ৮৩ হাজার টাকা। বেসরকারি প্যাকেজে খরচের সর্বনিম্ন খরচ ছিল ছয় লাখ ৭২ হাজার টাকা। এ নিয়ে তুমুল আলোচনার মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার ২০২৪ সালে খরচ অনেকটাই কমিয়ে আনে। এক লাখ চার হাজার টাকা কমিয়ে সরকারি প্যাকেজে সর্বনিম্ন মূল্য পাঁচ লাখ ৭৯ হাজার টাকা এবং বেসরকারি প্যাকেজে সর্বনিম্ন পাঁচ লাখ ৯০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। গত ৫ আগস্ট তীব্র গণ আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর যে অন্তর্বর্তী সরকার শপথ নেয়, তারা খরচ আরও কমানোর কথা বলে। গত ২৯ আগস্ট উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা সৈয়দ রিজওয়ানা হাসান সাংবাদিকদেরকে বলেন, “হজের মত পবিত্র কাজেও একটি সিন্ডিকেট দেখতে পাই। তারা কারসাজি করে হজের প্যাকেজ মূল্য বাড়িয়ে তোলে। হজের যে খরচ, সেটি যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে আনা যায় সেজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করেছে। কত হতে পারে কত কমানো যেতে পারে সেই আলোচনা হয়েছে। হজের মতো একটি পবিত্র কাজেও থাকে সিন্ডিকেটের যোগসাজশ। এ সংঘবদ্ধ চক্রের দৌরাত্ম্যে হজযাত্রীদের অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়। হজের মতো একটি আবশ্যকীয় পবিত্র ইবাদতকে বাড়তি আয়ের উৎস বানিয়ে ফেলা এবং মুসলমানদের জন্য হজ পালনকে কঠিন করে তোলা কোনোভাবেই ঠিক নয়। তাই সরকারকে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

এক লাখ চার হাজার টাকা কমিয়ে সরকারি প্যাকেজে সর্বনিম্ন মূল্য পাঁচ লাখ ৭৯ হাজার টাকা এবং বেসরকারি প্যাকেজে সর্বনিম্ন পাঁচ লাখ ৯০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। গত ৫ আগস্ট তীব্র গণ আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর যে অন্তর্বর্তী সরকার শপথ নেয়, তারা খরচ আরও কমানোর কথা বলে। গত ২৯ আগস্ট উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা সৈয়দ রিজওয়ানা হাসান সাংবাদিকদেরকে বলেন, “হজের মত পবিত্র কাজেও একটি সিন্ডিকেট দেখতে পাই

দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করেছে সোনা চোরাচালান

কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না স্বর্ণ চোরাচালান। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে বাংলাদেশে আসছে বিপুল পরিমাণ সোনা, যা সীমান্তের ৩০ জেলা দিয়ে পাচার হচ্ছে ভারতে। আন্তর্জাতিক স্বর্ণ চোরাকারবারি চক্রগুলো দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই বাংলাদেশকে তাদের চোরাচালানের ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছে। এটা খুবই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি এবং এ পরিস্থিতির অবসান হওয়া জরুরি। কেননা, অর্থনীতি ধ্বংস করছে সোনা চোরাচালান। এজন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সর্বোচ্চ নজরদারি প্রয়োজন। যদিও আইনে ১২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ২০ (বিশ) লাখ টাকা জরিমানা করার বিধান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, অপরাধীর মূল হোতা আড়ালে থেকে যায় এবং ধরা পড়ে চুনো-পুঁটিরা। কিন্তু সেক্ষেত্রেও আইনের বেড়াজালে জামিনে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে চুনো-পুঁটির দল। ফলে চোরাচালান চলছে তাদের নিজস্ব গতিতেই। দেশে অবৈধ সোনা আসে আকাশপথ, সমুদ্রপথ ও স্থলপথে। সেই সোনা সাত জেলার সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাচার হচ্ছে ভারতে। সোনা চোরাচালান বন্ধে এর আগে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজুসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরে একাধিক পত্র দেওয়া হলেও বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে সোনা ও হীরা চোরাচালান, দেশি-বিদেশি চোরাকারবারি সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য ও অর্থপাচার এবং চোরাচালান বন্ধে আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর নীরবতায় হুমকিতে পড়েছে জুয়েলারি শিল্প। হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর দিয়ে প্রচুর সোনার বার, সোনার অলংকার ও হীরা খচিত অলংকার দেশে প্রবেশ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে বিমানে কর্মরত কর্মীরাও সম্পৃক্ত থাকার বেশ কয়েকটি ঘটনায় প্রমাণ পাওয়া যায়। এ অবস্থায় সারাদেশে সোনা ও হীরা চোরাচালান, দেশি-বিদেশি চোরাকারবারি সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য ও অর্থপাচার এবং চোরাচালান বন্ধে সকল আইন- প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জোরালো অভিযান চালাতে হবে। নিরাপদে দেশে আসছে চোরাচালানের বিপুল পরিমাণ সোনা ও হীরার চালান। আবার একইভাবে পাচার হচ্ছে। এটাই প্রতিষ্ঠিত সত্য। দেশে অবৈধভাবে আসা সোনা ও হীরার সিকি ভাগও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের নজরে আসছে না। এই পরিস্থিতি উত্তরণে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নিয়মিত কড়া নজরদারি প্রয়োজন। এ ছাড়া সোনার বাজারের অস্থিরতার নেপথ্যে জড়িত চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে কাস্টমসসহ দেশের সকল আইন- প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের জোরালো অভিযান ও শাস্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আবার একইভাবে পাচার হচ্ছে। এটাই প্রতিষ্ঠিত সত্য। দেশে অবৈধভাবে আসা সোনা ও হীরার সিকি ভাগও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের নজরে আসছে না। এই পরিস্থিতি উত্তরণে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নিয়মিত কড়া নজরদারি প্রয়োজন। এ ছাড়া সোনার বাজারের অস্থিরতার নেপথ্যে জড়িত চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে কাস্টমসসহ দেশের সকল আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের জোরালো অভিযান ও শাস্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন

অন্যায়ের ঋণ ও ন্যায়ের দায়!

রাজু আহমেদ

অতীতে শত অন্যায় প্রতিবাদবিহীন সয়ে গেছেন। আবার কখনো কখনো অন্যায় কাজ ও সিদ্ধান্তে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। কারণ সেসবের অনেকগুলো আপনাকে সরাসরি সুবিধা দিয়েছে আর বাকিগুলোর ব্যাপারে প্রতিবাদ করেননি- কারণ কিছু বললে যদি প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা হারান। মনে করে দেখুন, সেইসব অন্যায় নতুন মোড়কে যখন ফিরে এসেছে তখন তীব্র প্রতিবাদ করছেন কিংবা প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন। কেননা এবার এর সুফলভোগী অন্যরা। আপনি নিজেকে বঞ্চিত ভাবতে শুরু করেছেন। একই অন্যায়- অথচ আপনার স্বার্থ এবং ক্ষতি বিবেচনায় এবার ভিন্নভাবে দেখছেন। আলাদা আলাদা করে ব্যাখ্যা করছেন। তখন ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। এখন অপব্যবহারের বলি হচ্ছেন। মুক্তি কি মিলেছে? বরং চুপ থাকাই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ সময় অন্যায় মেনে নিয়ে চুপ থেকে এবার যদি মুখ খোলেন তবে সেটাও আপনার জন্য কাল হবে। কী বিপদ!- না? নিরপেক্ষভাবে যদি অন্যায়কে অন্যায় হিসেবে ঠাহর করতেন তবে অনুকূল সময়ে আপনি গা ভাসিয়ে দিতেন না এবং প্রতিকূল সময়েও ভেসে যেতেন না। ন্যায় সর্বদাই টিকে থাকে। সে স্রোতের বিপরীতে সাঁতরানো সাহস রাখে। আপনার যা লাভ এবং যা ক্ষতি সেসবের দায়ভার আপনার। তখন চুপ থাকা এবং এখন প্রতিবাদ করা- এই দ্বিচারিতা আপনার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। তখন অন্যায়ের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ না করার কারণে এখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও দালাল হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছেন। আলোকে ভালো বলা এবং কালোকে অন্ধকার হিসেবে ঠাহর করলে আজ এই দুর্দিন দেখতে হতো না। আপনার সুদিনে অন্যায় কবুল করে নিয়েছিলেন বলে আজকের দুর্দিন ঘন মেঘ হয়ে ধেয়ে আসছে। গোটা জীবন বিপন্নতায় ডুবেছে। এই জীবন নিয়ে এখন আফসোস হচ্ছে। সত্যকে বরণ করার জন্য যদি কিছু ত্যাগ করতেন, প্রত্যেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধ্যমতো প্রতিবাদ করতেন তবে আজ পালিয়ে বেড়াতে হতো না। চেয়ার চলে যেতো না। আজ যারা অন্যায় করছে এটা কি কেবল অতীতের খেসারত হিসেবে বৈধতা পাবে? মোটেও না। প্রত্যেক অন্যায়ের দায় ভবিষ্যতে চুকাতে হবে। যা কিছু ভালো তা আবর্তিত হয়েই ভালো আলোর ফোয়ারা ছোটায়। যা কিছু খারাপ তা চক্রাকারে মন্দের প্রত্যেকে অংশীদারকে তার হিস্যা বেশ ভালোভাবেই বোঝায়। জবাবদিহিবিহীন কোন অপরাধ থেকে মুক্তি মিলবে না। এপারে কিংবা ওপারে- জবাব দিতেই হবে। মানুষের আদালতে পক্ষপাত থাকতে পারে কিন্তু প্রভুর বিচারালয় সত্যের মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত। অন্যায়ের প্রতিবাদের মাত্রার ওপর ইমান নির্ভরশীল। যদি স্বার্থের অনুকূল পরিস্থিতির জন্য অন্যায়কে কেউ চাদর হিসেবে বরণ করে তবে তার ক্ষমতার দাপট চিরদিন থাকবে না। কারো অধিকার হরণ করার, কাউকে অসম্মান করার এবং কারো সম্পদ লুটে নেওয়ার দায় তাকে জীবদ্দশাতেই পূরণ করতে হবে। তখন সম্পদের ক্ষতিপূরণ শাস্তিতে বদলে যেতে পারে। বিবেক থাকার পরেও জেনেশুনে যারা অন্যায় করে এবং অন্যায় মেনে নেয় তাদেরকে প্রভূও বিনাশর্তে-বিনাদে- ক্ষমা করেন না। অন্যায়কারী যার হক কেড়েছে যতক্ষণে সেই হকদার হৃষ্টচিত্তে অপরাধীকে ক্ষমা না করবেন ততক্ষণে জুলুমবাজের ওপর মাওলাও সদয় হবেন না। আমরা দুনিয়াতে যা ভোগ করছি তা আমাদের কর্মের ফল। উত্তরাধিকারের অঙ্কে পূর্বসূরিদের সম্পদে মালিকানা স্থাপিত হলে তাদের কর্মের ফলও ভোগ করতে হবে। অন্যায়- তা যে স্তররেই হোক- প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া মুক্তি মিলবে না। প্রজন্মের পরে প্রজন্মের রক্ত এই অপরাধবোধ এবং অপরাধের শোধ বয়ে বেড়াতে হয়। কাজেই যদি ভেবে থাকেন,ও যে দুনিয়ায় আপনি নাই নে দুনিয়ার আর কোন মূল্য আপনার কাছে আছে- তবে ভুল করছেন। দুনিয়াতে প্রাণাধিক প্রিয় যে সন্তান এবং তার পরবর্তী বংশধর তাদের মধ্যেই আপনার অন্যায়ের রেশ প্রবাহিত হবে এবং ক্ষতিপূরণ তাদেরকেই চুকাতে হবে। আজ সজ্ঞানে যে অন্যায় করে যাচ্ছেন সেই অন্যায় প্রতিশোধবিহীন যাবে না। তবে ক্ষতিপূরণ দিতে সর্বাধিক যৌক্তিক ব্যক্তি হিসেবে যার অন্যায় তাকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। অসম্মানের চেয়ে বড় কোন দণ্ড নাই- যদি কারো মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ থাকে। সামান্য লোভে, ক্ষমতার দম্ভে অন্যায়ের সাথে দোস্তি করা ঠিক নয়। যারা একবার অসততায় মিশে যায় তাদের জীবনের বিরুদ্ধে সততা শত্রুতা শুরু করে। স্বার্থের দ্বন্দ্বে অন্যায়ের সাথে সন্ধি করলে সে মানুষের সম্পদ বাড়তে পারে কিন্তু সম্মান বাড়ে না। মানুষ তাকে সাময়িক সময়ের জন্য ভয় করতে পারে কিন্তু অন্তর থেকে শ্রদ্ধা আসে না বরং ঘৃণা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্ষণ হতে থাকে। যাকে একবার অন্যায় তার আয়ত্তে পেয়েছে তাকে ধ্বংস না করে ছাড়েনি। সাময়িক সুবিধার জন্য অন্যায়ের সাথে আপোষ করলে, কারো বিরুদ্ধে জুলুম করলে কিংবা কাউকে আঘাত করলে দীর্ঘসময়ের জন্য সেই পাপ/অপরাধের শাস্তি হিসেবে সবকিছু হারাতে হয়। এইসবের নজির নির্দিষ্ট সময়ের অন্তর অন্তর সমাজ ও জাতির সামনে হাজির হয়েছে। এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তারপরেও আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি না। সাবধান হওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। সময়ের স্রোতে অপরাধীকে ছাড় দেয় কিন্তু ছেড়ে দেয় না। সবকিছুর নির্ভুল হিসাব রাখার জন্য একজন আছেন।

লেখক: রাজু আহমেদ, কলাম লেখক

সুযোগ-সুবিধায় অবহেলিত গারো সম্প্রদায়

দেবযানী কুর্চি কাঁকন

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর একটি বড় অংশ হল গারো। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এদের অবস্থান। তবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গারো সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট, ধোবাউরা, নেত্রকোণা, শেরপুর, জামালপুর এবং টাঙ্গাইল জেলায়। গারোদের আদি বাসভূমি বর্তমান চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হলেও পরবর্তীতে তারা দেশত্যাগ করে তিব্বতে বসবাস শুরু করেন। এরপর তাদের মূল আবাসস্থল হয়ে উঠে ভারত এবং বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল। প্রায় চার থেকে সাড়ে চার হাজার বছর আগে গারো পাহাড়ে তাদের দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস শুরু হয়। গারো সম্প্রদায়ের সমাজ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এরা মাতৃতান্ত্রিক। তাদের খাদ্যভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং জীবনযাত্রার চিত্র ভিন্ন হলেও বর্তমানে তারা অনেকাংশে বাঙালিদের মত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। গারোদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মের নাম সাংসারেক। কিন্তু বর্তমানে এই গারো সম্প্রদায় মূলত ক্যাথলিক খ্রিস্টীয় ধর্মে বিশ্বাসী এবং তাদের জীবনধারা এই বিশ্বাসের উপর প্রভাবিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গারো সম্প্রদায়ের জন্য মিশনারী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। মিশনারী শিক্ষা, যা মূলত শিক্ষা ও ধর্মের মিশ্রণ। এই স্কুলগুলোর মাধ্যমে তারা আধুনিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষার শিক্ষাও পেয়ে থাকে ; যা তাদের সংস্কৃতিকে আরও সুসংহত করে। যদিও এর পেছনে ভিন্ন একটি কারণও রয়েছে। গারো সন্তানদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য মিশনারী স্কুল ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেই সুযোগ ছিল না। বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য কোনো ধর্মীয় শিক্ষক/শিক্ষিকা নেই। গারো সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় শিক্ষকের অভাব একটি গুরুতর সমস্যা। ময়মনসিংহ হালুয়াঘাটের চরবাংগালিয়া, ধোবাউড়া, গাবরাখালি ও টেংরামারি এলাকায় গারো

জনগোষ্ঠীর মাঝে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়, কিছু বছর আগেও এই জনগোষ্ঠী সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের সন্তানদের পড়তে পাঠালেও, বর্তমানে তারা এসব প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক সুবিধা বাদ দিয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে মিশনারী স্কুলে ভর্তি করছে। যার প্রধান কারণ ধর্মীয় শিক্ষকের অভাব। আর যারা এখনো পড়াশোনা করছে তাদের অভিযোগ যে, নিয়মিত ক্লাস তো নেওয়াই হয় না বরং পরীক্ষার খাতাও দেখা হয় অবহেলার সাথে। গারো জনগোষ্ঠী যখন তাদের সন্তানদের সরকারি স্কুলে পাঠায়, সেখানে অন্য প্রধান দুটি ধর্ম - ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের চর্চা থাকলেও খ্রিষ্ট ধর্ম পাঠদানের জন্য কোন ব্যবস্থা এবং শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়না। ফলশ্রুতিতে সেসকল শিক্ষার্থীরা নিজেদের বঞ্চিত অনুভব করে ও ধর্মের প্রতি বিমুখতা সৃষ্টি হয়। যার প্রেক্ষিতে তাদের পাঠানো হয় মিশনারী স্কুল-কলেজ গুলোতে। একটি মিশনারী স্কুল সেন্ট মেরিজ পরিদর্শনে জানা যায়, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান থেকেও ছোট ছোট বাচ্চাদের ময়মনসিংহে নিয়ে আসা হয় ধর্মীয় পাঠদানের জন্য। এসকল বাচ্চাদের বয়স মাত্র ৫-৬ বছর, মায়ের আদর যে বয়সে তাদের একান্তই কাম্য সে বয়সে তাদের ঘর ছেড়ে প্রায় ৩৭০ কি.মি পথ পাড়ি দিয়ে এই স্কুলে ভর্তি হতে হয়, যার প্রধান উদ্দেশ্য ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে সন্তান মানুষ করা। এই ছোট্ট ছোট্ট মানবশিশুরা বছরে মাত্র দুইবার বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পায়। এই সুযোগ ও বঞ্চনার মূল কারণ সরকারের সুদৃষ্টির অভাব। এই চিত্রে তারা যে শুধু ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ সুবিধা হারাচ্ছে তা নয়, এরা একের পর এক সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চনার শিখার হচ্ছে। সেই সাথে ভবিষ্যৎ হচ্ছে বাধাগ্রস্থ। তাই গারো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শিক্ষাগত মান উন্নয়নের জন্য সরকারের একাগ্রতা কাম্য।

দেবযানী কুর্চি কাঁকন, এইচএসসির ২৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী, বিজ্ঞান বিভাগ, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা।

বৈরী বিশ্বে অহিংস নীতি

ড. আলা উদ্দিন

মানব ইতিহাসে প্রাচীনকাল থেকেই অহিংসা অর্থাৎ সহিংসতা পরিহারের নীতি সর্বদা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বহু পুরনো ধর্ম ও সংস্কৃতিতে অহিংসাকে পরম ধর্ম বা উচ্চতর আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আধুনিক সময়ে মহাত্মা গান্ধী এই নীতির প্রচার ও প্রসার করেছেন, যা তাকে একটি অনন্য অবস্থানে পৌঁছে দেয়। গান্ধীজির জীবন ও কর্মে অহিংসা এতটাই মূর্ত হয়েছিল যে, এটি শুধু তাঁর মতবাদ বা রাজনৈতিক কৌশল ছিল না, বরং এটি তার অস্তিত্বেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। বর্তমান সময়ে যখন পৃথিবীজুড়ে সহিংসতা, হিংসা ও প্রতিশোধের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন গান্ধীর অহিংস নীতি পুনর্বিবেচনা করা ও অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করতেন সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল থেকে যেকোনো ধরনের পরিবর্তন বা সমাধান অর্জন করা সম্ভব, যেখানে সহিংসতার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর এই বিশ্বাসের মূল ভিত্তি ছিল ‘অহিংসা পরম ধর্ম’ বা চূড়ান্ত ধর্মের ধারণা। যার মানে হলো ন্যায় ও নৈতিকতার পথে থেকে এমন কাজ করা যাতে কারও প্রতি সহিংসতার অবকাশ না থাকে। অহিংসা কেবলমাত্র শারীরিক সহিংসতা থেকে বিরত থাকা নয়, এটি মানসিক ও মৌখিক হিংসার বিরুদ্ধেও এক শক্তিশালী অবস্থান। গান্ধীজির মতে, প্রকৃত ধর্ম হলো এমন এক নৈতিকতা অনুসরণ করা যা সকল জীবের প্রতি সমানভাবে সদয় ও সহানুভূতিশীল থাকে। গান্ধী অহিংসার মাধ্যমে নিজেদের চাওয়া-পাওয়া পূরণের জন্য ক্ষমা ও সহমর্মিতার চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অহিংসার এই আদর্শ মানুষকে তার নিজের ক্রোধ, অহংকার ও প্রতিহিংসার অনুভূতি দমন করতে শেখায়, যা তাকে আরও শান্তিপূর্ণ ও শক্তিশালী করে তোলে। গান্ধীজির এই নীতি ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে শুরু করে জাতীয় আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অহিংসার মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে স্থায়ী সমাধানের জন্য তার এই আহ্বান এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে, যা মানবজাতিকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। অহিংসা নীতির কার্যকারিতা ও প্রাসঙ্গিকতা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে, যা বিশ্বকে দেখিয়েছে যে, শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অস্ত্রের চেয়ে শান্তিপূর্ণ পন্থা অধিক কার্যকরী হতে পারে। তিনি প্রমাণ করেছেন, জনসাধারণের ঐক্য, সহমর্মিতা ও সংহতির শক্তিতে সহিংসতা ছাড়াই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব। অহিংসা একটি নৈতিক পন্থা হিসেবে মানুষের সম্মান ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার সুযোগ দেয়, যা সমাজে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। বর্তমান বিশ্ব নানা সংকট যেমন ধর্মীয় ও জাতিগত বিভাজন, রাজনৈতিক বিরোধ, বর্ণবৈষম্য, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সম্মুখীন। এই প্রেক্ষাপটে গান্ধীজির অহিংস নীতি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। অহিংসা অনুসরণের মাধ্যমে প্রতিশোধের পরিবর্তে সংলাপ, বোঝাপড়া ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে সমাধান খুঁজে বের করার পথ প্রশস্ত হয়। অহিংসার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ নির্মাণে এই নীতি মানুষকে তাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়, যাতে শত্রুতা ও বিভাজন কমে আসে। এভাবে অহিংসা নীতির চর্চা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে দীর্ঘস্থায়ী সমাধান এনে দিতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির গুরুত্ব আধুনিক বিশ্বে আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। অস্থির সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অহিংসার এই নীতি কেবল সমস্যার সমাধানের উপায়ই নয়, বরং তা একটি টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশসহ অনেক দেশে রাজনৈতিক বিরোধ এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে সহিংসতা বেড়ে চলেছে। এই ধরনের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে অহিংস আন্দোলন একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ হতে পারে। ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা আমেরিকায় সিভিল রাইটস মুভমেন্টের মতো অহিংস আন্দোলনগুলো রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়েছে। গণতন্ত্রে জনগণের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে অহিংস পদ্ধতিতে এই পরিবর্তন আনা সম্ভব, যা সহিংসতার কুফল এড়িয়ে দেয়। বর্তমান বিশ্বে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গান্ধীর অহিংস নীতি সব ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সহনশীলতার ওপর জোর দেয়। এই নীতি সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে, যা ধর্মীয় বিরোধ মেটাতে কার্যকর। অহিংস নীতি ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পারিবারিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে সহিংস আচরণের পরিবর্তে সংলাপ ও সহানুভূতির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, যা সম্পর্ককে দৃঢ় করে তোলে এবং মানসিক শান্তি বজায় রাখে। আধুনিক বিশ্বে অনেক দেশ আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব এবং আন্তর্জাতিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে অহিংস নীতি অনুসরণের মাধ্যমে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব তৈরি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, জলবায়ু পরিবর্তন বা বিশ্ব শান্তির মতো সংকটগুলোর সমাধানে অহিংসা ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সমাধান খোঁজা সম্ভব, যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ প্রশস্ত করবে।

মহাত্মা গান্ধীর এই নীতি বিশ্বব্যাপী শান্তি, মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী প্রভাব ফেলেছে। অহিংসা মানুষের মধ্যে একতা ও শান্তির বোধ জাগিয়ে তোলে এবং সব ধরনের বিভেদ দূর করে সমাজে একটি মানবিক ও সমতার ভিত্তি গড়ে তোলে।
অহিংসা মানবিক মূল্যবোধের মূলে অবস্থান করে, যা সমাজে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। এটি সহিংস প্রতিরোধের বিপরীতে মানুষের মধ্যে একটি নৈতিক দায়িত্ববোধ তৈরি করে, যা কেবল সামাজিক শান্তি নয়, আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনেও অবদান রাখে। অহিংসা শুধু শারীরিক সহিংসতার বিরোধিতা করে না, এটি মানসিক ও মৌখিক হিংসারও প্রতিরোধ করে। এতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সহানুভূতির পরিবেশ তৈরি হয়, যা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতার ভিত্তি দৃঢ় করে। গান্ধীর অহিংসা নীতি শক্তির একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেয়, যা প্রতিশোধের পরিবর্তে সংলাপ ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে প্রতিরোধের পথ খুঁজে পায়। এটি সামগ্রিক সংঘাতময় পরিস্থিতিতে নৈতিক ও মানবিক সমাধানের বিকল্প পথে পরিচালিত করে, যা আমাদের সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য অপরিহার্য। অহিংসা কেবল একটি আদর্শ নয়, এটি শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রেও কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারে। বৈশ্বিক সংকটের ক্ষেত্রে গবেষণা ও আলোচনার মাধ্যমে এই নীতির প্রয়োগ দীর্ঘমেয়াদি শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে, যা মানুষকে অহিংসার শক্তি ও মর্ম উপলব্ধি করায়। এভাবে, অহিংসা কেবল একটি নিরাময়কারী নীতি নয়, এটি সমাজ ও বিশ্বের উন্নয়নে কার্যকর একটি শক্তি, যা মানবিকতা, সহানুভূতি ও শান্তি স্থাপনে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। আজকের সহিংস ও সংঘাতময় বিশ্বে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতি বাংলাদেশের মতো সমাজের জন্য এক আলোকবর্তিকার মতো কাজ করতে পারে। বর্তমান সময়ের সমাজে যখন নৈতিক অবক্ষয় ও বৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছে, তখন অহিংসার পরম ধর্মের পথেই সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বর্তমান বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র ও সমাজের উচিত মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করে সহমর্মিতা, সংহতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যাওয়া। অহিংসা সত্যিকারের পরম ধর্ম, যা শুধু সমস্যার সমাধানই এনে দেয় না, বরং এটি আমাদের মনুষ্যত্বের আসল অর্থের দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়

অহিংস নীতি তাই বর্তমান সময়ে শুধু একটি নৈতিক আদর্শ নয়; এটি ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি। আধুনিক বিশ্বে, যেখানে প্রযুক্তি ও বিশ্বায়ন একে অপরকে সংযুক্ত করেছে, সহিংসতার ক্ষতিকর প্রভাব আরও তীব্র ও বিস্তৃত আকার ধারণ করছে। ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে যে কোনো সহিংস ঘটনার খবর মুহূর্তে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, যা সমাজের প্রতিটি স্তরে অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে। এই পরিস্থিতিতে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

গান্ধীর ‘লবণ সত্যাগ্রহ’ (১৯৩০), যা ডান্ডি মার্চ ও ডান্ডি সত্যাগ্রহ নামেও পরিচিত, ছিল ঔপনিবেশিক ভারতে অহিংস নাগরিক অবাধ্যতার একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ। এই অহিংস আন্দোলন প্রমাণ করেছে যে সহিংস প্রতিশোধের চেয়ে অহিংস প্রতিরোধ শক্তিশালী ও কার্যকর হতে পারে। অহিংসার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য বোঝাপড়া, সংলাপ ও মানবিকতার প্রয়োজন, যা কেবলমাত্র শক্তিশালী এবং পরিপক্ব মনোভাব থেকে আসতে পারে। অহিংসা কেবল শারীরিক সহিংসতা থেকে বিরত থাকার উপায় নয়, বরং এটি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সংলাপের মাধ্যমে মানুষে মানুষে বিভাজন দূর করে সম্পর্ক দৃঢ় করার এক শক্তিশালী পদ্ধতি। আধুনিক সমাজে জাতি, ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক বিরোধসহ বিভিন্ন সংকট অহিংস পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। আজকের বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে অহিংসা তাই কেবল নৈতিক আদর্শ নয়, এটি সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকর নীতি, যা সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে নিয়ে যেতে পারে।

অহিংসা শুধু একটি নীতি নয়, এটি আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং বৈশ্বিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার একটি শক্তিশালী উপায়। মহাত্মা গান্ধীর এই নীতি বিশ্বব্যাপী শান্তি, মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী প্রভাব ফেলেছে। অহিংসা মানুষের মধ্যে একতা ও শান্তির বোধ জাগিয়ে তোলে এবং সব ধরনের বিভেদ দূর করে সমাজে একটি মানবিক ও সমতার ভিত্তি গড়ে তোলে।

অহিংসা মানবিক মূল্যবোধের মূলে অবস্থান করে, যা সমাজে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। এটি সহিংস প্রতিরোধের বিপরীতে মানুষের মধ্যে একটি নৈতিক দায়িত্ববোধ তৈরি করে, যা কেবল সামাজিক শান্তি নয়, আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনেও অবদান রাখে। অহিংসা শুধু শারীরিক সহিংসতার বিরোধিতা করে না, এটি মানসিক ও মৌখিক হিংসারও প্রতিরোধ করে। এতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সহানুভূতির পরিবেশ তৈরি হয়, যা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতার ভিত্তি দৃঢ় করে। গান্ধীর অহিংসা নীতি শক্তির একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেয়, যা প্রতিশোধের পরিবর্তে সংলাপ ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে প্রতিরোধের পথ খুঁজে পায়। এটি সামগ্রিক সংঘাতময় পরিস্থিতিতে নৈতিক ও মানবিক সমাধানের বিকল্প পথে পরিচালিত করে, যা আমাদের সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য অপরিহার্য। অহিংসা কেবল একটি আদর্শ নয়, এটি শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রেও কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারে। বৈশ্বিক সংকটের ক্ষেত্রে গবেষণা ও আলোচনার মাধ্যমে এই নীতির প্রয়োগ দীর্ঘমেয়াদি শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে, যা মানুষকে অহিংসার শক্তি ও মর্ম উপলব্ধি করায়। এভাবে, অহিংসা কেবল একটি নিরাময়কারী নীতি নয়, এটি সমাজ ও বিশ্বের উন্নয়নে কার্যকর একটি শক্তি, যা মানবিকতা, সহানুভূতি ও শান্তি স্থাপনে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। আজকের সহিংস ও সংঘাতময় বিশ্বে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতি বাংলাদেশের মতো সমাজের জন্য এক আলোকবর্তিকার মতো কাজ করতে পারে। বর্তমান সময়ের সমাজে যখন নৈতিক অবক্ষয় ও বৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছে, তখন অহিংসার পরম ধর্মের পথেই সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

বর্তমান বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র ও সমাজের উচিত মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করে সহমর্মিতা, সংহতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যাওয়া। অহিংসা সত্যিকারের পরম ধর্ম, যা শুধু সমস্যার সমাধানই এনে দেয় না, বরং এটি আমাদের মনুষ্যত্বের আসল অর্থের দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়। সমাজে সহমর্মিতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য অহিংসাই একমাত্র পথ।

লেখক : অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

স্পেনের রাজাকে লক্ষ্য করে কাদা ছুড়ল বিক্ষুব্ধ বন্যাদুর্গতরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : স্পেনের প্রলয়ঙ্কারী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে জনরোষের শিকার হয়েছেন দেশটির রাজা, রানি এবং প্রধানমন্ত্রী। বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভ্যালেন্সিয়া অঞ্চল পরিদর্শনের সময় তাদের অপদস্থ করেন স্থানীয় লোকজন। এ সময় তাদের লক্ষ্য করে কাদাও ছুড়ে মারা হয়। খবর এএফপির। স্পেনে প্রবল বৃষ্টিপাতে গত মঙ্গলবার আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। এই বন্যার কারণে মারা যায় ২১৭ জনেরও বেশি লোক। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভ্যালেন্সিয়া অঞ্চল। সেখানকার পাইপোরতা এলাকায় মারা যায় ৭০ জন লোক। এই দুর্গত এলাকাটিতেই রোববার (৩ নভেম্বর) আসেন রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ, রানি লেটিজিয়া এবং প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। পাইপোরতায় একটি সঙ্কট কেন্দ্রে যান রাজা ও রানি। এ সময় সেখানে থাকা বিক্ষুব্ধ লোকজন তাদের 'খুনি' বলে চিৎকার করতে থাকে। নিরাপত্তাকর্মীরা তাদের দ্রুত সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া চেষ্টার সময় কাদাও ছুড়ে

মারা হয়। রাজা ও রানির মুখে ও কাপড়ে কাদা লেগে যায় এ সময়। এরপর নিরাপত্তাকর্মীরা ছাতা খুলে তাদের আড়াল করেন। পরে রাজা ফিলিপ বলেন, স্পেনকে এই রাগ ও হতাশার বিষয়টিকে বুঝতে হবে। এখানে বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শহরের পর শহর, আর লোকজন বাধ্য হয়ে কাদার মধ্যে নিজেদের গাড়ি ছেড়ে এসেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে রাজা ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে আশা প্রদানের আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ ও ভ্যালেন্সিয়ার আঞ্চলিক সরকার প্রধান কার্লোস মাজোনকে ঘিরেই জনগণের ক্ষোভ ছিল বেশি। পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে কার্লোস মাজোন বলেন, 'এই সামাজিক ক্ষোভের বিষয়টি আমি বুঝি আর আমি এটা গ্রহণ করতেই এখানে এসেছি। এটা আমার রাজনৈতিক ও আদর্শগত বাধ্যবাধকতা।' এ সময় প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজের গাড়ির পেছনের জানালা ভেঙে দেয় বিক্ষুব্ধ লোকজন।

ভারতের উত্তরাখণ্ডে যাত্রীবাহী বাস গিরিসঙ্কটে পড়ে নিহত অন্তত ৩৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের উত্তরাখণ্ডের আলমোড়া জেলায় একটি যাত্রীবাহী বাস গিরিসঙ্কটে পড়ে অন্তত ৩৬ জন নিহত ও আরও অনেকে আহত হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সোমবার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটি পাউরি গাড়োয়াল জেলার নৈনি ধান্দা থেকে নৈতিতাল জেলার রামনগর যাচ্ছিল। পথে আলমোড়া মারচুলার কাছে ৪৫ আসনের বাসটি রাস্তা থেকে প্রায় ২০০ মিটার গভীর গিরিসঙ্কটে পড়ে যায়। এ ঘটনায় পাঁচজন নিখোঁজ রয়েছন আর আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। আলমোড়ার দুর্যোগ মোকাবেলা কর্মকর্তা বিনীত পাল টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেছেন, অন্তত ২০ জনের নিশ্চিত মৃত্যু হয়েছে। আহত বেশ কয়েকজনকে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাসের দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া অংশের মধ্যে আটকা পড়া যাত্রীদের উদ্ধারের চেষ্টা করছেন উদ্ধারকর্মীরা, স্থানীয় গ্রামবাসী তাদের সহযোগিতা করছেন। এ পরিস্থিতিতে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন। এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সকাল ৭টার দিকে পথের এক মোড়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে গীত জাগির নদীর খাড়া পাড় ধরে গড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এসডিআরএফ) কর্মীসহ জরুরি উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করেন।

ইন্দোনেশিয়ায় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ১০ জনের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলে মাউন্ট লেওটোবি লাকি-লাকি আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাতে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (৪ নভেম্বর) ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানিয়েছে, ফ্লোরেসের দূরবর্তী দ্বীপে একাধিক অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটে। রোববার মধ্যরাতের কাছাকাছি কিছু পরে মাউন্ট লেওটোবি লাকি লাকি পর্বতের অগ্ন্যুৎপাত ২ হাজার মিটার উচ্চতায় ঘন বাদামি ছাই উদগীরণ করে এবং গরম ছাই নিকটবর্তী একটি গ্রামে আঘাত হানে। এতে বেশ কয়েকটি ঘর ও ক্যাথলিক নানদের একটি মঠ বা আশ্রম পুড়ে যায়। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। এরই মধ্যে আশেপাশের বেশ কয়েকটি গ্রাম থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আগ্নেয়গিরি থেকে আগুনের মতো লাল লাভা, আগ্নেয়গিরির ছাই এবং জ্বলন্ত শিলা নির্গত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভলকানোলজি এবং ভূতাত্ত্বিক বিপদ মোকাবেলা কেন্দ্রের মুখপাত্র হাদি উইজায়া। অগ্ন্যুৎপাতের পর বিদ্যুৎ চলে যায় এবং তারপর বৃষ্টি ও বড় বড় বজ্রপাত শুরু হয়, যা স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে বলেও জানান তিনি।

দেশটির আগ্নেয়গিরি পর্যবেক্ষণ সংস্থা আগ্নেয়গিরির সতর্কতার স্তর সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেছে এবং অগ্ন্যুৎপাত আরও ঘন হওয়ায় সোমবার মধ্যরাতের পর নিরাপত্তা অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ৭ কিলোমিটার পর্যন্ত দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়েছে। স্থানীয় কর্মকর্তা জানান, অগ্ন্যুৎপাত সাতটি গ্রামে প্রভাব ফেলেছে এবং সোমবার বিকাল নাগাদ অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছে। মাউমেরে শহরে অবস্থিত বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের শেয়ার করা ছবিতে দেখা যায়, অগ্ন্যুৎপাতের কারণে আগ্নেয়গিরির ওপরের আকাশ লাল হয়ে গেছে, এবং কিছু কাঠের ঘর পুড়ে যাচ্ছে। মাস্ক পরিহিত বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার দৃশ্যও ছবিতে দেখা গেছে। স্থানীয় সরকার আগামী ৫৮ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। আগামী কয়েকদিনে আকস্মিক বন্যা এবং ঠান্ডা লাভার প্রবাহের বিষয়েও সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এবার কানাডার হিন্দু মন্দিরে হামলা ট্রুডোর তীব্র নিন্দা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক কানাডায় টরন্টোর কাছে এবার এক হিন্দু মন্দির ও সেখানে উপস্থিত ভক্তদের ওপর হামলা হয়েছে। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সোমবার মন্দিরে সহিংসতাকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে অভিহিত করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। ধর্ম পালনের

অধিকার 'স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে' রক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে। ব্র্যাম্পটনের ওই হিন্দু সভা মন্দিরে সংঘর্ষের পর ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনার জন্য কিছু নেতারা শিখ কর্মীদের দোষারোপ করেছেন। সংঘর্ষের ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, কিছু পুরুষ মন্দিরের গেট ভেঙে ভক্তদের ওপর হামলা চালায়। পিল আঞ্চলিক পুলিশের একজন মুখপাত্র সংবাদমাধ্যমকে জানান, এখনও কাউকে আটক করা হয়নি। পুলিশও এই সহিংসতার জন্য কারও ওপর দোষারোপ করা থেকে বিরত থেকেছে। কানাডার এমপি চন্দ্র আর্য বলেছেন, এই ঘটনা দেখায় যে কানাডায় সহিংস চরমপন্থা কতটা 'গভীর এবং নির্লজ্জ' হয়ে উঠেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ট্রুডোর লিবারেল পার্টির এই সদস্য লিখেছেন, চরমপন্থি উপাদানগুলো কানাডার রাজনৈতিক কাঠামো ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোতে প্রবেশ করেছে। তিনি আরও লিখেছেন, আমাদের সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জন্য,হিন্দু-কানাডিয়ানদের এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে হবে এবং রাজনীতিবিদদের জবাবদিহি করতে হবে। ব্র্যাম্পটনের মেয়র প্যাট্রিক ব্রাউন দোষীদের জন্য 'আইনের সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে শাস্তি' দাবি করেছেন।

কানাডার বিরোধী নেতা পিয়েরে পোলিয়েভ্রে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও এই বিশৃঙ্খলা শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। টরন্টোর এমপি কেভিন ভুয়ং দাবি করেন, 'কানাডা এখন উগ্রপন্থিদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে।' এক্সে দেওয়া পোস্টে তিনি লিখেছেন, আমাদের নেতারা হিন্দুদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আমাদের সবারই শান্তিতে উপাসনা করার অধিকার আছে। এই সহিংসতা এমন এক সময়ে ঘটেছে যখন ভারত ও কানাডার মধ্যে কূটনৈতিক টানাপড়েন চলছে।

ক্ষমতা দখলের পর প্রথম চীন সফরে যাচ্ছেন মিয়ানমার জান্তা প্রধান

আন্তর্জাতিকা ডেস্ক : মিয়ানমারের জান্তা সরকারের প্রধান মিন অং হ্লাইং আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগ দিতে এই সপ্তাহে চীন সফর করবেন। দেশটির রাষ্ট্রীয় মিডিয়া সোমবার এ খবর জানিয়েছে। ২০২১ সালের অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখলের পর থেকে প্রভাবশালী প্রতিবেশী দেশে মিয়ানমার শীর্ষ জেনারেলের প্রথম সফর এটি। জান্তা সরকারের প্রধান মিন অং হ্লাইং গ্রেটার মেকং সাবরিজিয়ন এবং আয়েওয়াদি-চাও ফ্রায়া-মেকং ইকোনমিক কো-অপারেশন স্ট্র্যাটেজি (এসিএমইসিএস) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। এ ছাড়া ৬ ও ৭ নভেম্বর কুনমিং-এ কম্বোডিয়া, লাওস এবং ভিয়েতনামের সঙ্গে একটি বৈঠক করবেন। জান্তা প্রধানকে উল্লেখ করে মায়ানমার টিভি চ্যানেল (এমআরটিভি) বলেছে, 'তিনি চীনের সঙ্গে বৈঠক ও আলোচনা করবেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন বৃদ্ধিতে কাজ করবেন।' মিয়ানমার অভ্যুত্থানের পর থেকে চীনের সঙ্গে মিয়ানমারের সীমান্তের এলাকাগুলো বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে। কারণ অভ্যুত্থান-পরবর্তী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করলে মিয়ানমার জান্তা বিদ্রোহীদের গণ-প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে।

ইসরাইলি সামরিক স্থাপনায় হামলার নির্দেশ খামেনির

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজা ও লেবাননে সংঘাতসহ নানা ইস্যুতে ইসরাইলের ওপর ক্ষুব্ধ ইরান। এরইমধ্যে দুই পক্ষের মধ্যে ঘটে গেছে হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনা। তবে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি এবার তার সামরিক কর্মকর্তাদের ইসরাইলের বিরুদ্ধে 'প্রতিশোধমূলক হামলার' প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।' তেহরান টাইমস'-এর এক প্রতিবেদনে এই কথা জানা গেছে। তেহরান টাইমস'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এএফপি গতকাল রোববার এ খবর জানিয়েছে। ইরানি কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে এই সংক্রান্ত এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম 'নিউইয়র্ক টাইমস'। তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইসরাইলি সংবাদ মাধ্যম 'টাইমস অব ইসরাইল' গত ৩১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠেয় মার্কিন নির্বাচনের আগে হামলা চালাবে না ইরান। তবে অন্যান্য গণমাধ্যম সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ইরান মার্কিন নির্বাচনের আগেই ইসরাইলে হামলা

চালাতে পারে। তেহরানের যুদ্ধ পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত তিন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে টাইমস বলেছে, ইসরাইলি হামলায় ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর সর্বোচ্চ নেতা খামেনি গত সোমবার তার সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলকে হামলার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরানের সামরিক কর্মকর্তারা ইসরাইলি সামরিক লক্ষ্য বস্তুর সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করছেন বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এরআগে গত ৩০ অক্টোবর বুধবার একটি উচ্চপদস্থ সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম 'সিএনএন' জানিয়েছে, ইরানের ওপর ইসরাইলের সাম্প্রতিক হামলার একটি 'সুনির্দিষ্ট' এবং 'বেদনাদায়ক' প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে। তা আগামীকালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই হতে পারে। ইরান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্র 'সিএনএন'কে বলেছেন, ইহুদিবাদী শাসকদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইরানের প্রতিক্রিয়া হবে 'সুনির্দিষ্ট' এবং 'বেদনাদায়ক'। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র জানিয়েছে, হামলার সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখ উল্লেখ করা হয়নি।'

বিনোদন

কিছু দিন পর মাটি দিয়ে বিস্কুট বানিয়ে খেতে হবে: অহনা

বিনোদন ডেস্ক : বিনোদন জগতের ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী অহনা রহমান। নিজের অভিনয়গুণে ভক্ত-অনুরাগীদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সরব থাকেন এ অভিনেত্রী। সার্বক্ষণিক নিজের ভালো লাগা-মন্দ লাগার বিষয়ে ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে শেয়ার করে থাকেন অহনা। অহনা রহমান ২০০৮ সালে তার অভিনয় জীবন শুরু করেন এবং দ্রুতই টেলিভিশন নাটক ও বিজ্ঞাপনে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তার অভিনীত নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ফ্যামিলি ক্রাইসিস, প্রিয়তমা আমার, মেঘের ছায়া, বৃষ্টি বিলাস ইত্যাদি। সম্প্রতি অহনা রহমান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়ে দেশের বাজারে পণ্যের দাম নিয়ে কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে পোস্টের কমেন্টবক্সে এক ভক্তের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের শাসনামলে পণ্যের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কথা না বলায় ক্ষমা চেয়েছেন এ অভিনেত্রী। পোস্টে অহনা লিখেছেন- অফার ভালো, কিন্তু সবসময় তো আর মাংস খেতে ভালো লাগবে না। খাবারের দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে করে কিছু দিন পর মাটি দিয়ে বিস্কুট বানিয়ে খেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তুমি ভালো রাখো। তার এ মন্তব্যে ফেরদৌস ওয়াহিদ নামে এক ভক্ত অহনাকে মেনশন করে লিখেছেন- প্লিজ সম্মান করি আপনাকে, সেই জায়গাটা নষ্ট না করার অনুরোধ করছি। গত বছর এই সময়ে ১২০০ টাকায় কাঁচামরিচ আর ২০০ টাকায় পেঁয়াজ কিনে খাওয়া জাঁতি আমরা। তখন আপনাদের অসুবিধা হয়নি, এখন কেন এত অসুবিধা হচ্ছে আমাদের? এরপর অহনা সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছেন- আপনি দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। তখনকার আহাজারি এতটা বোঝা যায়নি, যেটা এখনকারটায় শোনা যায়। আর আমি সত্যিই লজ্জিত, কারণ তখন আমার কথা না বলার জন্য। আমাকে সবাই মাফ করবেন।

জন্মদিনে ঘোষণা দিয়ে ধূমপান ছাড়লেন শাহরুখ

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। একসময় এই অভিনেতা সারাদিন শুধু ব্ল্যাক কফি আর কাবাব নিয়েই মেতে থাকতেন। সঙ্গে রাখতেন একের পর এক সিগারেট। এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখ জানিয়েছিলেন, তিনি নাকি দিনে ১০০টা সিগারেট খেতে পারেন। সেই শাহরুখই নিজের ৫৯তম জন্মদিনে দিলেন বড় ঘোষণা। ইন্ডিয়ান টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জন্মদিনে ভক্তদের সাক্ষী রেখে কিং খান জানিয়েছেন, 'তিনি আর ধূমপান করছেন না।' শাহরুখ বলেন, 'প্রথমে ভেবেছিলাম, ধূমপান ছেড়ে দিলে হয়তো শ্বাস নিতে কষ্ট হবে। কিন্তু তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, হঠাৎ করে এত বড় বদল আসায়, একটু অসুবিধা হচ্ছে। আশা করছি, সেই সমস্যাও তাড়াতাড়ি কেটে যাবে।' শাহরুখ খানের জন্মদিন মানেই প্রাসাদোপম মান্নাতের বাইরে জনজোয়ার। প্ল্যাকার্ড, ফুল, কেক হাতে আকাশে-বাতাসে শুধুই 'শাহরুখ্ শাহরুখ' গগনভেদী চিৎকার! বলিউড বাদশার ৫৯তম জন্মদিনেও দেখা মিলল সেই দৃশ্য। বান্দ্রার রাস্তায় জনতার ঢল। গত শুক্রবার মাঝরাত থেকেই 'পীঠস্থান' মান্নাতের বাইরে ভিড় জমাতে শুরু করেন শাহরুখ অনুরাগীরা। প্রতিবার ঈদ আর জন্মদিনে নিয়ম করে মান্নাতের ছাদে উঠে ভক্তদের দর্শন দেন কিং খান। গত তিন দশকের এই রেওয়াজে কোভিডকাল ছাড়া ছেদ পড়েনি! তবে এবারের জন্মদিনে প্রথা ভাঙলেন বাদশাহ। মান্নাতের ছাদে নয়, বরং ভক্তদের সঙ্গে একান্তে জন্মদিন পালন করলেন শাহরুখ। সেরকম কোনো আড়ম্বর নেই। সাদামাটা পোশাকেই পৌঁছে গেলেন মান্নাতের অনতিদূরে বান্দ্রার বালগন্ধর্ব রং মন্দিরে। তবে সাজপোশাক যেমনই হোক, বাদশা ম্যাজিক বলে কথা! তিনি মঞ্চে উঠতেই যেন দিনভর অপেক্ষারত ভক্তরা স্বস্তির নিশ্বাঃস ফেললো। শাহরুখের উপস্থিতিই তাদের কাছে টনিকের মতো কাজ করল। সেই অনুষ্ঠানে নাচতেও দেখা গেল নায়ককে। শাহরুখ খানের এক ফ্যানক্লাব এই আয়োজন করেছিল। তাদের নিরাশ করেননি কিং খান। তবে মান্নাতের সামনে দিনভর দাঁড়িয়ে থাকা ভক্তদের হৃদয় একেবারে খান-খান! কারণ সারাদিনের অপেক্ষার পরও শাহরুখের দর্শন পাননি তারা। কিং খানের ওই ফ্যানক্লাব থেকেই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ঝলক প্রকাশ করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানেই এক শাহরুখ ভক্ত চীন থেকে মুম্বাইতে এসেছেন তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। সেটাও ভিডিওতে উঠে এসেছে।

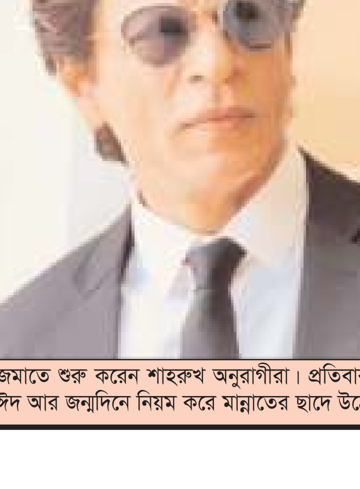

আবুল হায়াত জানালেন ক্যানসার যুদ্ধের কথা

বিনোদন ডেস্ক : মারণব্যাধি ক্যান্সারকে পরাজিত করতে বর্ষীয়ান অভিনেতা আবুল হায়াতকে যোদ্ধা হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন সহধর্মিনী শিরিন হায়াত, স্ত্রীকে নিয়ে এমনটাই ভাষ্য আবুল হায়াতের। তিনি বলেছেন, 'স্ত্রী তার সবচেয়ে বড় সহযোদ্ধা'। আবুল হায়াত আরও বলেন, 'আজকে আমি এই যে তিনটা বছর ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধ করছি, শুধু তার কারণে। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন, আই অ্যাম আ ফাইটার।' শিল্পকলা একাডেমিতে গত শনিবার আত্মজীবনী গ্রন্থ 'রবি পথ'র মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে, জীবনের এই ক্রান্তিকালের কথা যখন হায়াত বলছিলেন, তৈরি হয় আবেগঘন পরিবেশের। ৮০ বছর বয়সী হায়াতে ক্যান্সার আক্রান্ত হন তিন বছর আগে। ওই সময়ের কথা বর্ণনা করে তিনি বলেন, 'হাসপাতাল থেকে বাসা পর্যন্ত আর কথা বলতে পারি-নি। আমার তো মন মানে না। রাতে খাবার খেয়েছি কি খাইনি, জানি না। বিছানায় শুয়ে পড়েছি। অন্ধকারে একা কাঁদছি। হঠাৎ টের পেলাম, উনি পাশে এসে শুয়েছেন। আমি তখনো নিঃশব্দে কাঁদছি। হঠাৎ ওনার একটা হাত আমার গায়ে এসে পড়ল। আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।' 'রবি পথ-কর্মময় ৮০' শিরোনামের মোড়ক উন্মোচনের অনুষ্ঠানে হায়াত কথা বলার ফাঁকে মঞ্চে ডেকে নেন স্ত্রী শিরিন হায়াতকে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'চিকিৎসক বললেন, আমার ক্যানসার হয়েছে। তখন এই মহিলা (শিরিন হায়াত) সারাক্ষণ আমাকে বলতে লাগল, আরে কী হয়েছে! এটা কি কোনো ব্যাপার নাকি! আমরা আছি। চিকিৎসা করব। যেখানে যা যা লাগে, আমরা করব। তুমি ভালো হয়ে যাবে। আমার মেয়েরা খবর পেয়েছে। তারাও বিভিন্নভাবে আমাকে বুঝিয়েছে।' ক্যান্সারের সঙ্গে এই যুদ্ধে স্ত্রী শিরিন তাকে 'ফাইটার' হতে শিখিয়েছেন জানিয়ে অভিনেতা বলেন, 'সারাটা জীবন আমার সঙ্গে, আমার দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, আনন্দ, সবকিছুতে সে ছিল।' নিজের জীবনের নানা কথা আর ঘটনা নিয়ে 'রবি পথ' বইটি সাজিয়েছেন এই অভিনেতা।

দানবের পর মহাদানবের আবির্ভাব: চমক

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা এবং ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমিতে শো চলাকালানী সময়ে একটি নাটক বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনায় সরগরম সামাজিক মাধ্যম। হঠাৎ করে দুঃশ্চিন্তার ছায়া শোবিজ অঙ্গনে। এসব নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে চলছে নানা যুক্তিতর্ক। এমন পরিস্থিতিতে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে আলোচনায় এসেছেন অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। এরইমাঝে নিজের অনুভূতি জানিয়ে আলোচনায় উঠে এলেন আরেক অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমক। গত রোববার সকালে হতাশা প্রকাশ করে ফারিয়া লিখেছেন, 'অনেক বড় গলায় অনেক কথা বলসিলাম! বন্ধু-বান্ধবদের সাথে প্রচুর ঝগড়া করসিলাম, বলসিলো দেখিস! দেখতেসি! হতাশ হলেও বলা যাবে না হতাশ, এইটাই সবচেয়ে বড় হতাশা!' তবে একের পর এক নেতিবাচক মন্তব্যে শেষ পর্যন্ত স্ট্যাটাসে বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে এই অভিনেত্রী লিখেছেন, 'স্ট্যাটাসটা একটা প্রেম-ভালোবাসা বিষয়ক স্ট্যাটাস ছিল! বাকিটা মনে হচ্ছে ইতিহাস। ধন্যবাদ পেজের রিচ বাড়ানোর জন্য! যে যা ভেবে শান্তি পায়!' অন্যদিকে, অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমক তার ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, 'এক দানবের হাত থেকে বের হতে না হতেই, অন্য মহাদানবের আবির্ভাবের বিষয়টা, তারাই সবচেয়ে বেশি রিলেট করতে পারবে, যারা এক টক্সিক রিলেশন থেকে বের হয়ে আরো এক্সট্রিম টক্সিক রিলেশনে গিয়েছে। আল্লাহ রক্ষা করো। চমকের এই পোস্টেও নেটিজেনদের মন্তব্য অভিনেত্রীকে বেশ বিপাকে ফেলেছে। একের পর এক বিদ্রুপমুলক মন্তব্য ভেসে আসছে তার পোস্টে। একজন মন্তব্য করেছেন, 'লাল বিপ্লবীনি!! শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি অঙ্গনের জন্য আরও অনেক কিছু অপেক্ষা করছে, ধীরে ধীরে টের পাবে অঙ্গনের লোকজন।' অন্য একজন লিখেছেন, 'কেমন উপভোগ করছো নতুন লাল স্বাধীনতা?' কেউ কেউ লিখছেন। , 'স্বাধীনতার স্বাদ কেমন আপা।' এমন অসংখ্য মন্তব্য দেখা যাচ্ছে অভিনেত্রীর পোস্টে। এরপরেই আরেকটি পোস্টে অভিনেত্রী লিখেছেন, "আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে সবজির দাম কমানো কঠিন।" এদিকে, দুই অভিনেত্রীরই এমন স্ট্যাটাসে নেটিজেনরা সাম্প্রতিক বিভিন্ন ইস্যুর সঙ্গে মিলিয়ে নানারকম মন্তব্য করছেন। সঙ্গে সঙ্গেই ভাইরাল হয়ে গেছে তাদের পোস্ট। শবনম ফারিয়া পরবর্তীতে নিজের পোস্টের কমেন্ট বক্স অফ করে দেন।

শিল্পকলায় নাটকের প্রদর্শনী বন্ধে মুখ খুললেন বন্যা মির্জা

বিনোদন ডেস্ক : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় বিক্ষোভের মুখে পড়ে গত শনিবার বন্ধ হয়ে যায় দেশনাটক দলের প্রদর্শনী। এদিন নাট্যদলটির প্রদর্শনী চলার সময়ে দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে, নাটক বন্ধের নির্দেশ দেন একাডেমির মহাপরিচালক সৈয়দ জামিল আহমেদ। একাডেমির মহাপরিচালক বলেন, জাতীয় নাট্যশালায় গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন বেশ কিছু উত্তেজিত জনতা। তাদের দাবি, এই নাটক প্রদর্শনী বন্ধ করতে হবে। নাটক প্রদর্শনী বন্ধের পর ইস্যুটি নিয়ে নানারকম আলোচনা-সমালোচনা চলছে। নাটক বন্ধের কারণে কেউ কেউ আবার সৈয়দ জামিল আহমেদের পদত্যাগও চাইছেন! এদিকে, অভিনেত্রী বন্যা মির্জা তার এক ফেসবুক পোস্টে জানান, নাটক বন্ধের কারণ সৈয়দ জামিল আহমেদ নন। তিনি লিখেন, কেউ না জেনে একটা মন্তব্য করে দিয়েন না। কার দায় কাকে নিতে হবে সেটা বলে দেওয়া সহজ। কোন কিছু না জেনে একটা যেকোনো মন্তব্য করাও সহজ এবং ফেসবুকে যে কেউ যখন তখন সেটা করতে পারেন।

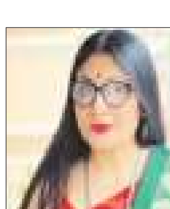

জমি থেকে কলা কেটে বিক্রির জন্য নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। নয়াপুকুর, রংপুর,

রংপুরে কাজে আসছে না স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম

রংপুর প্রতিনিধি : রংপুর নগরীতে স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেমের প্রয়োজনীয় উপকরণ দাঁড়িয়ে থাকলেও নগরবাসীর কোনো কাজে আসছে না। শুরুতেই ভুল নকশায় প্রায় ৩২ লাখ টাকা ব্যয় করে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও সঠিক সিস্টেম চালু করতে নতুন করে আরো ৫ লাখ ব্যয় করা হয়েছে। নগর ভবনের প্রকৌশল দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, রংপুর মহানগরীর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের মোড়ে পরীক্ষামূলকভাবে স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম চালু করতে কাজ শুরু হয় ২০২১ সালের ২৭ জুন। নগরীর জাহাজ কম্পানি, বাংলাদেশ ব্যাংক মোড় ও লালকুঠি মোড়ে স্থাপন করা হয় স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম। এ জন্য ডিজিটাল ট্রাফিক লাইট ম্যানেজম্যান্ট প্রকল্পের আওতায় ৩১ লাখ ৯৩ হাজার ১১০ টাকা মূল্যের একটি প্রকল্প হাতে নেয় রংপুর নগর ভবনের প্রকৌশল বিভাগ। দরপত্র আহ্বান শেষে কার্যাদেশ দেওয়া হয় ঢাকার মেসার্স সাঈদ মঞ্জুরুল কবির নামে এক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে। কার্যাদেশ অনুযায়ী ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী সেই প্রকল্পের কাজ শেষও হয় আরো ৬ মাস আগে। এতদিন পার হলেও সেই ডিজিটাল সিস্টেম কোনো কাজে আসছে না।নগর ভবনের একটি সূত্র বলছে, মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের নকশা অনুযায়ী এই কাজ করা হয়েছিল। যে প্রক্রিয়ায় কাজ হয়েছে তা দুপাশে করার বদলে একপাশে করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়, বরং দুর্ভোগ বাড়বে। এই কারণেই ট্রাফিক বিভাগ সেই কাজ নগর ভবনের কাছ থেকে বুঝে নেয়নি। নগর ভবনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, ট্রাফিক পুলিশের দেওয়া ফরমেটে দরপত্রের পর কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার পর তারা ত্রুটি দেখার কারণে সেটি উদ্বোধন করা হয়নি। পরে নতুন করে ফরমেটে দেওয়া হয়েছে। তাতে বাড়তি আরো ৫ লাখ খরচ হয়েছে। এদিকে, এই ভুল কাজের জন্য নগর ভবন দুষছেন ট্রাফিক বিভাগকে আর ট্রাফিক বিভাগ বলছে, কাজটি করেছে সিটি করপোরেশন। নগর ভবনের আইটি শাখা সূত্র জানায়, পুরো কাজটি রংপুর মেট্রোপলিটন ট্রাফিক পুলিশের পরামর্শে করা হয়েছিল। ট্রাফিক বিভাগ চেয়েছিল সিগন্যালটি হবে রাস্তার দুই পাশে। উদ্বোধনের আগে ট্রাফিক বিভাগ থেকে পরিদর্শনে গিয়ে জানা যায়, কাজটি এক ফেজের (একপাশে) হয়েছে। সে কারণে তারা কাজ বুঝে নেয়নি। উদ্বোধন করাও সম্ভব হয়নি।সরেজমিনে দেখা গেছে, নগরীর জাহাজ কম্পানি, লালকুঠি মোড়ে স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেমের উপকরণ আছে কিন্তু সংযোগের কোনো অস্তিত্ব নেই। লাইট, তার স্ট্যান্ড, সিগন্যালটি কোনোটিই নেই। কখনো আলো জ্বলতে দেখেনি নগরবাসী। নগর ভবনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দাবি, কাজ শেষে কিছুদিন পরীক্ষামূলক চালানো হয়েছে এই ডিজিটাল ট্রাফিক সিস্টেম। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বরত ব্যক্তি মো. জেহাদ হোসেন বলেন, 'টেন্ডার অনুযায়ী আমরা কাজ শেষ করেছি। কাজ হস্তান্তরের সব প্রক্রিয়া শেষে সিটি করপোরেশন থেকে নতুন করে আরো একটি করে ফেজ বা সংযোগের কথা বলা হয়েছিল। বাড়তি অর্থ খরচ করে তাও করে দিয়েছি আমরা। আমাদের আর কোনো দায় নেই।' সরেজমিনে দেখা গেছে, নগরীর জাহাজ কম্পানি, পায়রা চত্বর, কাছারি বাজার, বাংলাদেশ ব্যাংক মোড়, মেডিকেল মোড়ে হাতে লাঠি আর বাঁশি নিয়ে যানজট নিরসনের দায়িত্ব পালন করছেন ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা। এতে নগরীতে যানজট বেড়েই চলছে। দুর্ঘটনা বাড়ার পাশাপাশি পথচারী ও যানবাহন চলাচলের ঝুঁকিও বাড়ছে। নগরীর হাজাজ কোম্পানি মোড়ে দায়িত্বর ট্রাফিক পুলিশ সদস্য জানান, ডিজিটাল সিগন্যাল রেডি দেখেছি, সিগন্যালের ওপর সিসি ক্যামেরাও দেখেছি, এখন কিছুই নাই। কবে চালু হবে জানি না। আমরা হাতের ইশারাতেই আমাদের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছি। ডিজিটাল সিগন্যাল থাকলে হলুদ, লাল আর সবুজ বাতির সংকেতেই খুব সহজে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা যেত, যেটা অন্যান্য বিভাগীয় শহরে আছে। এতে একদিকে যেমন যানজট ও দুর্ঘটনা কম হত, অন্যদিকে আমাদের আর একটানা রোদে দাঁড়িয়ে কষ্ট করে দায়িত্ব পালন করতে হত না। সবদিক থেকেই সুবিধা হত। রংপুর সিটি করপোরেশনের সদ্য বিদায়ী প্যানেল মেয়র মাহমুদুর রহমান টিটু জানান, টাকা আমাদের কিন্তু মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে। কাজ শেষও হয়েছিল কিন্তু পরে তারা বলেছে একপাশে হয়েছে। সেটার কাজও করে দেওয়া হয়েছে। রংপুর সিটি করপোরেশনের আইটি শাখার ইনচার্জ বেলাল হোসেন বলেন, 'যে ভুল ছিল সেটা ঠিক করে কিছুদিন চালানো হয়েছে।

দেবহাটায় সরকারী গাছ বিক্রির বিষয়ে এখনো কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি

দেবহাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : দেবহাটা সদর ইউনিয়নের ৬ নং ও ৭নং ওয়ার্ডের দুই ইউপি সদস্য কর্তৃক সরকারী গাছ কেটে বিক্রি করে আত্মসাৎ করার বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। যার কারণে ঐ দুই ইউপি সদস্য সাংবাদিকসহ এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তিদের নামে কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছে বলে বেড়াচ্ছে। তাদের হাত অনেক বড় এমনকি তাদের কেউ কিছু করতে পারবেনা এমন নানা করা বলে বেড়াচ্ছে। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবগত করানো হয়েছে। জানা গেছে, দেবহাটা সদর ইউনিয়নের টাউনশ্রীপুর দক্ষিণপাড়া হাতেম গাজীর মসজিদের সামনে রাস্তার পাশের সরকারী দুটি মেহগনি ও রোড শিশু গাছ দেবহাটা সদর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মাহবুবুর রহমান বাবলু ও ৭নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আজগার আলী স্থানীয় এক গাছ ব্যবসায়ীর রিয়াজের নিকট বিক্রি করে। রিয়াজ টাউনশ্রীপুর গ্রামের লেদু খার ছেলে। গত সপ্তাহে ওই ব্যবসায়ী গাছ কাটতে শুরু করলে স্থানীয়রা বিষয়টি সংবাদকর্মীদের জানাই। সংবাদকর্মীরা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আসাদুজ্জামান ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ শরীফ নেওয়াজকে জানান। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নির্দেশে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ওই কাটা গাছগুলো জব্দ করে অফিসে নিয়ে আসেন। পরে এসি ল্যান্ড ওই মেম্বরদেরকে অফিসে ডেকে পাঠালে তারা নানা অজুহাতে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে ইউপি সদস্য মাহবুবুর রহমান বাবলু সেসময় বলেন, বিষয়টি মিমাংসা হয়ে গেছে। কে মিমাংসা করলো প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ইউএনও স্যার অনুমতি দিয়েছিল গাছের ডাল কাটতে। কিন্তু ভুলক্রমে গাছ কেটে ফেলেছে। আপনারা গাছ বিক্রি করেছেন জানতে চাইলে এই ইউপি সদস্য বলেন, আমি একটু ব্যস্ত আছি পরে কথা বলছি। এ বিষয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হলে ঐ ইউপি সদস্য সাংবাদিকদের উপরে ক্ষিপ্ত হয়। তারা সাংবাদিকদের নামে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক ও মিথ্যা কথা বলে। একপর্যায়ে তারা গত মঙ্গলবার সকালে সদর ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল মতিন বকুলকে সাথে নিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দপ্তরে যেয়ে মাফ চেয়ে আসেন। ইউএনও মোঃ আসাদুজ্জামানকে বিষয়টি গতকাল সোমবার অবহিত করলে তিনি জানান, গাছ কেটে বিক্রি করার বিষয়টি কোন সমাধান হয়নি। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের প্রক্রিয়া চলমান আছে বলে তিনি জানান। এ বিষয়ে গতকাল সোমবার ইউপি সদস্য বাবলুকে ফোন দিলে তিনি অনেক সাংবাদিক দেখেছেন এবং যা পারে তাই করে নিক বলে ফোনে হুমকি দেন। টাউনশ্রীপুর গ্রামের স্থানীয়রা জানান, ঐ দুই ইউপি সদস্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নাম দিয়ে ইতঃপূর্বে এরকমভাবে অনেক গাছ কেটে বিক্রি করে দিয়েছেন। গাছ ব্যবসায়ী রিয়াজকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সঠিক তথ্য জানা যাবে। গত সরকারের সময়ে এমনকি গত ২০/২৫ দিন আগে টাউনশ্রীপুর কাশেম সাহেবের বাড়ির সামনে থেকে একটি সরকারী গাছ বিক্রি করে নিজেরা আত্মসাৎ করেছেন বলে স্থানীয়রা জানান।

টাঙ্গাইলে মোগল স্থাপত্য সলিমাবাদ তেবাড়িয়া জামে মসজিদ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : মসজিদে দান করলেই পূরণ হয় মনের বাসনা এবং পাশের পুকুরে গিয়ে বলে এলেই ভেসে ওঠে পিতলের থালা-বাসন। এ ছাড়াও রাতের আঁধারে এতে নামাজ পড়তে আসে জ্বীন্নরা! এমন সব আলোচিত ধারণা প্রচলিত আছে টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার সলিমাবাদ ইউনিয়নের তেবাড়িয়া গ্রামে অবস্থিত প্রায় ৪০০ শত বছরের পুরাতন মসজিদ ঘিরে। মোঘল আমলে নির্মিত এই মসজিদ ঘিরে রয়েছে নানা রহস্য যা যমুনা নদীর ভাঙনে পুরো এলাকা বিলীন হলেও অক্ষত রয়েছে এই অলৌকিক আল্লাহ্র ঘর। নদীর স্রোত আর ঢেউয়ের প্রখরতায় মসজিদটি দোলতে থাকে কিন্তু ভেঙে যায় না বলে দাবি স্থানীয়দের। মসজিদটির নির্মাণ লগ্ন থেকে একটি দৃষ্টি নন্দন বড় গম্বুজ সহ চার পাশে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ১২ টি মিনার ও উত্তর-দক্ষিন দিকে দুইটি দৃষ্টি নন্দন ঘর রয়েছে। যেখানে বিশ্বাসী জনসাধারণ দাঁড়িয়ে মানত করেন হাঁস-মুরগী এবং গরু-ছাগল থেকে শুরু করে স্বর্ণ সহ নগদ টাকার বিনিময়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইতিহাস-ঐতিহ্য সমৃদ্ধ তেবাড়িয়া জামে মসজিদ প্রবাহমান যমুনা নদীর কোলঘেষে আনুমানিক ১৬০১ খ্রীস্ট পূর্বে ২৫৩ শতাংশ জায়গা নিয়ে মৃধা বংশোদ্ভূত আবদুল মালেক খাঁ মৃধা এই মসজিদ নির্মাণ করেন। যখন এটি নির্মিত হয় তখন মূল ভবনের পাশে একটি বিশাল আকারের জাম গাছে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পণ্যবাহী নৌযান বেধে রাখা হত। তৎকালীন নদী থেকে মসজিদ একটু উঁচু স্থানে নির্মাণ করা হয়ে ছিলো, যেখানে সিঁড়ি চড়ে মসজিদে প্রবেশ করা হতো। মসজিদটি নির্মাণ করার পর আবদুল মালেক খাঁ (মৃধা) মিম্বারে দাঁড়িয়ে উপস্তিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে অছিয়ত করে বলেন, ওনার মৃত্যু যে স্থানে হবে তাকে যেন ওইখানে কবর দেওয়া হয় পরবর্তীতে উনি মিম্বার থেকে নেমে যাওয়ার পর-পরই তিনি ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে মৃধা বংশোদ্ভূত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো. আতিকুর রহমান তালুকদার মসজিদের পশ্চিম দিকের এলাকা থেকে মোট ৩৭ শতাংশ জমি নিজস্ব অর্থায়নে এবং অত্র এলাকার মৃত মোহাম্মদ আতোয়ার খান ১০ শতাংশ ও মৃত আকাতত স্বর ৬ কন্যায় ৬ বিঘা জমি মসজিদের নামে দান করেন। ওই জমির উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে অর্জিত অর্থ কোষাগারে জমা করা হয়। আরও দেড় বিঘা জমি মোসলেম তালুকদার মসজিদের নামে দান করে ছিলেন, যা বিগত কয়েক বছর আগে যমুনা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কথিত আছে, তৎকালীন সময়ে মসজিদের ভিতরে একজন নেককার পরহেজগার ব্যক্তি অবস্থান করতেন উনাকে সবাই পাগল ভাবতেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উনি একজন আল্লাহর ওলি ছিলেন। মসজিদটি যখন প্রবাহমান যমুনা নদীর গ্রাসে বিলীন হতে ছিল তখন ওই ব্যক্তি নদীর উপর দিয়ে হেটে মসজিদের পশ্চিম দিকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যান পরবর্তীতে উনাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর থেকে যমুনা নদী মসজিদ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত পশ্চিম দিকে সরে যায়। পরবর্তীতে মসজিদটিতে পর্যায়ক্রমে মুসুল্লিদের নামাজের জন্য সন্মুখ ভাগে দুইটি ছাঁদ নির্মাণ করা হয়। নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া পূর্বের মিনারটি বর্তমানে মসজিদের উত্তর-পশ্চিম পাশে প্রায় ১০০ ফিট উঁচু করে নির্মাণাধীন আছে। বর্তমানে মসজিদটিতে প্রায় ২,২০০ জন মুসল্লী এক সাথে নামাজ আদায় করতে পারেন। মসজিদ নির্মাণের পর থেকে মৃধা বংশোদ্ভূত সদস্যরা পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন। বর্তমানে মুতাওয়াল্লীর দায়িত্বে আছেন মৃধা বংশোদ্ভূত বীর মুক্তিযোদ্ধা আ. হাফিজ খান তালুকদার এবং সভাপতি হিসেবে আছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো. আতিকুর রহমান তালুকদার। টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার সলিমাবাদ ইউনিয়নের সন্তান (সাবেক কমান্ডার) বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সুজায়েত হোসেন জানান, টাঙ্গাইল শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরবর্তী পল্লী অঞ্চলে মোগল স্থাপত্যে নির্মিত মসজিদটি ওয়াকফো বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত। সঠিক ব্যবস্থাপনায় মুসুল্লিদের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিকায়ন সময়ের দাবি। এ দিকে তেবাড়িয়া জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য মো. শরিফ খান তালুকদার বলেন, বর্তমানে মসজিদের আরো বেশ কিছু নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যাহা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

পিরোজপুরের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

পিরোজপুর প্রতিনিধি : দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর অবশেষে পিরোজপুরের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো। গতকাল পিরোজপুরের পাড়েরহাটে নবনির্মিত মৎস্য অবতরণ ও বিপনন কার্যক্রমের উদ্বোধন করলেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (বিএফডিসি) এর চেয়ারম্যান অতিরিক্ত সচিব সুরাইয়া আখতার জাহান। তিনি গতকাল সোমবার সকালে পিরোজপুরের মৎস্য বন্দরে সংক্ষিপ্ত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। এ অবতরণ কেন্দ্রের শুভ সূচনার মধ্যদিয়ে পিরোজপুর তথা সন্নিহিত এলাকার মৎস্যজীবীদের ভাগ্যের দুয়ার খুলে গেল। পিরোজপুর সদর উপজেলার শঙ্করপাশা ইউনিয়নের চিথলিয়া গ্রামে ২.৩৬ একর জমির উপর ১১ কোটি ৯১ লাখ ৪৭ হাজার টাকা ব্যয়ে বিএফডিসি এ অবতরন কেন্দ্রটি নির্মান করে। সমুদ্র থেকে আহৃত মৎস্য স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মান কাজ শেষ হয় ২০২১ সালে। এটি চালু হওয়ায় বছরে কোটি টাকারও বেশী রাজস্ব আদায় হবে বলে মনে করছেন এই খাতের সংশ্লি-ষ্টরা। অবতরণ কেন্দ্রে রয়েছে উন্নতমানের ১০ হাজার বর্গফুটের অকশন সেড, ৫০ জন আড়ৎদারের ব্যবহার উপযোগী দ্বিতল আড়ত ঘর, আইস প্ল্যান্ট, আবাসিক ভবন, অফিস ভবন, পন্টুন, গ্যাংওয়ে, মাছ প্যাকেজিং শেড, জেনারেটের কক্ষ, ইন্সপেকশন রুম, স্যানিটেশন ও পয়োনিস্কাশনের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিএফডিসি'র পরিচালক উপ সচিব অদ্বৈত চন্দ্র দাস, যুগ্ম সচিব শাহ মোমেন, স্থানীয় সেনা ক্যাম্পের ইনচার্জ লেঃ কর্নেল আরিফুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মুকিত হোসেন খান, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন, পাড়েরহাট মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি মহিউদ্দিন মল্লিক, সাংবাদিক মুনিরুজ্জামান নাসিম, মাছ ব্যবসায়ী মোস্তফা আকন প্রমুখ। পাড়েরহাটের এ মৎস্য অবতরন কেন্দ্রটি দেশের বিদ্যমান কেন্দ্র গুলির অন্যতম। দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর, সুন্দরবন সংলগ্ন উপকুলের নদ-নদীর মোহনায় আহৃত মাছ এই পাড়েরহাট অবতরন কেন্দ্রে কেনা-বেচা হয়। রাজধানী ঢাকাসহ সারদেশের সহজ যোগাযোগের কারণে এই অঞ্চলের জেলেসহ মৎস্য ব্যবসায়ীরা এই অবতরন কেন্দ্রের মাধ্যমে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা পাবেন। পাড়েরহাট মৎসজীবি সমাজ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোস্তফা আকন বলেন, অবতরণ কেন্দ্রটি চালু হওয়ায় মৎস্য ট্রলার মালিক, জেলে, আড়তদার, পাইকারসহ সবাই এক জায়গায় মাছ ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ পাবে'। পাড়েরহাট মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি মহিউদ্দিন মল্লিক বলেন, 'পাড়েরহাট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র উদ্ধোধনের মধ্যদিয়ে সরকারের সময়োপযোগী ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপের কারণে ইলিশের পুরোনো ঐতিহ্য ফিরে আসবে। বিএফডিসি'র পরিচালক অদ্বৈত চন্দ্র দাস বলেন, পাড়েরহাট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রটি উদ্বোধনের ফলে জেলেদের ভোগান্তি লাঘব হবে। মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন হবে। জীবনমান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে এ এলাকার মৎস্যজীবী ও সংশ্লিষ্টদের।

চাঁদা না পেয়ে বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে জখম

বরিশাল প্রতিনিধি : বালু ব্যবসায়ীদের কাছে দাবিকৃত চাঁদার টাকা না পেয়ে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও বিএনপি নেতাকে মারধর করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল সোমবার দুপুরে বরিশাল প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়েছে, হামলাকারীরা স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসানের সহযোগি। অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মফিজ সরদার। তিনি বলেন, গত রোববার বিকেলে মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মোহাম্মদ তুহিন মীর ও তার সহযোগি লিটন মীর, মামুন ফরাজী, পিপলু জমাদার, আকবর আলী, তাজ, মাহমুদুল হাসান, রাজিব, রাসেল, মেহেদী, জুবায়েরসহ ২০/২৫ জনে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে স্থানীয় বালু ব্যবসায়ীদের দোকানে গিয়ে দুই লাখ টাকা করে চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় বালু ব্যবসায়ী মেহেন্দিগঞ্জ পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল কাদের খান ও তার ছেলে সোহানকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করা হয়। এ সময় আবদুল কাদেরের মেয়ে ইতি আক্তার তার বাবাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসলে তাকেও মারধর করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে আরও অভিযোগ করা হয়, গুরুতর আহত বিএনপি নেতা আবদুল কাদের খানকে উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে হামলাকারীরা সেখান থেকে তাকে (কাদের) অপহরণ করে নার্স কোয়াটারে নিয়ে হত্যার চেষ্টা চালা। এ সময় কাদের খানের ডাক চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে আসলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মফিজ সরদার আরও বলেন, হামলাকারীরা সবাই মেহেন্দীগঞ্জের সন্তান কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহসানের ঘনিষ্ঠ সহযোগি। হামলার ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহসানের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তার ফোন বন্ধ থাকায় কোন বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে অভিযুক্ত উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মোহাম্মদ তুহিন মীর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, দলীয় অভ্যন্তরীন বিরোধের জেরধরে তাকে জড়িয়ে মিথ্যে অপপ্রচার করা হচ্ছে।

শৈলকুপায় রাতের আঁধারে নির্মাণাধীন মার্কেট ভাঙচুর

এফএনএস (শৈলকুপা, ঝিনাইদহ) : ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার কাঁচেরকোল ইউনিয়নের উত্তর মির্জাপুরে নির্মাণাধীন একটি মার্কেট রাতের আঁধারে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার কাঁচেরকোল ইউনিয়নের উত্তর মির্জাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে ঝিনাইদহ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৮৮ ধারায় অভিযোগ দায়ের করেন।অভিযুক্তরা হলেন, একই গ্রামের আবদুল খালেক মিয়ার ছেলে জাহিদুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম সহ অজ্ঞাতনামা সহযোগী। মার্কেট মালিক রফিকুল ইসলাম জানান,তার দাদা মাহাতাব উদ্দিন মিয়া শৈলকুপা উপজেলার ৩০ নং উত্তর মির্জাপুর মৌজার ৫৭০ নং দাগে ৪৩ শতাংশ জমির মধ্যে ১৯২৩ সালে ৮ শতাংশ জমি এবং তার পিতা নুরুল ইসলাম মিয়া ও চাচা আমিরুল ইসলাম মিয়া একই দাগের ১৪ শতাংশ ডোবা জমি ১৯৫৯ সালে ক্রয়সূত্রে মালিক হয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ তারা ভোগদখল করে আসছেন। সম্প্রতি ওই ডোবা জমিতে বালু দিয়ে ভরাট করে মার্কেট নির্মাণ করতে গেলে অভিযুক্তরা কাজে বাধা প্রদান করে ও জাহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে ঝিনাইদহ আদালতের মাধ্যমে ৯ অক্টোবর ১৪৪ ধারা জারি করে। কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক রফিকুল ইসলাম নির্মান কাজ বন্ধ রাখেন। গত ২৫ অক্টোবর দিবাগত রাত একটার দিকে তার নির্মানাধীন মার্কেটের ওয়াল ভেঙে ফেলে দেয়। সকালে ফজরের নামাজ পড়ে ফেরার পথে প্রতিবেশী মুসল্লীরা ওয়াল ভাঙ্গা দেখতে পেয়ে তাকে খবর দেয়। এ বিষয়ে ঝিনাইদহ আদালতে একই গ্রামের আবদুল খালেক মিয়ার ছেলে জাহিদুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম সহ অজ্ঞাতনামা সহযোগীকে বিবাদী করে ২৭অক্টোবর আমি বাদী হয়ে ১৮৮ ধারায় অভিযোগ দায়ের করি। একই গ্রামের হাজী আবদুর রাজ্জাক (৭০) ও রবিউল (৬৭) জানান যে, ওই জমিটি দীর্ঘদিন যাবৎ রফিকুল গংরা ভোগ দখল করে আসছে। এখানে তাদের ৩টি টিনসেড দোকান ভাড়া দেওয়া ছিল। বিবাদী জাহিদুল ইসলাম জানান আমরা গ্রামে থাকিনা ঝিনাইদহ শহরে বসবাস করি। রফিকুল ইসলামের নির্মানাধীন মার্কেটের ওয়াল কে বা কাহারা ভেঙ্গেছে এ ব্যাপারে আমরা কিছু জানিনা। শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাসুম খান জানান যে, এ বিষয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছি তদন্ত পূর্বক আইনানুগ ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে।

চাঁদপুরে ক্রেতা-বিক্রেতায় সরগরম ইলিশ আড়ত

চাঁদপুর প্রতিনিধি : মিঠা পানিতে ইলিশের প্রজনন রক্ষার ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়েছে গত রোববার মধ্য রাতে। এরপরই চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনা নদীতে ইলিশসহ অনান্য মাছ ধরতে নেমেছে জেলেরা। মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত ধরে আনা ইলিশ জেলেরা বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসছেন নদী উপকূলীয় আড়তগুলোতে। তিন সপ্তাহ পরে আবারও ক্রেতা-বিক্রেতায় সরগরম হয়ে উঠেছে আড়তগুলো। নিষেধাজ্ঞার আগের চাইতে ইলিশের দামও এখন কিছুটা কম। গতকাল সোমবার ভোর ৬টা থেকে সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত চাঁদপুর সদর উপজেলার হরিণা ফেরিঘাট গিয়ে দেখাগেছে আড়তগুলোতে ইলিশ নিয়ে আসছেন জেলেরা। আবার অনেক জেলে নৌকা ও জাল নিয়ে পদ্মা-মেঘনায় বেরিয়ে পড়ছেন। বরফ ছাড়া এসব ইলিশ জেলেদের উপস্থিতিতে হাকডাক দিয়ে বিক্রি করছেন আড়ৎদাররা। মুহুর্তের মধ্যেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ইলিশ। পাশাপাশি পাঙ্গাস মাছও বিক্রি হচ্ছে। তবে সংখ্যায় কম। সদরের হানারচর ইউনিয়নের গোবিন্দিয়া গ্রামের জেলে মো. শরীফ বলেন, মেঘনায় ভোর রাতে এক নৌকায় তারা ৩জন নেমেছেন ইলিশ ধরতে। তাদের পাওয়া ছোট-বড় ইলিশ বিক্রি করেছেন ৫ হাজার টাকা। কিছু সময় বিরতি দিয়ে আবারও নামবেন নদীতে। নরসিংদী জেলা থেকে তাজা ইলিশ কিনতে এসেছেন কয়েকজন যুবক। তাদের মধ্যে মোস্তাক নামে একজন বলেন, এর আগেও হরিণা মাছঘাটে এসেছেন। তাজা ইলিশ কেনার জন্য এবারও এসেছেন। এঘাটের ইলিশে কোন ভেজাল নেই। ছোট বড় ১৩ হাজার টাকার ইলিশ কিনেছেন তারা। দামও ভালো পেয়েছেন। পাঙ্গাস মাছের পাইকারি বিক্রেতা কালু পাটওয়ারী বলেন, গত বছর এই সময়ে ইলিশের জালে অনেক পাঙ্গাস ধরা পড়েছে। এ বছর সংখ্যায় খুবই কম। আজকে ছোট সাইজের পাঙ্গাস প্রতিকেজি ৭০০টাকা এবং বড় সাইজের পাঙ্গাস প্রতিকেজি বিক্রি হচ্ছে ৮৫০টাকা। জেলেদের ধরে আনা প্রতি পাঙ্গাসের ওজন ৫ কেজি থেকে শুরু করে ৮ থেকে ১০ কেজি। ঘাটের আড়তদার সেলিম সৈয়াল বলেন, আমাদের এই ঘাটে ইলিশ হালিতে বিক্রি হয়। ছোট সাইজের একহালি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ২৫০ থেকে ২৮০টাকা। মাঝারি সাইজের (৩০০ থেকে ৩৫০ গ্রাম ওজন) এক হালি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৪৫০ থেকে ৫০০টাকা। ৮০০ থেকে ৯০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ প্রতি হালি বিক্রি হচ্ছে ৫ হাজার ৫০০ থেকে ৬ হাজার টাকা। ফরিদগঞ্জ উপজেলার রামপুর বাজার থেকে ইলিশ কিনতে এসেছেন আক্তার হোসেন নামে ক্রেতা। তিনি বলেন, আজকে আগের তুলনায় দাম একটু কম আছে। ৪৫০ টাকা করে ৫ হালি ইলিশ কিনেছি। ওজন ২৫০ থেকে ৩০০গ্রাম। নিষেধাজ্ঞার আগে এই সাইজের ইলিশ প্রতি হালি বিক্রি হচ্ছে ৬০০ থেকে ৭০০টাকা।

এই আড়তের সবচাইতে প্রবীণ মাছ ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলাম সৈয়াল বলেন, ইলিশের নিরাপদ প্রজননের জন্য সরকার ১৩ অক্টোবর থেকে গত রোববার পর্যন্ত ২২ দিন যে নিষাধাজ্ঞা দিয়েছে, তা আমরা মেনেছি। আজকে সকাল থেকেই জেলেরা ইলিশ নিয়ে আসছে। তবে ইলিশের সাইজ ছোট। বড় ইলিশ কম পাওয়া যাচ্ছে। আবার কিছু ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে ডিম ছেড়ে দেয়া।

সুজানগর-কাজীরহাট আঞ্চলি মহাসড়কের বেহালদশা

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগর-কাজীরহাট আঞ্চলিক মহাসড়কের বিভিন্ন জায়গা থেকে কার্পেটিং উঠে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এতে সড়কটি দিয়ে চলাচলে যানবাহনের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। উপজেলার নাজিরগঞ্জ ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান খান বলেন সড়ক ও জনপথ বিভাগের অধীনস্থ প্রায় ৪০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ওই সড়কটি উপজেলাবাসীর একমাত্র প্রধান সড়ক। সুজানগর পৌরসভাসহ উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের হাজার হাজার মানুষ সড়কটি দিয়ে বাস ও সিএনজিসহ বিভিন্ন যানবাহনযোগে সুজানগর উপজেলা সদর এবং পাবনা জেলা শহরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করেন। সেই সঙ্গে এলাকার শিক্ষার্থীরা সড়কটি দিয়ে রিক্সা, ভ্যান এবং সিএনজিসহ বিভিন্ন যানবাহনযোগে স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করে। পাশা-পাশি এলাকার ব্যবসায়ীরা স্থানীয় হাট-বাজার থেকে পেঁয়াজ ও পাটসহ বিভিন্ন পণ্য কিনে সড়কটি দিয়ে ট্রাকযোগে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করেন। অথচ দীর্ঘ দিন সড়কটির অধিকাংশ জায়গা থেকে কার্পেটিং উঠে ছোট বড় অসংখ্য গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। এতে যানবাহনের পাশাপাশি জনসাধারণের চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। উপজেলার বোনকোলা গ্রামের বাসিন্দা আজাহার আলী বলেন সড়কটির খলিলপুর স্লুইসগেট, হাসামপুর, নওগ্রাম, মালফিয়া আসাদগেট, দয়ালনগর, সাগরকান্দী এবং উদয়পুরসহ বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে একদম কার্পেটিং উঠে গেছে। ওই সব পয়েন্টের মধ্যে খলিলপুর স্লুইসগেট পয়েন্ট থেকে কার্পেটিং উঠে বিশাল গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। মাঝে মধ্যেই ওই স্থানে বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাস এবং সিএনজিসহ বিভিন্ন যানবাহন দুর্ঘটনায় পতিত হয়। সেই সঙ্গে ওই গর্তে বাস এবং ট্রাকসহ অন্যান্য যানবাহন আটকা পড়ে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড যানজটের। রংপুর থেকে বরিশালগামী ট্রাকের চালক মোঃ মন্টু বলেন গত শনিবার সন্ধ্যা রাতে খলিলপুর স্লুইসগেট পয়েন্টের ওই গর্তে যাত্রীবাহী বাস এবং মালামাল বোঝাই ট্রাকসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন আটকা পড়ায় প্রচণ্ড যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় বিশেষ করে নাজিরগঞ্জ-ধাওয়াপাড়া একমাত্র নৌ-রুটে ফেরি পার হয়ে রাজবাড়ী, ফরিদপুর ও বরিশালগামী যানবাহনের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। শুধু তাইনা ওই সকল যানবাহন যানজটের কারণে যথা সময়ে নাজিরগঞ্জ ফেরিঘাটে এসে পৌঁছাতে না পারায় নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৩ঘন্টা পর ফেরি ছাড়তে হয় বলে জানান, নাজিরগঞ্জ ফেরিঘাটের টার্মিনাল সুপারিনটেনডেন্ট মোঃ খায়রুল ইসলাম।

সাংবাদিককে হুমকি থানায় জিডি

বরিশাল প্রতিনিধি : অজ্ঞাতনামা মোবাইল ফোন থেকে জেলার গৌরনদী প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সমকাল পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধি খোন্দকার মনিরুজ্জামান মনিরকে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতিসহ হুমকি প্রদান করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরী করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে হুমকির শিকার সাংবাদিক খোন্দকার মনিরুজ্জামান মনির জানান, গত ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে গৌরনদী উপজেলার সাতটি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় জাতীয় পরিচয়পত্রের স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে চারটি ইউনিয়নে স্মার্ট কার্ড বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরও বলেন, একটি অবৈধ ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ওই স্মার্ট কার্ড বিতরণ কেন্দ্রগুলোতে ভ্রাম্যমান দোকান খুলে স্মার্ট কার্ডের কালার ফটোকপি প্রিন্ট, লেমিনেটিং করাসহ স্মাটকার্ডের কভার ও ক্লিপ বিক্রির রমরমা অবৈধ ব্যবসা করছে। এ খবর পেয়ে গত রোববার দুপুরে উপজেলার মাহিলাড়া ইউনিয়নের মধ্য বিল্বগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ঘুরে ভ্রাম্যমান দোকানের ছবি তুলে ভিডিও ধারন করে অবৈধ ব্যবসার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

কাপাসিয়ায় বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাপাসিয়ায় কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির (২০২৪-২৫) আওতায় রবি মৌসুমের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সরিষা বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে গতকাল সোমবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়।৩কৃষিই সমৃদ্ধিকে সামনে রেখে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কাপাসিয়ার আয়োজনে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার সুমন বসাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) একেএম লুৎফর রহমান।

মহাদেবপুরে বাড়িঘরে হামলা, লুটতরাজ

মহাদেবপুর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মহাদেবপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে বাড়িঘরে হামলা করে মারপিট, ভাংচুর, গাছগাছালী কেটে বিনষ্ট ও লুটতরাজের অভিযোগ করা হয়েছে। মারামারিতে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। থানা পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত একপক্ষের মামলা এন্ট্রি করে প্রতিপক্ষের একজনকে আটক করেছে, কিন্তু অপরপক্ষের মামলা আমলে নেয়নি। গত শুক্রবার থেকে সারাদিন এই ভাংচুর, গাছকাটা প্রভৃতি সংঘটিত হয়। গত শনিবার সেনবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। গত রোববার বিকেলে সরেজমিনে ওই এলাকায় গেলে স্থানীয়রা জানান, ওইগ্রামের মৃত আমিন মন্ডলের দুই ছেলে মোঃ মঞ্জু ও রমজান আলীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বাড়িভিটার জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছে। গত শুক্রবার সকালে এনিয়ে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে মারামারির সূত্রপাত ঘটে। এ সময় একদল মানুষ লাঠি, লোহার রড, দা, হাসুয়া প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিরোধীয় জমির উপর থাকা বাড়িঘর ভাংচুর, অসংখ্য গাছগালালী কেটে বিনষ্ট করে। মোঃ মঞ্জু পক্ষ জানান, প্রতিপক্ষরা শতাধিক ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল এনে তার দখলীয় সম্পত্তির উপর থাকা বাড়িঘর ভাংচুর করে, শতাধিক বিভিন্ন প্রকার গাছ কেটে ও কলাবাগানের ফলন্ত গাছ কেটে বিনষ্ট করে। তাদের হামলায় আবু রাইহান, সাহিদ, সেকেন্দার আলী, এবাদত আলী, মোঃ জিন্নাহ, ফাহিম উদ্দিন প্রমুখ আহত হয়েছেন। প্রতিপক্ষদের ভয়ে তারা এখন তাদের বাড়িতে যেতে পারছেন না। তারা এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

মুলাখেতে কীটনাশক ছিটিয়ে দিচ্ছেন এক কৃষক। কাজী নুরুইল, বগুড়া,মুলাখেতে কীটনাশক ছিটিয়ে দিচ্ছেন এক কৃষক। কাজী নুরুইল, বগুড়া,

বাবার ক্লাবের হয়ে পাওয়া গোল বন্যার্তদের উৎসর্গ করলেন সিমিওনের ছেলে

স্পোর্টস ডেস্ক : অতিবৃষ্টিতে শুরু হওয়া বন্যায় ডুবছে স্পেনের পূর্বাঞ্চল। বন্যার কারণে বেশ কয়েকটি ম্যাচ স্থগিত করা হয়। কিন্তু সূচি পরিবর্তন না হওয়ায় মাঠে গড়ায় আতলেতিকো মাদ্রিদের ম্যাচ। যদিও বন্যা পরিস্থিতিতে ফুটবল খেলা 'অর্থহীন' বলেছিলেন দলটির কোচ দিয়েগো সিমিওনে।

কিন্তু বাধ্য হয়েই মাঠে নামতে হয়েছে তার দলকে। লাস পালমাসের বিপক্ষে ঘরের মাঠে হওয়া ম্যাচটিতে অবশ্য সিমিওনের দল জিতেছে ২-০ গোলে। ম্যাচে আতলেতিকোর প্রথম গোলটি করেছেন সিমিওনের ছোট ছেলে জুলিয়ানো সিমিওনে। ২৯তম মিনিটে পাওয়া গোলটি পরে বন্যার্তদের উৎসর্গ করেন তিনি। গোলের পর দর্শকদের সামনে বিশেষ জার্সি তুলে ধরেন এই তরুণ ফুটবলার।

বন্যার্তদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে জুলিয়ানো বলেন, 'আতলেতিকোর হয়ে প্রথম গোল করে ভালো লাগছে। কিন্তু ভালেন্সিয়ায় যা ঘটেছে, তা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। বন্যার্তদের প্রতি সহমর্মিতা জানাই।' ১৯৬৭ সালে পর্তুগালের বন্যায় ৫০০ মানুষ মারা গিয়েছিল। এরপর স্পেনের এই বন্যাই ইউরোপে সবচেয়ে ভয়াবহ। এখন পর্যন্ত দেশটিতে ২০০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বিশেষ করে ভালেন্সিয়া প্রদেশের অবস্থা খুবই ভয়াবহ। সেখানকার স্টেডিয়ামগুলোকে আশ্রয়কেন্দ্র বা সহায়তা সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। যে কারণে স্থগিত করা হয়েছে ভালেন্সিয়া-রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচ। অন্য অনেক ম্যাচের সূচি পাল্টানো হলেও আতলেতিকোর কালকের ম্যাচ স্থগিত করা হয়নি। যদিও আতলেতিকোর মাঠ ওয়ান্দা মেত্রোপলতানোর বাইরে বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। পালমাসের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে ক্লাবের কোচ সিমিওনে বলেছিলেন, 'এমন সময় ফুটবল খেলা অর্থহীন। চারদিকে খুব খারাপ অবস্থা। লোকজন সহায়তা চাইছে এবং অনেকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা যে যেভাবে পারি সহায়তা করতে চাই।' সিমিওনে না চাইলেও খেলা হয়েছে। তার দল জিতেছে এবং তার নিজের ছেলে গোলও করেছেন। দ্বিতীয় গোলটি করেছেন আলেক্সান্দার সরলথ। এই জয়টি তাদের জন্য স্বস্তির। কারণ লা লিগায় এর আগে সর্বশেষ ৪ ম্যাচের মাত্র ১টিতে জিতেছে তারা। ১২ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে তৃতীয় স্থানে আছে আতলেতিকো। সমান ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা।

শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার সামনে সদ্য হোয়াইটওয়াশ হওয়া ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক : নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হওয়া বেশ কড়া চোখেই দেখছে বিসিসিআই। যদিও নাস্তানাবুদ হওয়া দলটিকেই অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হবে, তবে অস্ট্রেলিয়া সফরের পারফরম্যান্স দেখে রোহিত-কোহলিসহ দলের জ্যৈষ্ঠ ক্রিকেটারদের ব্যাপারে বিসিসিআই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে বলে গুঞ্জন উঠেছে ভারতের মিডিয়াপাড়ায়। কোহলি ও রোহিত নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা টার্নিং বলের বিরুদ্ধে যেন লড়াতেই পারেনি। সফরকারী নিউজিল্যান্ডের বোলাররা ভারতীয় ব্যাটারদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির মতো সিনিয়র পেশাদার খেলোয়াড়রা যখন দলের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন চ্যালেঞ্জের কাছেও যেতে পারেননি। এতেই চটেছে বিসিসিআই। ভারতের সংবাদসংস্থা পিটিআই তথ্যমতে, অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পরই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে বিসিসিআই। পিটিআইয়ের একটি প্রতিবেদনে এখন দাবি করা হয়েছে যে সমস্ত সম্ভাবনার মধ্যে, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাদেজা দেশের মাটিতে একসাথে তাদের শেষ টেস্ট ম্যাচটি খেলে ফেলেছেন। প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে যে আসন্ন বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির পরে এই সিনিয়র খেলোয়াড়দের ভবিষ্যত নির্ধারণ করা হবে। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র জানায়, ''এটি একটি বিশাল বিপর্যয় হয়েছে কিন্তু, অস্ট্রেলিয়া সিরিজ কয়েকদিন পরই এবং স্কোয়াডও ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে।

নিজেদের মাঠে চেলসির সাথে ড্র করলো ইউনাইটেড

স্পোর্টস ডেস্ক : আগের ম্যাচে লেস্টার সিটির বিপক্ষে ৫-২ ব্যবধানের জয় পেয়েছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। কিন্তু জয়ের ধারা বহমান রাখতে পারেনি রেড ডেভিলরা। পরের ম্যাচেই পয়েন্ট খোয়ালো তারা। গত রোববার রাতে ওল্ড ট্রাফোর্ডে চেলসির বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে ম্যানইউ। ম্যানইউর ঘরের মাঠ থেকে এক পয়েন্ট আদায় করে টেবিলের চতুর্থ স্থানে উঠেছে চেলসি। ১০ ম্যাচে ব্লুজদের পয়েন্ট ১৮। অন্যদিকে ১০ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ১৩তম অবস্থানে আছে ম্যানইউ। ৭০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যানইউকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ। চেলসির গোলরক্ষক রবার্ট স্যানচেজ রাসমাস হজলুন্দের পা জড়িয়ে ধরে রাখলে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। দারুণ সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি পর্তুগালের তারকা ফার্নান্দেজ। ম্যানইউ লিড ধরে রাখতে পারে কেবল ৪ মিনিট। ৭৪ মিনিটে ময়েসেস কাইসিদোর গোলে ১-১ সমতায় ফেরে চেলসি। সফরকারী দলের কর্নার ক্লিয়ার করতে পারেননি ম্যানইউর ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার কাসিমিরো। এই সুযোগ বল পেয়ে নিচু শটে গোল করেন কাইসিদো। বল ম্যানইউর গোলরক্ষক আন্দে ওনানার হাতে লাগলেও তিনি থামাতে পারেননি। ম্যাচের পর ইকুয়েডরের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার কাইসিদো বিবিসিকে বলেন, 'গোল করার সুযোগ ছিল। আমি এটা করেছি। আমি খুব খুশি। আমরা জানতাম দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলে (সমতায় ফিরতে) এটা কঠিন হয়ে যেতো। আমি সমতা আনতে পেরে খুব খুশি।আমরা জয়ের যোগ্য ছিলাম। জানতাম এটা কঠিন খেলা হবে। কিন্তু প্রস্তুত ছিলাম। দলের জন্য খুবই খুশি। এটা একটা দারুণ লড়াই ছিল।' কোচ এরিক টেন হাগকে বরখাস্ত করার পর প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচ খেলেছে ম্যানইউ। তাতে পয়েন্ট না পেয়ে হতাশই হতে হলো ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটিকে। এদিকে টেন হাগের উত্তরসূরি হিসেবে রুবেন অ্যামোরিমোকে নিয়োগ করেছে ম্যানইউ।

ভিসা জটিলতায় দুবাই যেতে বাধা নাসুম-নাহিদের

স্পোর্টস ডেস্ক : আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে দুই ধাপে দুবাইয়ে পৌঁছেছে বাংলাদেশ দলের ১৩ সদস্য। একদিন বাদেই হবে সিরিজ শুরু, তবে এখনো দুবাইয়ের ভিসা পাননি নাসুম আহমেদ ও নাহিদ রানা। গতকাল বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) একটি সূত্র। সূত্রটি জানায়, 'এখন পর্যন্ত তাদের ভিসা পাওয়া যায়নি। আজ পাওয়ার কথা আছে। পেলেই দুবাইয়ের বিমান ধরবেন।' প্রায় এক বছর পর জাতীয় দলে ফিরেছেন নাসুম। এই বাঁহাতি স্পিনার বগুড়ায়, ব্যস্ত ছিলেন জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল)। দল ঘোষণার রাতেই বগুড়া থেকে ফেরেন ঢাকায়। এখন আছেন একাডেমী ভবনে। এদিকে প্রথমবার ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন ডানহাতি পেসার নাহিদ রানা। লাল বলে লাল-সবুজের জার্সিতে অভিষেক হলেও এখন অপেক্ষা রঙিন জার্সির, সাদা বলে ছুটে চলার। তিনিও আছেন একাডেমী ভবনে। প্রথম দফায় গত শনিবার ৯ ক্রিকেটার দুবাইর বিমান ধরেন। গত রোববার যান আরও চার ক্রিকেটার। শারজাহতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। ৬, ৯ ও ১১ নভেম্বর তিন ম্যাচের এই সিরিজটি হবে।

বাংলাদেশ দল: সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান তামিম, জাকির হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলি অনিক, মেহেদী হাসান মিরাজ (সহ-অধিনায়ক), রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম ও নাহিদ রানা।

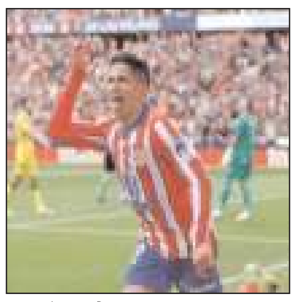

অ্যাটলেটিকোকে জেতালেন কোচ সিমিওনের ছেলে

স্পোর্টস ডেস্ক : ডিয়েগো সিমিওনে ম্যাচের আগে মন খারাপ করে বলেছিলেন, লাস পালমাসের বিপক্ষে ম্যাচটা 'অর্থহীন'। তার এই কথা বলার কারণ, স্পেনে আকস্মিক বন্যা। তবে ম্যাচ ঠিকই মাঠ গড়ালো, গোল করলেন সিমিওনের ছেলে জুলিয়ানো, জিতলো অ্যাটলেটিকো। লা লিগার ম্যাচে লাস পালমাসের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছে তারা। গত রোববার ঘরের মাঠে ওয়ান্ডা মেট্রোপলিটিনোয় দুই অর্ধে দুইটি গোল করে জিতেছে অ্যাটলেটিকো। ২৯ মিনিটে গোল করেন জুলিয়ানো সিমিওনে। এটি ক্লাবের হয়ে তার প্রথম গোল। ৮৩ মিনিট দ্বিতীয় গোলটি করেন আলেক্সান্ডার সরলথ।

জয়ের ধারা অব্যহত রাখলো বার্সেলোনা

স্পোর্টস ডেস্ক : ম্যাচের আগে এস্পানিওলের কোচ হুমকি দিয়েছিলেন, বার্সালোনাকে হারাবেন। কোচের কথা রাখতে চেষ্টা করলেন শিষ্যরা। তবে হ্যান্সি ফ্লিকের কৌশলের কাছে মার খেয়ে গেলেন, বার্সেলোনার 'হাইলাইন' ডিফেন্সের ফাঁদে পড়ে বাদ গেল দুই গোল। বিপরীতে তিনবার জাল খুঁজে নিলো বার্সেলোনা। আর তাতেই লা লিগার ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করলো কাতালানরা। গত রোববার অলিম্পিক স্টেডিয়ামে দলের জয়ে জোড়া গোল করেছেন দানি অলমো, অন্য গোলটি করেছেন রাফিনহা। এস্পানিওলের হয়ে ব?্যবধান কমিয়েছেন হাভি পুয়াদো। ম্যাচের শুরুতে স্পেনে বন?্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর শুরু হয় খেলা। দশ মিনিটের মধ্যেই প্রথম আক্রমণ করে বার্সেলোনা। অষ্টম মিনিটে লাফিয়েও হেড লক্ষ?্যে রাখতে পারেননি ওলমো। দুই মিনিট পর গোলরক্ষক বরাবর শট নিয়ে হতাশ করেন তিনি। অবশেষে তৃতীয়বারে সাফল?্য পান ওলমো। দ্বাদশ মিনিটে লামিনে ইয়ামালের ক্রসে অনায়াসে জাল খুঁজে নেন স্প্যানিশ তারকা। ২৩তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রাফিনহা। মাঝমাঠ থেকে মার্ক কাসাদো বল বাড়িয়েছিলেন। দৌড়ের ওপর থাকা রাফিনহা গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে জাল খুঁজে নেন। ২৭তম মিনিটে বার্সেলোনার জালে বল পাঠিয়ে উল্লাস শুরু করে এস্পানিওল। কিন্তু অফসাইডের জন?্য হতাশায় পুড়তে হয় তাদেরকে। ৩১তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ওলমো। রাফিনিহার পা হয়ে বল পান আলেসান্দ্রো বাল্দে। তার কাছ থেকে বল পেয়ে বুলেট গতির শটে আসরে নিজের পঞ্চম গোলটি করেন ওলমো। দ্বিতীয়ার্ধে একই রকম শুরু করে বার্সেলোনা। পাল্টা আক্রমণ চালায় এস্পানিওলও। ৫৮তম মিনিটে জালে বলও পাঠায় তারা। তবে এবারও অফসাইডের জন?্য মেলেনি গোল!

লাইফস্টাইল

শিশুদের হার্টে ছিদ্র হওয়ার কারণ জেনে নিন

লাইফস্টাইল ডেস্ক

মানুষে হৃদপিণ্ডে ছিদ্র থাকা মূলত একটি জন্মগত ত্রুটি। সাধারণত গর্ভাবস্থায় শিশুর হৃৎপিণ্ডের বিকাশজনিত সমস্যা কারণে এই ছিদ্র দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের করা সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গিয়ে, দেশটিতে প্রতি ১ হাজার শিশুর মধ্যে আট থেকে নয়জন এই হৃদপিণ্ডের ছিদ্রজনিত সমস্যায় ভুগে থাকে। তবে প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি বলে ধারণা করছেন বাংলাদেশ শিশু হাসপাতালের শিশু হৃদরোগ বিভাগের প্রধান এবং সিনিয়র কনসালট্যান্ট ডা. খলিফা মাহমুদ তারিক। যদি শুরুতেই সমস্যাটি ধরা পড়ে, তাহলে দ্রুত চিকিৎসার মাধ্যমে শিশুকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা সম্ভব। তবে যদি দেরি হয়, জটিলতা ততো বাড়ে। এর চিকিৎসা কেমন হবে সেটা নির্ভর করে ছিদ্রটি হার্টের কোথায় আছে এবং ছিদ্রটি কত বড় সেটার ওপর। হৃদপিণ্ডের ছিদ্রের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল, ব্রিটেনের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ-এনএইচএস এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের থেকে। হৃদপিণ্ডে ছিদ্র মানুষের হৃৎপিণ্ডের চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে। ওপরের দুটি হল অলিন্দ বা অ্যাট্রিয়া ও নিচের দুটি নিলয় বা ভেন্ট্রিকল। ওপরের দুটি অ্যাট্রিয়া ইন্টারএট্রায়াল সেপ্টাম নামক পর্দা দিয়ে আলাদা করা থাকে এবং নিচের দুটি ভেন্ট্রিকল আলাদা করে রাখে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম নামে আরেকটি পর্দা। শিশুরা হার্টের বিভিন্ন অংশে ছিদ্র নিয়ে জন্মাতে পারে। ওপরের প্রকোষ্ঠের পর্দায় কোন ছিদ্র থাকলে তাকে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট (এএসডি) বলা হয়। নিচের পর্দার মধ্যে কোন ছিদ্র থাকলে তাকে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট (ভিএসডি) বলে। এই ছিদ্রের কারণে হার্ট ও ফুসফুসের মধ্যে রক্ত চলাচল অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। মানবদেহের ফুসফুস রক্তে অক্সিজেনের যোগান দেয়। আর সেই অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সারা শরীরে পরিবহনের কাজ করে হৃদপি-। শরীরের দূষিত রক্ত মহাশিরার মাধ্যমে প্রথমে হৃদপিণ্ডের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে তার পর ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। এই নিলয় থেকে দূষিত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে পৌঁছায়। ফুসফুস ওই দূষিত রক্তে অক্সিজেনের যোগান দেয়। এরপর ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত হৃদপিণ্ডের বাম অলিন্দে প্রবেশ করে এরপর বাম নিলয়ে যায়। হৃদপিণ্ডের বাম নিলয়ে আসা এই অক্সিজেন সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রক্ত মহাধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে প্রবাহিত হয়। হার্টে ছিদ্র থাকলে অর্থাৎ এএসডি বা ভিএসডি থাকলে ফুসফুসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রক্ত চলাচল অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। কারণ ছিদ্রটি রক্তের স্বাভাবিক গতিপথে বাধা দেয়। বাম অলিন্দ থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও, এএসডি এর কারণে কিছু বিশুদ্ধ রক্ত ডান অলিন্দে চলে যায়। এতে বিশুদ্ধ রক্ত দূষিত রক্তের সাথে মিশে যায় এবং ফুসফুসের দিকে প্রবাহিত রক্তের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। আবার ভিএসডি থাকলে বাম নিলয়ের কিছু বিশুদ্ধ রক্ত ছিদ্র দিয়ে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। এতে বিশুদ্ধ ও দূষিত রক্ত একসাথে মিশে যায়। এই রক্তই আবার ফুসফুসে ফিরিয়ে আনে। ছিদ্র বড় হলে বা দীর্ঘদিন ধরে থাকলে হার্ট এবং ফুসফুসের ক্ষতি করতে পারে। এতে ফুসফুসের ধমনীতে রক্তচাপ বেড়ে যায়। হৃৎপি-কে তখন রক্ত পাম্প করার জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এতে হার্টের ভালভের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে ভালভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ফুসফুসের ধমনীতে উচ্চ রক্তচাপ বা পালমোনারি হাইপারটেনশন দেখা দিতে পারে। যা স্থায়ীভাবে ফুসফুসের ক্ষতি করতে পারে। এতে ফুসফুস অক্সিজেন সরবরাহে ব্যর্থ হয়। যা শিশুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে। শিশুর হার্টে ছিদ্র কেন হয়

শুরুতেই বলা হয়েছে হৃদপিণ্ডে ছিদ্র হওয়া একটি জন্মগত ত্রুটি। অর্থাৎ শিশু হার্টে ছিদ্র নিয়েই জন্মায়। বাহ্যিক কোনো কারণে হার্টে ছিদ্র হওয়ার নজির নেই। মাতৃগর্ভে শিশুর হৃৎপি- একটি নল থেকে বিকশিত হয়, এরপর সেটি চারটি প্রকোষ্ঠে ভাগ হয়। সেই প্রকোষ্ঠের দুটি অংশ আলাদা করতে পর্দা গড়ে ওঠে।

জেনেটিক সমস্যা: ডাউন সিনড্রোম থাকলে শিশুর হার্টে ছিদ্র দেখা দিতে পারে। সেইসাথে গর্ভবতী হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে যদি মায়ের রুবেলা হয় তাহলে শিশুর হার্টে ছিদ্র বা হার্টের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জন্মানোর ঝুঁকি বাড়ে। মায়ের যদি অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থাকে। গর্ভকালীন মায়ের ভাইরালজনিত ইনফেকশন হলে। মা গর্ভকালীন অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগলে। মায়ের মদ ও তামাক জাতীয় পণ্য খাওয়ার অভ্যাস থাকলে এবং বিভিন্ন মাদক সেবনের কারণে।

রেজর ব্যবহারে মাথায় রাখবেন যে বিষয়গুলো

লাইফস্টাইল ডেস্ক

প্রতি মাসেই শরীরের অবাঞ্ছিত লোম তোলার জন্য ওয়াক্সের বদলে অনেকে রেজর ব্যবহার করেন। অন্তত যন্ত্রণা হয় না। কিন্তু ব্যবহারের পর রেজর তো আর ফেলে দিচ্ছেন না। নির্দিষ্ট সময় পরপর রেজর বদলানোর বিষয়েও সতর্ক থাকতে হয়। তা না হলে ত্বকে দেখা দেয় নানা সমস্যা।

রেজরে পাঁচ থেকে সাতবার ব্যবহারের পর ব্লেডটি ফেলে দিন। ওয়ান টাইম রেজর সচরাচর ৩-৪ বারের বেশি ব্যবহার ঠিক নয়।

কিন্তু কেন? একটি কারণ তো রয়েছে ব্লেডে ধার না থাকা। আরেকটি কারণ হলো রেজরের ব্লেডের তিনটি স্তরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কাটা লোম, ত্বকের মৃত কোষ ও ময়লা জমে যায়। আর এসব ময়লা ব্লেডে মরিচা ধরায়। তখন ব্লেডের ধার কমে। আবার ব্লেডে ময়লা জমে থাকা মানে ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ ছড়াতে পারে। আর ব্লেডে ধার কম থাকা মানে ত্বকে ফুসকুড়ি, ব্রণ ও র‌্যাশ হতে পারে। তখন ত্বকে বাড়তি দাগ ও সমস্যা বাড়তে পারে।

(১) ছেলে মেয়ে ভেদে সঠিক রেজরটি বেছে নিন

স্কিনের যত্নে অনেক ব্যাপারে আমরা অনেক বেশি সচেতন! কিন্তু ছোটখাট হলেও খুব জরুরী কিছু ব্যাপারে আমাদের থাকে রাজ্যের অনীহা।প্রপারলি আন্ডারআর্ম এবং বিকিনি লাইন ক্লিন করাও তেমনি। মেয়েরা অনেকেই অনেক সময় নিজের জন্যে আলাদা রেজর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বুঝে না। এমনকি হাতের কাছে ছেলেদের রেজর থাকলে, নতুন করে আবার আলাদা রেজর কিনার ঝামেলা এরাতে সেগুলোই ব্যবহার করে। অথচ এর ফলে আমরা মেয়েরা আমাদের কি পরিমাণ ক্ষতি করছি না বুঝেই তা অনেক সময় উপলব্ধি করিনা। মেয়েদের স্কিন স্বভাবতই ছেলেদের স্কিনের চেয়ে অনেক বেশি সেনসিটিভ হয়ে থাকে।

তাই একি রেজর যা ছেলেরা ব্যবহার করছে তা যদি মেয়েরা ব্যবহার করে তবে স্কিনে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এদের মধ্যে জ্বলাপোঁড়া, ইচিং, লাল হয়ে যাওয়া, ছিলে যাওয়া এই সমস্যাগুলো খুবই কমন। তাই মেয়েদের জন্যে আন্ডারআর্ম এবং বিকিনি লাইন ক্লিন করতে রেজর ব্যবহারের আগে অবশ্যই স্কিন বুঝে নিজের জন্যে উপযুক্ত রেজরটিই বাছাই করে নিতে হবে।

এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে নিয়মিত ব্লেড বদলাতে হবে। আর ব্লেড বদলানোর পাশাপাশি তাড়াহুড়ায় লোম চেঁচে ফেলা এড়াতে হবে। সবসময় লক্ষ্য রাখবেন, জেল বা শেভিং জেল যেন ব্যবহার করা হয়। তাহলে ব্রণ ও ফুসকুড়ির সমস্যা থেকে দূরে থাকার সম্ভাবনা থাকবে।

র্ভাবস্থায় যেসব ভুল নয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক

গর্ভাবস্থায় সবাই কমবেশি সতর্ক থাকেন। এসময় কিছু ভ্রান্ত ধারণা বা নিয়মও মায়েরা মেনে চলেন। সন্তানের মঙ্গলচিন্তা থেকেই এসব ভাবনার উৎপত্তি। কিন্তু এগুলো পালন করে আদৌ কতটা লাভ হয় জানা নেই। উলটো এতে ক্ষতি হতে পারে। এসকল নিয়মের ফলে উদ্বেগ বাড়তে শুরু করে। এছাড়া স্বাস্থ্যের ওপর চাপ পড়ে। যেমন:

দুজনের মাপে খাবার খাবেন

এতদিনকার অভ্যাস ছেড়ে দ্বিগুণ খাওয়ার অভ্যাস করাটা একদমই অসম্ভব। তাও নাকেমুখে গুজে অনেকে খেয়ে থাকেন। এতে লাভ হয় না। ভ্রুণের অত খাবার লাগে না। মূলত মায়ের দেহের অতিরিক্ত খাদ্য উপাদান ভ্রুণকে বাড়তে সাহায্য করে? গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস আগের মাপেই খান। তবে চেষ্টা করবেন খাবারে ২৫০-৩০০ ক্যালরি বেশি গ্রহণ করতে। দুধ, কলা আর সিরিয়াল দিয়েই অনেকটুকু ঘাটতি মিটিয়ে নেওয়া যায়।

পরামর্শ ছাড়াই ছোটখাটো ঔষধ সেবন

আমাদের অভ্যাস সমস্যা খুব বড় না হলে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হই না। তাই ছোটখাটো ওষুধ এমনিতেই খাওয়া যায়। এটা ভুলেও করবেন না। কারণ অনেক সময় ছোটখাটো ঔষধ জন্মগত ত্রুটি সৃষ্টি করে?

যতটুকু পারা যায় কাজ এগিয়ে রাখা

গর্ভাবস্থায় শরীর ভীষণ ক্লান্ত থাকে। তাই অনেকেই ভাবেন আমি যেহেতু তেমন কিছু করতে পারছি না তাই যতটুকু পারি কাজ এগিয়ে রাখি। এমনটা ভুলেও করবেন না। চেষ্টা করবেন ঘুমটা যেন ঠিক থাকে। নাহলে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে।

শুয়ে বসে আরাম করার ভাবনা

এই সময় ভারি কাজ তো করা যাবে না সেটা আমরাও মানি। কিন্তু একেবারে অকেজো হয়ে বসে থাকার প্রয়োজন নেই। গর্ভাবস্থায় অনেক ব্যায়াম করা যায়। এছাড়া একটু হাঁটাহাটির অভ্যাস গড়ে নিতে হবে। এতে গর্ভে থাকা সন্তানের বৃদ্ধিও ভালো হবে। আপনার স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

রুচি নয় বরং স্বাস্থ্যকর খাবার

গর্ভাবস্থায় মিষ্টি খাওয়া বাদ দেওয়াই ভালো। এতে ওজন বেড়ে যেতে পারে। শরীরে মেদ জমতে পারে? তবে একেবারেই নিজের পছন্দের খাবার বাদ দেওয়াটাও ঠিক নয়। মিষ্টি খাওয়ার তীব্র ইচ্ছে হলে মিষ্টির পরিপূরক কোনো ফল খেতে পারেন। কিসমিস, আখরোট এক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী। তবে একজন খাদ্য ও পুষ্টিবিদের সাথে পরামর্শ করলে ভালো হয়?